# মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩২১ ॥ ১১ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ১০ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

## পাচার করা টাকা ফেরাতে বিশেষ আইন করা হবে: প্রেস সচিব

**স্টাফ রিপোর্টার :** পাচার করা টাকা কীভাবে আনা যায় সেটা ত্বরান্বিত করার জন্য একটা বিশেষ আইন খুব শিগগিরই করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। সোমবার (১০ মার্চ) দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক বিফ্রিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

## শিগগিরই নির্বাচন নিয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হবে: আলী রীয়াজ

**স্টাফ রিপোর্টার :** শিগগিরই নির্বাচন নিয়ে আরো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি এবং সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ। গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

## না পারলে ছেড়ে দেন ড. ইউনুসকে দুদু

**স্টাফ রিপোর্টার :** 'শিশু ধর্ষণ হচ্ছে। রাস্তায় যাকে খুশি, যাকে পাচ্ছে কোপাচ্ছে। এইজন্য কি গণঅভ্যুত্থান হয়েছে? এর জন্য কি আপনি ( ইউনুস) রাষ্ট্রক্ষমতা এসেছেন? না পারলে ক্ষমতা ছেড়ে দিবেন। ছেড়ে দেওয়ার মূল কাজটা হচ্ছে নির্বাচন দিবেন। ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পরে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হয়েছে।

# বাংলাদেশের অবস্থা ছিল গাজার মতো: প্রধান উপদেষ্টা

**স্টাফ রিপোর্টার :** ক্যালেন্ডারের পাতায় ৫ আগস্ট ২০২৪। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে সেদিন পতন হয় আওয়ামী লীগ সরকারের। এরপর দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে তিনি সেখানেই অবস্থান করছেন। এদিকে সরকার পতনের পর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। কেমন ছিল তখনকার প্রেক্ষাপট, তা নিয়ে সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকারটি গতকাল সোমবার (১০ মার্চ) প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অনুরোধেই অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব দিতে রাজি হন জানিয়ে সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, শেখ হাসিনা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে গেছেন। এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত একটি দেশ, আরেকটি গাজার মতো। তিনি আরও বলেন, তবে এতে কোনো ভবন ধ্বংস হয়নি। বরং পুরো প্রতিষ্ঠান, নীতি, মানুষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে

গেছে। ড. ইউনূস কথা বলেন শেখ হাসিনার শাসনামল নিয়েও। তার ভাষ্য, 'হাসিনার শাসনামলে কোনো সরকার ছিল না, ছিল দস্যুদের একটি পরিবার। সরকারপ্রধানের যেকোনো আদেশই তখন সম্পন্ন করা হতো। কেউ সমস্যা তৈরি করছে? তাকে উধাও করে দাও। নির্বাচন করতে চান? তারাই নিশ্চিত করতো আপনি যেন সেই আসনে জয়ী হন।' আবার টাকার দরকার হলেও সে ব্যবস্থা তাদের (হাসিনা সরকার) কাছে ছিল বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ব্যাংক থেকে তারা এক মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়ে দিতো, যা আপনাকে কখনোই ফেরত দিতে হবে না। সাক্ষাৎকারে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ভারতে শেখ হাসিনার আশ্রয় প্রসঙ্গেও কথা বলেন। তিনি বলেন, ভারত হাসিনাকে আতিথ্য দিলে তা সহ্য করা হবে। কিন্তু দেশকে আগের অবস্থায় নেওয়ার জন্য প্রচার চালাতে ভারতকে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া বিপজ্জনক। এটি দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এদিকে, বাংলাদেশে হাসিনার শাসনামল স্বৈরাচার, সহিংসতা এবং দুর্নীতির অভিযোগে ভরপুর ছিল বলে জানিয়েছে গার্ডিয়ান। যার সমাপ্তি ঘটে জুলাই ও আগস্ট মাসে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে। জাতিসংঘের মতে, ওই সময় বাংলাদেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনে এক হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়।

## ১৬৬ সুপারিশ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনসহ ৩৪ দলকে ঐকমত্য কমিশনের চিঠি

**স্টাফ রিপোর্টার :** ছয়টি সংস্কার কমিশনের ১৬৬টি সুপারিশ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনসহ ৩৪টি রাজনৈতিক দলের কাছে চিঠি দিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। আগামী ১৩ মার্চের মধ্যে এসব সুপারিশের বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোকে তাদের মতামত জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। সেই মতামত পাওয়ার পর সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করবে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন ঐকমত্য কমিশন। পরবর্তীতে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হবে একটি জাতীয় সনদ। সোমবার (১০ মার্চ) জাতীয় সংসদ ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি ড. আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, যখন যে দলের মতামত পাওয়া যাবে, সে সময় থেকেই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু হবে। আশা করছি, ১৩ মার্চের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত জানাবে। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন থাকলে তারা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কমিশন এ বিষয়ে সবসময় প্রস্তুত রয়েছে।

*২-এর পাতায় দেখুন*

# আইনশৃঙ্খলার অবনতি যারা ঘটাচ্ছে, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

**স্টাফ রিপোর্টার :** মব সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে, তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সোমবার (১০ মার্চ) ভোরে রাজধানীর তেজগাঁও, ধানমন্ডি, শাহবাগ ও নিউমার্কেট থানা পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি। এ সময় বিভিন্ন অপরাধ ও আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কার্যক্রম রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, রমজানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রায় শতাধিক তল্লাশিচৌকি বসানো হয়েছে ও অপরাধপ্রবণ এলাকায় টহল সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এসব চেকপোস্ট এবং টহল দলের রাত্রিকালীন কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

*২-এর পাতায় দেখুন*

## রমজান বিষয়ক ফতোয়া ফতোয়া (১০)

**স্টাফ রিপোর্টার :** যাদুকর কাফের যাদু অবশ্যই শয়তানী কাজ। পশু উৎসর্গ, তন্ত্র- মন্ত্র, সালাত পরিত্যাগ, নাপাক- অপবিত্র জিনিস ভক্ষণ ইত্যাদি কাজ কর্মের মাধ্যমে যাদুকর জিন-শয়তানদের সাহায্য নিয়ে থাকে। ফলে যাদুকরের ইচ্ছানুযায়ী তারা কাউকে আছর করে, কাউকে ক্ষতি করে, কারো শরীরের সাথে মিশে যায়, কাউকে মেরে ফেলে। স্বামীকে তার স্ত্রী থেকে পৃথক করে দেয়। স্ত্রীকে স্বামী থেকে আলাদা করে দেয়। এসব বিবেচনায় যাদুকর মুশরিক ও কাফের। শরীয়তে তাকে হত্যা

*২-এর পাতায় দেখুন*

# নতুন দলের নিবন্ধন পেতে ২০ এপ্রিলের মধ্যে আবেদন করতে হবে: ইসি

**স্টাফ রিপোর্টার :** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজ প্রতীকে অংশ নিতে ইচ্ছুক এমন দলকে নিবন্ধন দিতে আবেদন আহ্বান করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি) এক্ষেত্রে আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে আবেদন করতে হবে। সোমবার (১০ মার্চ) ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৯০ (ক)-এর অধীন রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন করতে ইচ্ছুক এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮-এ উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণে সক্ষম রাজনৈতিক দলসমূহকে নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত নির্দেশিকা মোতাবেক বিধিমালায় সংযোজিত ফরম-১ পূরণপূর্বক আগামী ২০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার আহ্বান জানানো যাচ্ছে। নিবন্ধীকরণে আগ্রহী রাজনৈতিক দলকে স্বীয় লেটারহেড প্যাডে দরখাস্ত করতে হবে এবং দরখাস্তের সঙ্গে আবশ্যকীয় যে

দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবে, যথা-দলের গঠনতন্ত্র; দলের নির্বাচনি ইশতেহার, যদি থাকে;সদলের বিধিমালা যদি থাকে; দলের লোগো এবং পতাকার ছবি; দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা সমমানের কমিটির সকল সদস্যের পদবিসহ নামের তালিকা; দলের নামে রক্ষিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাংকের নাম এবং উক্ত অ্যাকাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি; দলের তহবিলের উৎসের বিবরণ; দলের নিবন্ধনের দরখাস্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র; নিবন্ধন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য পাঁচ হাজার টাকা সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বরাবরে জমাকৃত ট্রেজারি চালানের কপি।

নিবন্ধন পাওয়ার শর্ত : (অ) বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে দরখাস্ত দাখিল করার তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের যেকোনো একটিতে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক

*২-এর পাতায় দেখুন*

## আগামী সপ্তাহ থেকে ফের ঐকমত্য কমিশনের সংলাপ

**স্টাফ রিপোর্টার :** আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে পাঁচ সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে মতামত দিতে চিঠি দিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। দ্বিমত থাকা বিষয়গুলির সমাধানে ১৫ মার্চের পর থেকে দল বা রাজনৈতিক জোটের সঙ্গে সংলাপ শুরু করবে কমিশন। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে এসব তথ্য জানা গেছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই দলগুলোর মতামত পাওয়া যাবে বলে মনে করছে কমিশন। তার ভিত্তিতে আগামী সপ্তাহ থেকে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরুর আশা করছেন তাঁরা, যা ২৪ মার্চ পর্যন্ত চলার সম্ভাবনা রয়েছে। রোজার ঈদের ছুটি শেষে ৭ এপ্রিল থেকে আবার সংলাপ করবে কমিশন। যেসব বৈঠকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস

*২-এর পাতায় দেখুন*

## অক্টোবরে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে: সিইসি

**স্টাফ রিপোর্টার :** আগামী অক্টোবরেই জাতীয় নির্বাচনের সিডিউল (তফসিল) ঘোষণার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। সোমবার (১০ মার্চ) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান তিনি। জাতীয় নির্বাচনের ট্রেনে উঠেছেন কি না; সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে সিইসি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা যেদিন ঘোষণা দিয়েছেন, সেদিন থেকেই আমরা জাতীয় নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করছি। তবে, জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা দেবেন। তিনি বলেন, আমাদের টাইমলাইন ডিসেম্বর; এটা মাথায় রেখেই কাজ করছি। ডিসেম্বরে ভোট হলে অক্টোবরে সিডিউল ঘোষণা করতে হবে। টাইমলাইন যাতে মিস

*২-এর পাতায় দেখুন*

## যশোরে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় খালাস পেলেন তারেক রহমান

**যশোর প্রতিনিধি :** যশোরে দায়ের হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান। সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় জেলা ও দায়রা জজ শেখ নাজমুল আলম এ রায় দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যশোরের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু। আদালত সূত্র জানায়, যশোর জেলা আওয়ামী

*২-এর পাতায় দেখুন*

## মার্চের মাঝামাঝি সব পাঠ্যবই বিতরণ শেষ হবে: আবুল কালাম আজাদ

**স্টাফ রিপোর্টার :** প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেছেন, এই বছর পাঠ্যপুস্তক বিতরণে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। এরই মধ্যে আমাদের ৩৯ কোটি ৬০ লাখ পাঠ্য বই বিতরণের কথা ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে। তার মধ্যে ৩৮ কোটি ২৯ লাখ ৬১ হাজার কপি ছাপানো হয়েছে। ছাপা হওয়া বই মোট বইয়ের ৯৭ দশমিক ২ শতাংশ। এর মধ্যে বেশিরভাগই বিতরণ সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি, মার্চের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সবগুলো ছাপা এবং বিতরণ সম্ভব হবে। সোমবার (১০ মার্চ) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এই তথ্য জানান। আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, ২ কোটি ৩২ লাখ ছাপা হওয়া বই বিতরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া এক কোটি ৮ লাখ ৫ হাজার বই ছাপানো সম্ভব

*২-এর পাতায় দেখুন*

# বন্দিরা নিরাপদ নয় রাজশাহী কারাগারে

**মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী:** প্রতিটি দেয়ালে বড় অক্ষরে লিখা রয়েছে "রাখিবো নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ"। এটি অবশ্য বাংলাদেশ জেল এর মটো বা স্লোগান। অথচ প্রতিটি ধাপে ধাপে দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা আর অনিয়মের জালে ঘেরা। এতে নিষ্পেষিত হচ্ছে বন্দীদের জীবন। শুধু তাই নয়, এসকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করলেই তার উপর শুরু হয় নানা নির্যাতন, আর গুনতে হয় নগদ অর্থসহ প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট। আবার যেকোন বড় ধরনের অপরাধও সমাধান হয় সামান্য বেনসন সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে। সেখানে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, পুরো কারাগার জুড়ে চলছে মাদকের রমরমা ব্যবসা। অর্থাৎ হাত বাড়ালেই অনায়াসে মিলছে গাঁজা, ইয়াবা, ঘুমের বড়িসহ হেরোইনের মত মারাত্মক নেশা। শুধু তাই নয়, কারাগারের ফোন ব্যবহার করেই সেখানে বসেই চালিয়ে যাচ্ছেন মাদকের (হেরোইন) ব্যবসা। এ যেন মাদক ব্যবসার নিরাপদ স্থান। বন্দীরা সপ্তাহের একদিন পরিবারের সাথে কথা বলার সুযোগ পাই। অথচ মাদককারবারিরা প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলেন। আর এর বিনিময়ে দিতে হয় হাজার হাজার টাকা। সেখানে একজন কয়েদির (বন্দী) সাথে কথা বললে সে জানাই, এখানে ৩০ মিনিটির বিনিময়ে ১ হাজার টাকা দিতে হয়। আর এভাবে এখানে বসে নিরাপদে মাদকের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শুধু মাদক ব্যবসায়ী নয়, এই মোবাইল সুবিধা পাই অর্থবিত্ত প্রভাবশালীরাও। গত ৫ আগষ্টের পর এখানে কয়েকজন এমপি রয়েছে। মোটা অংকের টাকা নিয়ে তাদের হাতে দেয়া হয়েছে স্মার্ট ফোন। যা অত্যন্ত গোপন। অথচ সাধারণ বন্দিরা ঘন্টার পর ঘন্টা সিরিয়াল দিয়েও কথা বলতে পারেনা। তবে এমন ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে প্রতিবেদনের বর্ণনাকারি সাংবাদিকও। এরকম ঘটনার অসংখ্য নজির মিলেছে রাজশাহী কারাগারে। এমন

*২-এর পাতায় দেখুন*

## ঢাকাসহ তিন বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে

**স্টাফ রিপোর্টার :** ঢাকাসহ দেশের তিনটি বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া বাড়তে পারে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। রোববার (৯ মার্চ) এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক জানিয়েছেন, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। সোমবার (১০ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বৃষ্টিপাত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তবে কুমিল্লা অঞ্চলসহ ঢাকা ও সিলেট বিভাগের দুয়েক জায়গায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সারা দেশে দিনের ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে আজ মঙ্গলবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত

*২-এর পাতায় দেখুন*

# ভোটের 'টার্গেট' নিয়ে দল গোছাবে এনসিপি

**স্টাফ রিপোর্টার :** ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের রাজনীতিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। তরুণ নেতৃত্ব এখন দ্যুতি ছড়াচ্ছে সর্বত্র। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল- জাতীয় নাগরিক পার্টি, সংক্ষেপে এনসিপি। তবে প্রশ্ন উঠেছে, নতুন দল আসন্ন নির্বাচনের আগে দল গোছাবে নাকি নির্বাচনের মাঠ প্রস্তুত করবে, দলকে শক্তিশালী করবে নাকি প্রার্থী ও ভোটার খুঁজবে। দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতোই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে নাকি রাজনীতিতে নতুনত্ব আনবে। এসব প্রশ্নের মধ্যে 'ভোটের টার্গেট নিয়ে মাঠ গোছাবে এনসিপি'ড় দলটির একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সূত্র মতে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তৃণমূল পর্যায়ে দলকে শক্তিশালী করা এবং নির্বাচনের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবে দলটি। প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে তরুণদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও সব বয়সের যোগ্য প্রার্থীকে সুযোগ

দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বাছাই এবং দলের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিষয়েও ভাবছে দলটির শীর্ষ নেতারা। নির্বাচন প্রসঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ঢাকা পোস্টের এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'দল আত্মপ্রকাশের পর আমরা এখন নিবন্ধনের শর্তাবলির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছি। সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তারে মনোযোগ দিয়েছি। রোজার পর এগুলো পুরোদমে চলবে। এরপর নির্বাচন নিয়ে আমরা ভাবব।' ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তৃণমূল পর্যায়ে দলকে শক্তিশালী করা এবং নির্বাচনের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবে দলটি। প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে তরুণদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও সব বয়সের যোগ্য প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনের জন্য

*২-এর পাতায় দেখুন*

## প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আমিনুল ইসলামের পদত্যাগ

**স্টাফ রিপোর্টার :** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম পদত্যাগ করেছেন।

*২-এর পাতায় দেখুন*

# করারোপের আগে বাজার প্রভাব বিশ্লেষণ চান ব্যবসায়ীরা

**স্টাফ রিপোর্টার :** বাড়তি কর বসানোর আগে বাজারে এর প্রভাব বিশ্লেষণের প্রস্তাব করেছে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো। দাতা সংস্থা বা অন্য কোনো চাপে পণ্য বা সেবার ওপর করারোপ চান না তারা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট আলোচনায় বিদ্যমান কর আইনের বিভিন্ন ধারায় সংশোধন, পরিবর্তন ও এনবিআরের তিন বিভাগ (শুল্ক, আয়কর ও মূসক) সমন্বয়সহ বিভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব জানান ব্যবসায়ী-রা। গত সপ্তাহে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই), বেপজা, বিডাসহ একাধিক সংগঠনের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় বসে এনবিআর। চলতি সপ্তাহে রিহ্যাব, রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, বারভিডাসহ বেশ কয়েকটি পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে বসবে। করারোপের আগে প্রয়োজন প্রভাব বিশ্লেষণ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে উৎসে করহার যৌক্তিকীকরণ, করপোরেট করহার কমানো এবং অগ্রিম আয়কর ও টার্নওভার করনীতি সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে এফআইসিসিআই। সংগঠনটির

*২-এর পাতায় দেখুন*

## সুরাহা হলো না গঙ্গার পানিবণ্টনের

**স্টাফ রিপোর্টার :** গঙ্গা নদীর পানিবণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বৈঠক সফল হয়নি। মূলত ফারাক্কায় গঙ্গার পানি মাপার পর দুইদিন ধরে বৈঠক করেন ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা। তবে, আলোচনা জটিল দিকে মোড় নেওয়ায় পানিবণ্টনের সুরাহা ছাড়াই ফিরছে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল। জানা যায়, প্রথমদিকে সব ঠিকঠাক এগোলেও শেষ পর্যন্ত আলোচনায় জটিলতা দেখা দেয়। দুই দেশের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি মাপেন। প্রথম দিন গঙ্গার পানিবণ্টন নিয়ে আলোচনা হয়। দুই দেশের প্রতিনিধিদলের নেতা বৈঠকের মিনিটসে সইও করেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের বৈঠক ছিল সীমান্তের নদীগুলো নিয়ে। কিন্তু সেই বৈঠকের

*২-এর পাতায় দেখুন*

## শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট

**স্টাফ রিপোর্টার :** ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচলে ৬০ কাঠা প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানাসহ পরিবারের কয়েকজন সদস্য, সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব সালাউদ্দিন এবং জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পৃথক ৮টি অভিযোগপত্র বা চার্জশিট দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

*২-এর পাতায় দেখুন*

## জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪: শহীদদের পরিচয় শনাক্তে স্বজনদের প্রতি সিআইডির আহ্বান

**স্টাফ রিপোর্টার :** গত বছরের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অনেক ছাত্র-জনতা গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে শহীদ হয়েছেন। তাদের মধ্যে কিছু শহীদের পরিচয় অজ্ঞাত রয়ে

*২-এর পাতায় দেখুন*

# মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ১১ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা


# রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতির শপথ পড়ানোর নির্দেশনা চেয়ে রিট



**স্টাফ রিপোর্টার :** রাষ্ট্রপতিকে দেশের প্রধান বিচারপতি শপথবাক্য পাঠ করাবেন মর্মে নির্দেশনা চেয়ে রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছে। সোমবার (১০ মার্চ) গীতিকবি ও সংবিধান বিশ্লেষক শহীদুল্লাহ ফরায়জীর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ফারুক এই রিট আবেদন করেন। ব্যারিস্টার ফারুক জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। রিটে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। রিটের যুক্তিতে গীতিকবি ও সংবিধান বিশ্লেষক শহীদুল্লাহ ফরায়জী বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টকে শপথবাক্য পাঠ করান সেই দেশের প্রধান বিচারপতি। সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বা রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতির দেশেও রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ করেন প্রধান বিচারপতির কাছে। এটা বিশ্বব্যাপী সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ। কিন্তু বাংলাদেশে এর ব্যত্যয় দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পিকার। রাষ্ট্রের প্রধানের শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে উপেক্ষা করা প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের তিন বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট করা। এতে সংবিধানের গভীর দার্শনিক ভিত্তি থেকে রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সেই দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে- রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, এটাই হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য সাংবিধানিক নির্দেশনা। বাংলাদেশে দুটি পদকে সংবিধান প্রজাতান্ত্রিক মর্যাদা দিয়েছে। পদ দুটি হলোঃ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি। (এই দুজনের পদ এবং পদবির সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের নাম জড়িত) সংবিধানের ৪৮(১)-এ বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্রপ্রধান রূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন।' সংবিধানের ৯৪ (২)-এ বলা হয়েছে, "প্রধান বিচারপতি যিনি 'বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি' নামে অভিহিত হইবেন।"'৭২ সালের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও প্রধান বিচারপতির মর্যাদা সুরক্ষার প্রশ্নে শপথ ও ঘোষণার তৃতীয় তফসিলে বলা হয়েছিল, 'রাষ্ট্রপতি, স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের শপথ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে।' এগুলো আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের সঙ্গে বিচারবিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি, যা সংবিধান প্রণয়নের সময়ই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত।

## পতন থেকে বেরিয়ে শেয়ারবাজারে ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিলেছে

**স্টাফ রিপোর্টার :** পতন থেকে বেরিয়ে দেশের শেয়ারবাজারে ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিলেছে। শেয়ারবাজারে এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা নিয়ে আসতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে ভালো কোম্পানি। বেশিরভাগ ভালো কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ায় মূল্যসূচকে যেমন ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তেমনি লেনদেনের গতিও বেড়েছে। সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (১০ মার্চ) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে সবকটি মূল্যসূচক। সেই সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) দাম কমার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠান। এরপরও বাজারটিতে মূল্যসূচকের ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিলেছে। তবে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। বাজারটিতেও মূল্যসূচক ঊর্ধ্বমুখী রাখতে মূল ভূমিকা পালন করেছে ভালো কোম্পানি। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। নতুন তালিকাভুক্ত কোম্পানি থাকে 'এন' গ্রুপে। তালিকাভুক্তির পর একটি আর্থিক বছর পার হলে কোম্পানিগুলো 'এ', 'বি' এবং 'জেড' গ্রুপে বিভক্ত হয়। এর মধ্যে ভালো কোম্পানি বা ১০ শতাংশ অথবা তার বেশি লভ্যাংশ দেওয়া কোম্পানির স্থান হয় 'এ' গ্রুপে। ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ দেওয়া কোম্পানি থাকে 'বি' গ্রুপে। আর লভ্যাংশ না দিতে পারা কোম্পানির স্থান হয় 'জেড' গ্রুপে। জেড গ্রুপের কোম্পানিকে

৭-এর পাতায় দেখুন



## প্রশাসন ঠিক না থাকার কারণে ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে : রিজভী

**স্টাফ রিপোর্টার :** প্রশাসন ঠিক না থাকার কারণে ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এড. রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, আজকে যদি প্রশাসন ঠিক থাকতো, তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরী হতো না। সোমবার (১০ মার্চ) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহিলা দলের উদ্যোগে আয়োজিত এক র‌্যালি ও সমাবেশে এ কথা বলেন। সমাবেশ শেষে র‌্যালিটি বিএনপি অফিসের সামনে থেকে কাকরাইল মোড়, প্রেস ক্লাবের সামনে হয়ে আবারও বিএনপি অফিসের সামনে ফিরে আসে। রিজভী বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমরা জানতে চাই, এখনতো যুবলীগের দুর্বৃত্তরা নেই, যারা টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজ, দখলসহ সবকিছু করেছে। তাহলে কারা করছে এগুলো। কেন এগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। যে শিশু বোনের বাড়িতে নিরাপদ নয়, তাহলে আর কোথায় নিরাপদ হবে। প্রশাসন ঠিক না থাকলে ধর্ষণ, দুর্নীতি, খুন বাড়তেই থাকবে। প্রশাসন ঠিক থাকলে এটি হতো না। তিনি বলেন, আজকে ধর্ষণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। নারীরা এখন নিরাপদ নয়। আছিয়ার জন্য আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সমস্ত আইনি দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি দ্রুত গতিতে নারী নেত্রীদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, তৃণমূলে, ওয়ার্ডে, থানায় প্রশাসনের কর্তৃত্ব প্রয়োগ হচ্ছে না কেন। এটাতো একটা বড় প্রশ্ন। এর দায় পড়বে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপরে। আমরা কোনো অভিযোগ করলে অন্তর্বর্তী সরকার সেটা ব্যক্তিগতভাবে নেয়। এরপরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌশলে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে। বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ডিসি অফিস, এসপি অফিস, মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন জায়গায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা তদারকি করছে। এটাতো তাদের কাজ নয়। কেউ অন্যায় করলে আপনারা ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ করুন। আপনার জায়গা ক্যাম্পাস, আপনার হাতে বই থাকবে। এসপির রুমে গিয়ে তদারকি করা আপনার কাজ নয়। মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস এসময় তিনদিনের মধ্যে আছিয়ার ধর্ষকদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন। এছাড়াও জনগণের সামনে আছিয়ার ধর্ষকদের ফাঁসি চেয়েছেন।

## এবার লক্ষ্মীপুরে ৪০০ কোটি টাকার সয়াবিন উৎপাদনের সম্ভাবনা

**লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি :** উপকূলীয় জেলা লক্ষ্মীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সয়াবিন আর সয়াবিন। এখানকার আবহাওয়া এবং মাটি সয়াবিন চাষের জন্য বেশ উপযোগী। ফলে রবি মৌসুমে কৃষকেরা সয়াবিন চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিশেষ করে যে সব জমিতে বোরো ধানের আবাদ সম্ভব হয় না, ওই সব জমিতে চাষ করা হয় সয়াবিন। অন্যান্য ফসল উৎপাদনের তুলনায় সয়াবিন চাষে খরচ কম লাভ বেশি। বিভিন্ন পশুখাদ্য তৈরির কারখানায় সয়াবিনের রয়েছে বেশ চাহিদা, ফলে প্রতি বছরই বাড়ছে দাম। সয়াবিন এখন অর্থকরী ফসলে পরিণত হয়েছে। চলতি মৌসুমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার সয়াবিন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষিবিভাগ। সারা দেশে যে পরিমাণ সয়াবিন উৎপাদন হয়, তার ৮০ শতাংশ উৎপাদন হয় লক্ষ্মীপুর জেলাতে। এ জন্য এ জেলাকে সয়াল্যান্ড বলা হয়। কৃষকরা জানিয়েছেন, ধানসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে যে খচর হয়, তার চেয়ে সয়াবিন চাষে খরচ কম। অন্যান্য ফসল চাষে যেখানে মাটির শক্তি-হ্রাস পায়, সেখানে সয়াবিন চাষের ফলে মাটির উর্বরতাও বাড়ে। ফলে সয়াবিনের জমিতে অন্যান্য ফসলও বেশ ভালো হয়। তারা আরও জানান, সয়াবিন চাষে সর্বোচ্চ দুবার করে সার-ওষুধ দিতে হয়। এছাড়া আগাছা পরিষ্কারের জন্য গাছের চারা ছোট অবস্থায় একবার নিড়ানি দিলেই যথেষ্ট। জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের ফসলি জমিগুলোতে এখন সয়াবিনের সমারোহ। এক থেকে দেড় মাস বয়সী সয়াবিনের চারার কচিপাতায় দোল খাচ্ছে কৃষকের সোনালী স্বপ্ন। দেড় থেকে দুই মাস পর কৃষকের ঘরে উঠবে সয়াবিন। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মাঝে মধ্যে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় সয়াবিন চাষিদের। এক্ষেত্রে জলবায়ু ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং স্বল্প জীবনকালের সয়াবিনের জাত চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করছে কৃষিবিভাগ। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, জেলাতে চলতি মৌসুমে ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে সয়াবিন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৪৩ হাজার ৬৬০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। প্রতি হেক্টরে প্রায় দুই মেট্রিক টন সয়াবিন পাওয়া যায়। সে হিসেবে এবার সয়াবিনের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় ৮৮ হাজার মেট্রিক টন। জেলার সবচেয়ে বেশি

৭-এর পাতায় দেখুন





## ট্রুডোর বিদায়ের পর কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী-নির্বাচিত হয়েছেন মার্কি কার্নি। এর মাধ্যমে দেশটিতে জাস্টিন ট্রুডো অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ট্রুডো তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। রোববার (৯ মার্চ) রাতে কানাডার ক্ষমতাসীন দল লিবারেল পার্টি মার্ক কার্নিকে নতুন দলীয় নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। আর নিয়ম অনুযায়ী এখন তিনি নতুন প্রধানমন্ত্রীও হবেন। দলীয় প্রধান হতে মোট চারজন প্রার্থী লড়েছিলেন। সেখান থেকে মার্ক

৭-এর পাতায় দেখুন

## চোখের পাতা নেড়েছে মাগুরার সেই শিশুটি

**স্টাফ রিপোর্টার :** প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আব্দুল কালাম আজাদ মজুমদার জানিয়েছেন, মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটি চোখের পাতা নেড়েছে। তার অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। আব্দুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ শিশুটির বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। আজও তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন শিশুটির শারীরিক অবস্থার খুব সামান্য উন্নতি হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর প্রথমবারের মতো শিশুটি চোখের পাতা নেড়েছেন। তবে শ্বাসরোধের কারণে তার মস্তিকে অক্সিজেন সরবরাহ বিঘ্নিত

৭-এর পাতায় দেখুন




## সাত মাসে কারাগারে ১২ জন চাকরিচ্যুত শাস্তি পেয়েছে ২৭০: আইজি প্রিজন

**স্টাফ রিপোর্টার :** কারা মহাপরিদর্শক (আইজি প্রিজন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন বলেছেন, গত সাত মাসে কারা অধিদপ্তরের ১২ জনকে চাকরিচ্যুত, ৬ জনকে বাধ্যতামূলক অবসর, ৮৪ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ২৭০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি, ২৬০ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা, ২৯ জনকে কৈফিয়ত তলব, ২১ জনকে চূড়ান্ত সতর্ক, ৩৯ জনকে তাৎক্ষণিক বদলি এবং ১০২ জনকে প্রশাসনিক কারণে বিভাগের বাইরে বদলি করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে কারা অধিদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন বলেন, "কারা অধিদপ্তরে নিয়ম ভঙ্গকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কোনো রকম ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং নিয়ম ভঙ্গকারীদের অতি দ্রুততার সঙ্গে জাবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কারা সদর দপ্তর নিশ্চিত করছে, বর্তমান প্রশাসন প্রমাণসহ যেকোনো ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

## আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে নারী নিপীড়ন বাড়ছে: ছাত্রদল

**স্টাফ রিপোর্টার :** জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ছে। এতে ছাত্র সমাজসহ দেশের মানুষ শঙ্কিত। ধর্ষণের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। দেশের মানুষ এটা মেনে নিতে পারছে না। ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সব ধরনের কর্মসূচিতে একাত্মতা ঘোষণা করেন তিনি। গতকাল সোমবার দুপুরে হাইকোর্টের সামনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাকিবুল ইসলাম রাকিব এসব কথা বলেন। দেশব্যাপী নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নিপীড়ন, ধর্ষণ, অনলাইনে হেনস্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি ও বিচারহীনতার প্রতিবাদে এই মানববন্ধন করা হয়। এতে

৭-এর পাতায় দেখুন

## মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ প্রবাসীদের ইফতার মাহফিলে সাবেক ভিপি নূর

**স্টাফ রিপোর্টার :** গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, নির্বাচন আসলে আমরা প্রত্যাশা করছি ডিসেম্বরে হবে। প্রধান উপদেষ্টাও বলেছেন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমি এখন সন্দিহান, আদৌ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হয় কিনা কারণ তার কতোগুলো লক্ষণ থাকতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, রাজনৈতিক ঐকমত্য। কিন্তু এখন আমরা বিভাজন দেখতে পাচ্ছি। নুর মনে করেন এসব কারণেই নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেছেন, এই রকমভাবে দেশ চললে নির্বাচন কবে হয় জানি না। ভোট নিয়ে কি হয় আমরা জানি না। রবিবার (৯ মার্চ )কুয়ালালামপুরের একটি হোটেলের হলরুমে বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদ মালয়েশিয়া শাখা আয়োজিত 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসীদের

৭-এর পাতায় দেখুন



পাঁচ দফা দাবিতে সোমবার খুলনা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা দুই ঘণ্টার কলম বিরতি ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

## মহাখালী-বনানী সড়ক অবরোধ, ৭ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর মহাখালী-বনানী সড়কে গতকাল সোমবার ভোরে চেয়ারম্যান বাড়ি ইউটার্ন ইনকামিং এলাকায় এক নারী পোশাকশ্রমিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সকাল থেকে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন, যা প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে চলে। পরে দুপুর দেড়টার দিকে তারা সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে। এর আগে, গতকাল সোমবার ভোরে দুর্ঘটনার পরপরই গার্মেন্টস শ্রমিকরা মহাখালী-বনানী সড়ক অবরোধ করেন। তারা ইনকামিং ও আউটগোইং উভয় দিকের রাস্তা বন্ধ করে দেন। যে কারণে বনানী, মহাখালী, গুলশানসহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে ভয়াবহ যানজট সৃষ্টি হয়। এমনকি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ওপরও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যানজটের কারণে অফিসগামী যাত্রী

৭-এর পাতায় দেখুন

## শিবগঞ্জে রাস্তা সংস্কারে ধূলবালিতে জন ভোগান্তি চরমে

**মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি স্টাফ রিপোর্টার :** শিবগঞ্জে প্রায় ২৫কিলোমিটার নির্মানাধীন রাস্তার কাজে অতিরিক্ত ধূলাবালিতে পরিবেশ দূষিত হওয়ায় পথচারী ও রাস্তার আশেপাশে বাড়িওয়ালাদের শিশু ও নানা ধরনের রোগীদের ভোগান্তীর শেষ নেই। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণ প্রয়োজনীয় পানি না ছিটায় এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের । তবে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলছেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। সরজমিনে ঘুরে শিবগঞ্জ উপজেলার শাহাবাজপুর ইউনিয়নের কয়লাবাড়ি থেকে বিনোদপুর ইউনিয়নের টাপ্পু পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার শ্যামপুর ইউনিয়নের চামা বাজার হতে কানসাট ব্রীজ পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার ও মোবারকপুর ইউনিয়নের ধোপপুকুর হতে গোলাপবাজার পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার রাস্তা পুনু:সংস্কারের কাজ চলছে। আর এ রাস্তার উপর দিয়ে চলছে শত শত বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। ফলে রাস্তায় ধূলবালি ও ধোঁয়া একাকার হয়ে যাচ্ছে। দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। চলাচল করতে বিঘ্ন ঘটছে পথযাত্রীদের । এমনকি আশে পাশের বাড়ির শিশু ও বয়স্কদের জন্য খুবই ঝুঁকি পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর আবার আবহাওয়া কিছুটা উষ্ণ হওয়ায় পরিবেশ আরো বেশী খারাপ হচ্ছে। রমজান মাসে এ ২৫ কিলোমিটার রাস্তার পাশে অবস্থিত ছোট বড় বাজারে রমজান উপলক্ষে বিক্রী হচ্ছে ইফতার সামগ্রী। যেগুলো ধূলাবালিতে একাকার হয়ে যাচ্ছে,আর সেগুলিই ক্রয় করে ইফতার করছে শত শত মানুষ। মোটরসাইকেল চালক রনি জানান জীবনের তাগিদে প্রতিদিন এ রাস্তা দিয়ে মোটরসাইকেলে যাতায়াত করতে হচ্ছে। মুখে মাস্ক পরেও রেহাই পাওয়া যায় না। তাছাড়া ধূলাবালিতে অন্যান্য যানবাহন ঠিকমত দেখা যায় না ।ফলে দূর্ঘটনার ভয় লেগেই থাকছে। অটোচালক ঝাল্লু, লালচাঁন, বাবলুসহ অনেকেই জানান এ তিন টি রাস্তা দিয়ে অটো চালাতে গিয়ে ধূলাবালিতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। যাত্রীদের কাশি লেগেই থাকছে। একই অবস্থা দেখা গেছে রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করতে গিয়ে



## কথা বললেই রিমান্ড ও মামলা বাড়ে: পলক

**স্টাফ রিপোর্টার :** কথা বললেই রিমান্ড ও মামলার সংখ্যা বাড়ে বলে অভিযোগ করেছেন সাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সোমবার (১০ মার্চ) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের কাছে এ অভিযোগ করেন তিনি। এদিন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলায় জুনাইদ আহমেদ পলককে দুপুর ১২টার পর কাশিমপুর কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তাকে সিএমএম

৭-এর পাতায় দেখুন



## মাসহ নিজের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দিলেন জিকে শামীম

**স্টাফ রিপোর্টার :** অবৈধ ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় নিজের ও তার মা আয়েশা আক্তারের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দিয়েছেন আলোচিত ঠিকাদার গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীম। সোমবার (১০ মার্চ) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক মো. রবিউল আলমের আদালতে তিনি এ সাক্ষ্য দেন । তবে এদিন সাফাই সাক্ষ্য শেষ হয়নি। আগামী ১৮ মার্চ অবশিষ্ট

৭-এর পাতায় দেখুন

## তরমুজের পাইকার বাজারের দরের প্রভাব পড়বে ভোক্তা পর্যায়ে

**বরিশাল প্রতিনিধি :** রসালো ফল তরমুজে সয়লাব বরিশালের পাইকার বাজার। চাহিদা থাকায় বাজারে তরমুজের আমদানিও হচ্ছে যথাযথ প্রতিনিয়ত। আর গত কয়েকদিন ধরে বাজারদর ভালো পাওয়ার কথা জানিয়েছেন কৃষক ও আড়তদাররা। যদিও পাইকার পর্যায়ে দর বেশি হলে ভোক্তা পর্যায়ে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন পাইকারি ক্রেতারা। বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ও পাইকার ব্যবসায়ী মো. সোহেল শেখ বলেন, বৃহত্তর খুলনাতেও তরমুজের আবাদ হয়, তবে আমাদের ওখানকার থেকে বরিশাল অঞ্চলে আগাম তরমুজ বাজারে এসেছে। তাই খুলনা ও বাগেরহাটে তরমুজ বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে বরিশাল শহরের পোর্টরোডের পাইকার বাজারে এসেছি। কিন্তু এখানে পাইকার বাজারে তরমুজের দাম অনেক বেশি। তিনি বলেন, ৫-৭ কেজির তরমুজ যদি প্রতি ২২ থেকে ২৫ হাজার টাকা কেজি দরে কিনতে হয়, তাহলে শ্রমিক ও পরিবহন খরচা দিয়ে খুলনা নিয়ে কত টাকায় বিক্রি করবো সেটাই বুঝতে পারছি না। অপর পাইকার ক্রেতা বাবুল মোল্লা বলেন, মাঝারি আকারের একটি তরমুজ যদি বরিশালের পাইকার বাজার থেকে ২শ থেকে ২২০ টাকায় কিনতে হয়, তাহলে সেটা কিনে খুলনা বা বাগেরহাট পর্যন্ত নিতেই ৩শ টাকায় গিয়ে ঠেকবে। তারপর আমরা কত টাকায় বিক্রি করবো। আর খুচরো ব্যবসায়ী কত টাকায় বিক্রি করবেন। এরকম হলে ভোক্তারা তো তরমুজ কিনেই খেতে চাইবে না। বরিশাল



৭-এর পাতায় দেখুন

## হাতিরঝিল থেকে ১৬ মাদকাসক্তকে আটক করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত

**স্টাফ রিপোর্টার :** হাতিরঝিলের বিভিন্ন জায়গা থেকে ১৬ জন মাদকাসক্ত ও মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার (১০ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৩টায় তাদের আটক করে হাতিরঝিল মধুবাগ ব্রিজের পশ্চিমপাশে জড়ো করে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেহেদী হাসান আরটিভি নিউজকে জানান, যাদেরকে আটক করা হয়েছে, তারা ঝিলের পাশে বসে মাদক গ্রহণ ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিল। এসব মাদকাসক্তরাই ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত। মো. মেহেদী হাসান আরও জানান, অধিদপ্তরের সারা বছরের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আজকের এই অভিযান। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক নির্মূলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সবসময়

৭-এর পাতায় দেখুন

### রেমিট্যান্সে সুবাতাস

## মার্চের ৮ দিনেই এলো ৮১ কোটি ৪৩ লাখ মার্কিন ডলার

**স্টাফ রিপোর্টার :** চলতি মাসের প্রথম ৮ দিনে দেশে এসেছে ৮১ কোটি ৪৩ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে) যার পরিমাণ ৯ হাজার ৯৩৩ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ১০ কোটি ১৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। সোমবার (১০ মার্চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, মার্চের প্রথম ৮ দিনে দেশে এসেছে ৮১ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর গত ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারির একই সময়ে প্রবাসী আয় এসেছিল যথাক্রমে ৬৭ কোটি ১০ লাখ ডলার ও ৫৩ কোটি ৫২ লাখ ডলার। এ হিসাবে মার্চে বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। মার্চের প্রথম ৮ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ২৩ কোটি ১৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ৬ কোটি ৮৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ৫১ কোটি ২৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৫ লাখ ৪০ হাজার ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানায়, ২ থেকে ৮ মার্চ দেশে এসেছে ৭৮ কোটি ৪২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। আর ১ মার্চ রেমিট্যান্স এসেছে ৩ কোটি ৮০ হাজার ডলার। এদিকে, গত ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারি মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল যথাক্রমে ২৫২ কোটি ৭৬ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার ও ২১৮ কোটি ৫২ লাখ মার্কিন ডলার। আর সদ্য বিদায়ী ২০২৪ সালে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ৬৮৮ কোটি ৯১ লাখ মার্কিন ডলার। এর মধ্যে গত বছরের



৭-এর পাতায় দেখুন



## নাসার নজরুলের তিন দেশের সম্পদ জব্দের আদেশ

**স্টাফ রিপোর্টার :** নাসা গ্রুপের কর্ণধার নজরুল ইসলাম মজুমদারের নামে তিন দেশে থাকা সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। জব্দ হওয়া স্থাবর সম্পদের মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৩৭ দশমিক ৯৫ মিলিয়নের পাঁচটি বাড়ি রয়েছে। এ ছাড়া আইলে অফ ম্যানে

৭-এর পাতায় দেখুন


**সম্পাদক ও প্রকাশক :** মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
**ফোন :** ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

## বন্দিরা নিরাপদ নয় রাজশাহী

দৃশ্য রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একসময় দৃশ্য দেখে বোঝার উপায় নাই, এগুলো নিয়ম নাকি অনিয়ম? রাজশাহী কারাগারের মূল ফটকের সামনে দাঁড়ালেই এমন চিত্রর বর্ণনা শুনবেন জামিনে মুক্তি পাওয়া প্রতিটি বন্দীদের মুখে। গত ৯ জানুয়ারি মিথ্যা রাজনৈতিক মামলায় কারাগারে যেতে হয় দৈনিক গণমুক্তি পত্রিকার রাজশাহী ব্যুরো প্রধান মাজহারুল ইসলাম চপলকে। সেখানে প্রবেশের পর প্রতিটি পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হয় সেই সাংবাদিককেও। কারা প্রশাসনের এমন কার্যক্রমে বোঝার উপায় নাই কোনটি নিয়ম আর কোনটি অনিয়ম! সেখানে (কারাগারে) নগদ টাকা নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। অথচ সেখানে নগদ টাকার লেনদেন চলে গোপনে। সেখানে নগদ এক হাজার টাকা দিলে মিলবে দেড় হাজার টাকার খাবার। এমন সিন্ডিকেটের লোকজন আপনার কানে কানে লোভনীয় অফার করছে। বন্দীর পরিবার বাইরে (বাইরে অবস্থানরত কারা ক্যান্টিন) থেকে টাকা পাঠালে সেই পাওয়া যায় ৩ দিন পর। অর্থাৎ সেই টাকা তিন দিন আটকে রেখে কারা কর্তৃপক্ষ ব্যবসা করেন। যা রীতিমত গোদের উপর বিষফোঁড়া। সেখানকার খাবারের মান এতটাই নিম্নমানের যা মুখে প্রকাশ করা যাবেনা। তাই দ্বিগুন দাম দিয়ে বন্দীদের বাধ্য করা হয় তাদের নিজস্ব ক্যান্টিন থেকে কিনে খেতে। অর্থাৎ এগুলো কারা কর্তৃপক্ষের কৌশল ছাড়া কিছুই না। আর এতেই প্রতিমাসে তাদের লাভ হয় কোটি কোটি টাকা। কেউ প্রতিবাদ করলেই তার উপর চালানো হয় নির্যাতন। আবার ওখানে কাউকে ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে ব্যাপক টর্চার করা হয় সেখানে। এমন এক সাক্ষী নাইম। নাইমের বাড়ি বাগমারা উপজেলার সিকদারি এলাকায়। সে রাজশাহী শহরের একটি বাসায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতো। গত বছরের নভেম্বরে একটি ধর্ষণ চেষ্টার মামলা নিয়ে কারাগারে যায়। তাকে কারাগারের সবচেয়ে খারাপ সেল খ্যাত ৬ নং সেলের ১ নং কক্ষে রাখা হয়। এরপর তাকে সকলের সামনে উলঙ্গ করে লাঠিপেটা করা হয়। এই লাঠি পেটার সাথে জড়িত ছিলেন সেখানে দ্বায়িত্বরত কারারক্ষিরা। এরপর আরেকজন হলেন ওমর কিসকু। সে গোদাগাড়ী উপজেলার শিমলা (দিঘীপাড়া) এলাকার সাহেব কিসকু এর ছেলে। এই ওমর কিসকুকে মানষিক নির্যাতনের ফলে সেলের ভেতরেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। এ্যাপারে কিসকু'র বোন পাতি-পায়া কিসকুর সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে আমার ভাই অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। আমরা এখনও সেটাই জানি। তার ভাই ওমর কিসকু খুব ছোট বয়সে একটি হত্যা মামলার দায় নিয়ে রাজশাহী কারাগারে যায়। তবে করোনা কালীন (করোনা ভাইরাস) সময় আমার ভাই একবার জেল থেকে পালিয়েছিল। অবশ্য কয়েক ঘন্টা পর তাকে আবার কারাগারে যেতে হয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ঐ ঘটনার পর আমার ভাইকে একাই কনডেম সেলের (৬ সেলের ৪ নং কক্ষ) একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। দীর্ঘ ৪-৫ বছর পর বর্তমান জেলার সাহেব তার কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে। এর চেয়ে আর বেশি কিছু জানা নেই। তবে তার সাথে দেখা করতে গেলে ভাইয়ের মুখে শুনতাম, তার সামনে অনেক জনকে বেধড়ক পিটানো হতো। এতে সে চরমভাবে আতঙ্কিত ছিল। আমার ভাই যদি সত্যিই এমনটা করে থাকে তাহলে আমি মনে করি, আমার ভাইকে কারা কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। এরপর ঐ সেলের আশেপাশের বন্দীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে ভিন্ন কথা। তারা বলেন কিসকু খুব হাসি-খুশি মনের ছিল। সে কারাগারের ভিতরে বিভিন্ন কাজ করত। এছাড়া তার কক্ষে টিভি, ফ্যানও ছিল। তার কোন সমস্যা হতো না। কিছু হঠাৎ তাকে বর্তমান জেলার কাজ বন্ধ করে দেয় এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিযোগ দেয়। এরপর তাকে বেশ আতঙ্কিত থাকতে দেখেছি। অবশেষে গত বছরের নভেম্বরের ২৬ তারিখে কিসকুর মরদেহ বের করে কারা কর্তৃপক্ষ। এরপর প্রতিবেদক সরেজমিনে যে দুর্নীতিগুলো দেখতে পান তা হলো: ১. কারা ক্যান্টিন থেকে একটি পণ্য কিনতে হলে চার জায়গায় লাইন ধরতে হয়। এতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় যায়। এছাড়াও প্রতিটি পণ্যের মূল্য দ্বিগুন। সেখানে সিগারেট বিড়ি বিক্রি হলেও ম্যাচ ও গ্যাসলাইট বিক্রি ও বন্দীদের কাছে রাখা নিষিদ্ধ। সেখানে পেঁয়াজ, মরিচ, শসা-টমেটোসহ কাঁচা সবজি বিক্রি হলেও কাটার জন্য লোহাজাত দ্রব্য বিক্রি ও বন্দীদের কাছে রাখা নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, তাদের ব্যবসার স্বার্থে বাইরের সকল কিছু প্রবেশ নিষিদ্ধ। এছাড়াও সেখানকার মেডিকেল ব্যবসা যেন রমরমা। টাকা হলেই জায়গা মিলবে মেডিকেলের বেডে। এর জন্য বন্দীদের গুনতে হয় প্রথম মাসে দশ হাজার আর পরবর্তী মাস

## আগামী সপ্তাহ থেকে ফের ঐকমত্য

উপস্থিত থাকবেন না সেগুলোতে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্ব দেবেন। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে। তাদের দু-তিনটি বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তা ছাড়া ব্যাপকভিত্তিক দ্বিমত আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্যগুলো দূর হবে আশা করছি।' জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সূত্রে জানা গেছে, যেসব দল আগে তাদের প্রস্তাবনা কমিশনে পাঠাবে, সেই দলের সঙ্গে আগেই আলোচনা শুরু করবে। প্রথমে দল, জোটগত সংলাপ করা হবে। এরপর যেসব দল একই মতের হবে, তাদের সঙ্গে বসবে কমিশন। বিএনপির দলীয় সূত্র বলছে, ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবের ওপর মতামত দিতে খুব দ্রুত বৈঠক বসবে দলটি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ গণমাধ্যমকে বলেন, 'সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। হয়তো দু'এক দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। পরে তা লিখিত আকারে জানানো হবে।' জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পারওয়ার বলেন, 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে সময়মতো আমাদের প্রস্তাব ও মতামত লিখিতভাবে জানাব। এটা নিয়ে দলের বিশেষজ্ঞ প্যানেল কাজ করছে।' জাতীয় নাগরিক কমিটি (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার বলেন, যেসব সংস্কার সংবিধান সম্পর্কিত নয়, সেগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে করার প্রস্তাব করব, যা পরের সরকার আইনে পরিণত করবে। সংবিধান-সংক্রান্ত সংস্কার গণপরিষদ ও নির্বাচিত আইনসভার মাধ্যমে করার প্রস্তাব দেব। একই সঙ্গে জুলাই চার্টারকে গণভোটে দেওয়ার প্রস্তাব থাকবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, 'পাঁচটি কমিশনের যেসব প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি, সেগুলো মতামত জানানোর জন্য বলেছি। কারণ এগুলোর জন্য কাঠামোগত ও সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রয়োজন, সে জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত চেয়েছি।'

## ঢাকাসহ তিন বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টি

দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার (১২ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের প্রথম দিকে দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

## মার্চের মাঝামাঝি সব পাঠ্যবই বিতরণ

হয়নি, অন্তর্বর্তী সরকার আশা করছে যে, এই বইগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে ছাপা এবং বিতরণ করা হবে। আমরা আশা করছি, সব মিলিয়ে মার্চের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সবগুলো ছাপা এবং বিতরণ সম্ভব হবে। তিনি আরও জানান, ছাপা না হওয়া বইয়ের মধ্যে মূলত আছে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং ক্যারিয়ার কাউন্সিল এই ধরনের বই। কিন্তু আমাদেরকে এনসিটিবি জানিয়েছে, প্রতিদিন প্রায় ৪৫ হাজার বই ছাপা হচ্ছে, সেজন্য আমরা আশা করছি যে, খুব শিগগিরই এই বইগুলো ছাপা শেষ হবে। আজাদ মজুমদার জানান, সরকারের পক্ষ থেকে একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখের মধ্যে সব বই বিতরণ করা হবে। সেটা সম্ভব হয়নি। কারণ আমদানি করা কাগজ খালাস করতে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় সেই বইগুলো ছাপানো সম্ভব হয়নি। তাছাড়া টিনের নববর্ষ ছিল, তার কারণে এই প্রক্রিয়া কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। তারপর আমরা নতুন একটা লক্ষ্য ঠিক করেছিলাম যে মার্চের ১০ তারিখের মধ্যে এই কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে। সেই অনুযায়ী আমরা আজকে অগ্রগতি জানালাম। বিলম্ব হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই বছর শতভাগ বই বাংলাদেশে ছাপা হচ্ছে। এই কারণে বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্প উপকৃত হয়েছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে নজর রাখা হয়েছে বইয়ের মানের ক্ষেত্রে। এছাড়া আগের সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু মুদ্রণ ব্যবসায়ী ছিল, তারাও আগের সরকারের কাছে গোয়েন্দা তথ্য ছিল যে, বইয়ের মুদ্রণের প্রক্রিয়া জুন-জুলাই পর্যন্ত বিলম্ব হবে, যাতে করে সরকারের ইমেজ ক্ষুণ্ণ করা যায়। তার চেয়েও বড় কথা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ইচ্ছা করে ব্যাহত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সরকারের বিশেষ গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল, যার ফলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, যারা এসব অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ভবিষ্যতে তাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। আজাদ মজুমদার বলেন, নতুন উপদেষ্টা সি আর আবরার জানিয়েছেন, আগামী বছরের পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ আগামীকাল থেকে শুরু হবে। প্রক্রিয়া আগামীকাল থেকে শুরু হবে, যাতে ছাত্রছাত্রীদেরকে আগামী বছর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই দেওয়া যায়।

## যশোরে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় খালাস

লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান এসএম আফজাল হোসেন বাদী হয়ে ২০১৪ সালে ৯ নভেম্বর যশোরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করেন। তারেক রহমান লন্ডন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন বলে ও মামলায় অভিযোগ করেন তিনি। পিপি বলেন, এ মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা যশোর কোতোয়ালি থানার তৎকালীন পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শেখ গনি মিয়া ২০১৫ সালের ২১ জুন আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দেন। তিনি আরও বলেন, মামলাটির কোনো মেরিট না থাকায় সম্প্রতি সরকারপক্ষের কৌঁসুলীরা এ মামলা থেকে তারেক রহমানকে বেকসুর খালাস দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেন। এর প্রেক্ষিতে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ শেষে আদালত তারেক রহমানকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন।

## সুরাহা হলো না গঙ্গার পানিবণ্টনের

পর মিনিটসে সই হয়নি। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা মোহাম্মদ আবুল হোসেন বলেছেন, পরিকল্পনা মতো আমাদের বৈঠক হয়েছে। এর থেকে বেশি কিছু এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। অবশ্য ভারতের পক্ষ থেকেও কেউ মুখ খোলেননি। বৈঠক শেষ হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনও হয়নি। শুক্রবারের বৈঠকে আলোচ্য ছিল ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তথ্য ভাগাভাগি, বন্যা রিপোর্ট, সীমান্ত নদীগুলোকে কেন্দ্র করে দুই দেশের পরিকল্পনার বিষয়টি। একাধিক বিষয়ের আলোচনায় কোনো সিদ্ধান্তে না আসতে পারার কারণে বৈঠকের পর এখনও কোনও মিনিটসে সই করা হয়নি বলে জানা গেছে। গত বছর বন্যায় একাধিক সীমান্ত নদীতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বেশি কিছু জায়গায় বাঁধ ভেঙে পড়েছে। সীমান্ত নদী হওয়ার কারণে এসবের মেরামতের জন্য দুই দেশের সম্মতি প্রয়োজন। সূত্রমতে, ৭ মার্চের মিটিংয়ে বাংলাদেশ এই নদীগুলোর বাঁধে মেরামতের কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারত এখনও তাদের সম্মতি দেয়নি। তারা বিষয়টি আগে খতিয়ে দেখতে চায়। এছাড়া, তথ্য ভাগাভাগির বিষয়টি আলোচনা হয়েছে এবং ভারত তাতে রাজি থাকলেও তা মিনিটসের খাতায় তোলা নিয়ে সমস্যা দেখা যায়। ফলে, শেষ পর্যন্ত মিনিটসে সই হয়নি। গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি মেনে পানি ভাগাভাগি হচ্ছে কিনা তা দেখতে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে ভারতে যান প্রতিনিধিরা। এ বছর ৪ মার্চ ফারাক্কায় গিয়ে পানি মাপার পর তারা জানিয়েছিলেন, ভাগাভাগি নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। একইসঙ্গে তারা আবার এটাও জানান, এ বছর পানি কম থাকার জন্য দুই দেশই পানি কম পাচ্ছে। এরপর, ৬ মার্চ ভারত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে গঙ্গা পানিবন্টন এবং নদীর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। মিটিং শেষে আলোচনার সারাংশে সই করেন ভারত ও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা শরদ চন্দ্র এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন।

## প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

গতকাল সোমবার তিনি পদত্যাগপত্র পাঠান প্রধান উপদেষ্টার কাছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, আমরা ক্যাবিনেট সচিবের সঙ্গে কথা বলেছি, আমাদের তিনি বলেছেন শুধু পদত্যাগের বিষয়ে। এইটুকু আমরা জানি। পদত্যাগপত্রে আমিনুল ইসলাম কী লিখেছেন এখন পর্যন্ত আমরা জানি না। আমরা শুধু জানি তিনি পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। গত নভেম্বরে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় তিন জনকে বিশেষ সহকারী নিয়োগ দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। এই তিন বিশেষ সহকারীর মধ্যে অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে সহযোগিতার দায়িত্বে ছিলেন।

## জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪

গেছে। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কিছু অসনাক্তকৃত শহীদদের ডিএনএ প্রোফাইল ঢাকায় সিআইডি কার্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। আত্মীয়স্বজনের তথ্যের সঙ্গে এসব নমুনা মিলিয়ে পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য সিআইডি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেউ যদি শহীদের পরিচয় জানতে চায় তাহলে শহীদের নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে ডিআইজি (ফরেনসিক), সিআইডি ঢাকায় ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাব, সিআইডি সদর দপ্তরে ০১৩২০-০১০৫৭২ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

## শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের

।সোমবার (১০ মার্চ) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে চার্জশিট অনুমোদন পাওয়ার পর আদালতে দাখিল করা হয়। গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছিল। চার্জশিটে সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব সালাউদ্দিনকে নতুন যুক্ত করা হয়েছে। দুদকের অভিযোগ, রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারের বিশেষ ক্ষমতাবলে শেখ হাসিনা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে নিজের ও ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, বোন শেখ রেহানা, বোনের ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রূপান্তির নামে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নম্বর রোড থেকে ১০ কাঠা করে মোট ৬০ কাঠার ছয়টি প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। এজন্য আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৬১/১৬৩/১৬৪/৪০৯/১০৯ ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। চার্জশিটভুক্ত শেখ পরিবারের আসামিরা হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-না, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, বোন শেখ রেহানা, তার মেয়ে ও ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও অপর মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক। অন্যদিকে জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পুরাতন ১৪ আসামিরা হলেন- ওই মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. শহীদ উল্লা খন্দকার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)কাজী ওয়াছি উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) কবির আল আসাদ, সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মো. নুরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য মেজর (ইঞ্জিনিয়ার) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২) শেখ শাহিনুল ইসলাম, উপপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান ও হাবিবুর রহমান। শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের ছয় সদস্যের বিরুদ্ধে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ দুদক থেকে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা গত ২৭ ডিসেম্বর জানানো হয়েছিল। এর আগে গত বছরের ২২ ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-না এবং তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ওঠা ৩০০ মিলিয়ন ডলার (৩০ হাজার কোটি টাকা) বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক। তারও আগে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পরিবারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পে ৮০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের একটি অনুসন্ধান দল গঠন করে সংস্থাটি। একই দলকে নতুন করে আসা ৩০০ মিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগটি অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয় কমিশন। এই সবগুলো অভিযোগই এখন অনুসন্ধান পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে।

## করারোপের আগে বাজার প্রভাব

পক্ষে প্রস্তাবনা তুলে ধরে এসএমএসি অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেসের পরিচালক স্নেহাশিস বড়ুয়া বলেন, 'সুইটমিট ও বেভারেজ পণ্যে ৩ শতাংশ ন্যূনতম কর করা হয়েছে। আগে দিতে হতো ০ দশমিক ৬ শতাংশ। এটা হওয়ার পর হয়তো অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে ১২০ টাকা, যা আগে ছিল ১০০ টাকা। দাম বাড়ার ফলে দেখা গেলো নতুন করে ১০০ ইউনিট বিক্রির স্থলে বিক্রি হলো ৭৫ ইউনিট। আগে যেখানে এনবিআর ৪ হাজার ৪৩৫ টাকা ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি পেতো সেখানে এখন পাচ্ছে ৩ হাজার ৯৩৮ টাকা। এখানে এনবিআর ৪৩৮ টাকার রাজস্ব হারালো। আবার ন্যূনতম কর বাড়ানোয় বেশি পাচ্ছে মাত্র ২১০ টাকা। এখানে আসলে প্রভাব বিশ্লেষণ করা জরুরি। তা না হলে যেসব কোম্পানি এদেশে বিনিয়োগ করবে তারা উৎসাহ হারাবে।' ২০২৭ সালের মধ্যে একক ভ্যাট হার ১০ শতাংশ করার সুপারিশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। স্নেহাশিস বড়ুয়া বলেন, 'যেসব খাতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আছে, তা ২০২৭ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা যেতে পারে। যেসব খাতের ভ্যাট ১০ শতাংশের নিচে, সেসব খাতের হার ১০ শতাংশ করা যেতে পারে। এতে কার্যকর ভ্যাটের ভার কমে যাবে।' করপোরেট কর বাস্তবসম্মত করার প্রস্তাব করপোরেট কর বাস্তবসম্মত করার প্রস্তাব করেছে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)। সংগঠনটির অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য আলাদা করহার, কর প্রশাসন ও নীতি আলাদা করা, কর ব্যবস্থাপনা অনলাইনভিত্তিক করা, রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (পিএসআর) প্রদর্শনের ক্ষেত্রে জটিলতা দূর করা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে অনুমোদিত তহবিলের ওপর করহার যৌক্তিক করা ইত্যাদি। ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (পিএসআর) বাধ্যতামূলক না করে শুধু টিআইএন বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দিয়েছে অ্যামচেম। প্রত্যন্ত, অনগ্রসর ও অনুন্নত এলাকার বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা কর অবকাশ সুবিধা প্রস্তাব করে বেপজা। এদিকে স্থলবন্দরগুলোর সীমানা এক কিলোমিটার করে বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার। কৃষিজাত পণ্যে উৎসে কর বিলোপের আহ্বান কৃষিজাত পণ্যে উৎসে কর বিলোপ চাইবে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, চাইবে আয়কর আইনের কয়েকটি ধারার সংশোধন। ধান, চাল, গম, আলু, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা ইত্যাদি পণ্যে ১ শতাংশ উৎসে কর রয়েছে, যা বিলোপ চায় রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। সমিতির মহাসচিব মো. ইমরান হাসান বলেন, 'এ ধরনের পণ্য যারা বিক্রি করেন বেশিরভাগেরই টিআইএন নেই। তারা আয়করের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। ব্যবসায়ীরা এসব পণ্য খুচরা বাজার থেকে নগদে কিনে আনেন। এসব কারণে এ ধরনের কৃষিপণ্যে উৎসে করারোপের প্রয়োজন নেই।' এছাড়া আয়কর আইনের ধারা ৩৫, ৫৫ এর ট, ৮৯ ও ৭৩ এর গ এর সংশোধন চাইবে সংগঠনটি। জানা যায়, জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক ও হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে করহার কমানোর প্রস্তাব করবে বারভিডা। এদিকে নির্মাণসামগ্রীর ওপর করহার কমানো ও ফ্ল্যাট এবং প্লট রেজিস্ট্রেশনে ফি কমিয়ে আনারও দাবি জানাতে পারে রিহ্যাব। এছাড়া আয়কর আইনের একাধিক আইনের সংশোধন চাইবে সংগঠন দুটি। গত জানুয়ারি মাসে শতাধিক পণ্যে ভ্যাট ও শুল্ক বাড়ায় এনবিআর। রেস্তোরাঁ সেবায় ভ্যাট বাড়িয়ে ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ করা হয়। পরে ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদের মুখে আগের হারে ফিরে যায় এনবিআর। ইমরান হাসান বলেন, 'সেবা প্রদানে এনবিআর কর্মকর্তাদের হয়রানি কমাতে হবে। পাশাপাশি করহার বাড়ানোর আগে তা সমাজ ও অর্থনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলে তার বিশ্লেষণও জরুরি।' এর আগে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সভা শেষে এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেন, 'সব ব্যবসায়ী একমত হলে আমরা একক ভ্যাট হার করে দিতে পারি। প্রয়োজনে একক ভ্যাট হার কমাবো। এবারের বাজেটে করহার খুব একটা কমবে না। কারণ করহার খুব বেশি কমানোর সুযোগ নেই।' আয়কর আইনের কয়েকটি ধারার পরিবর্তন আনার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা তাদের দাবি-দাওয়ার রিফ্লেকশন দেখতে পাবেন।

## ভোটের 'টার্গেট' নিয়ে

প্রার্থী বাছাই এবং দলের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিষয়েও ভাবছে দলটির শীর্ষ নেতারা বিজ্ঞাপন গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে বিশাল জমায়েতের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এনসিপি। ওইদিন আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হলেও দ্রুত সময়ে ২১৭ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। গত ৪ মার্চ সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে একাত্তরের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রায়েরবাজারে চব্বিশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের শহীদদের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি পালন শুরু করে এনসিপি। এরপর নিয়মিত দলটির তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তৃণমূলের সব কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ এবং নতুন দলের কমিটির বিষয়ে আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব এস এম সুজা উদ্দিন বলেন, জাতীয় নাগরিক কমিটি সারা বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় আমাদের সাংগঠনিক ক্যাপাসিটি তৈরি করেছে। সাংগঠনিকভাবে উপজেলা কমিটিগুলো দেওয়া হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতা জাতীয় নাগরিক পার্টির সূচনা হয়। জাতীয় নাগরিক পার্টি একইভাবে সারা দেশে, মাঠ পর্যায়ে যারা আছেন তারা কাজ করে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক দল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের নানা অংশের রাজনৈতিক সচেতন মানুষ, বিশেষ করে যারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা আমাদের সঙ্গে নানাভাবে আলাপ করছেন, তারা যুক্ত হচ্ছেন, কথা বলছেন, আগ্রহ প্রকাশ করছেন। আমরা যেহেতু অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে একটা বিশাল রাজনৈতিক শক্তি, আমরা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি ইতোমধ্যে চলে গেছি এবং মানুষের আরও কাছে গিয়ে কীভাবে তাদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা যায়, মানুষের কথা শুনা যায় সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। দলীয় সূত্র মতে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব আসনেই এককভাবে দলীয় প্রার্থী দিতে চায় জাতীয় নাগরিক পার্টি। তরুণ, যুবক ও প্রবীণদের সমন্বয়ে প্রার্থিতা দেওয়ার ছক আঁকছে নতুন রাজনৈতিক দলটি। ভোটের মাঠে নিজেদের প্রার্থিতা বাছাই এবং দলকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। রোজার কারণে কাজগুলো ধীরগতিতে চললেও রোজা শেষে পুরোদমে চলবে বলে জানিয়েছেন দলটির নেতারা। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একাধিক নেতা বলেন, একটি সফল বিপ্লব সম্পন্নের পর আমাদের নতুন রাজনৈতিক শক্তির আত্মপ্রকাশ। তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের ব্যাপক সমর্থন আছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে। তৃণমূল পর্যায়ে দলের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রোজাশেষে মাঠে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করব। এখন আমাদের নিবন্ধনের বিষয়ে কাজ চলছে। অল্প সময়ের মধ্যে নিবন্ধন পেয়ে গেলে দলীয় প্রতীক নিয়ে মাঠে যাব। এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দলের গঠনতন্ত্র তৈরি করা। একই সঙ্গে দলীয় স্লোগান, ঘোষণাপত্র, সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে কাজ চলছে। ঈদের পরই গঠনতন্ত্র, স্লোগান, ঘোষণাপত্র ও প্রতীক নিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারব।

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমাদের দল তারুণ্যনির্ভর। তারুণ্যই আমাদের শক্তি। তরুণদের ওপর বাংলাদেশের মানুষের আস্থা আছে। এ দেশের মানুষ নতুন নেতৃত্ব, তারুণ্যের নেতৃত্ব দেখতে চায়। তার মানে এই নয় যে, আমাদের দলে শুধু তরুণরাই থাকবে। আমাদের যাত্রাপথে সমাজের নানা শ্রেণি-পেশা, নানা বয়সের মানুষ যুক্ত হবেন। তাদের জন্য সেই সুযোগ থাকবে। গ্রাম পর্যায়ে আমাদের থেকে যারা বয়স্ক আছেন, তাদের সঙ্গেও আলোচনা হবে। আমরা খুব দ্রুতই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করব। সেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ, বিশেষ করে সিনিয়র সিটিজেনরাও যুক্ত হবেন। রাজনৈতিক কার্যক্রমে তারা সার্বিক সহায়তা করবেন।' এনসিপির নেতারা জানান, পবিত্র রমজানের মধ্যে নিবন্ধনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পাশাপাশি সারা দেশে দলের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে। ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ধরে সব আসনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে দলটির। তবে, জোট গড়ে নির্বাচন করার পথে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো হাঁটলেও সেই ধারায় যুক্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ভোটের প্রক্রিয়া শুরু বা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগমুহূর্তে। এদিকে, দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে রাজনৈতিক বা নির্বাচনী জোট করা, না করা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এ বিষয়ে নতুন রাজনৈতিক দলটির নেতারা আপাতত মুখ খুলছেন না। তবে নাম প্রকাশ না করে অনেকে জানিয়েছেন, যেহেতু প্রথম নির্বাচন সেহেতু নিজেদের শক্তি যাচাই করতে চাচ্ছেন তারা। অন্যদিকে, নতুন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হবেন কারা, সেটি নিয়েও নানা গুঞ্জন চলছে। ছাত্র প্রতিনিধি থেকে প্রার্থী দেওয়া হবে, নাকি দলের বাইরে থেকেও যোগ্য প্রার্থী মনোনীত করা হবেড় এসব বিষয় নিয়ে জোর আলোচনা চলছে নিজেদের মধ্যে।

জোট ও প্রার্থিতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমরা এখন নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বিস্তারে মনোযোগী হচ্ছি। আমরা নিজেদের শক্তির পরীক্ষা করতে চাই। জোট বা প্রার্থীর বিষয়ে আমাদের অবস্থান ব্যক্ত করতে আরও সময় লাগবে। আমরা এখন নিজেদের কার্যক্রমে মনোনিবেশ করছি।' তবে, যে কোনো সময় নির্বাচনের জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি প্রস্তুত বলেও জানান নাহিদ। বলেন, 'আমরা বলেছি, জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি গণপরিষদ নির্বাচনও দেখতে চাই। এ মুহূর্তে নির্বাচনই এনসিপির একমাত্র দাবি নয়। আমরা দৃশ্যমান বিচার দেখতে চাই। ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ, যেখানে সব রাজনৈতিক দলের স্বাক্ষর থাকবে। জনগণ দেখতে পাবে কোন দল কোন সংস্কারের পক্ষে, কোন দল বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদ কার্যকর দেখতে চাই আমরা।' জানা গেছে, এনসিপির ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিতে নতুন দলের নিবন্ধনের বিকল্প নেই। নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন নিতে হবে। এ কারণে নিবন্ধনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি। অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন (ইসি) বরাবর আবেদন করার পরিকল্পনার কথা বলছেন নেতারা। তবে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ- ১৯৭২ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হতে হলে দলের একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর কার্যালয় এবং অন্তত ১০০ উপজেলা বা ক্ষেত্র অনুযায়ী মেট্রোপলিটন থানা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এ ছাড়া নিবন্ধনের জন্য বিবেচিত হতে হলে দলের গঠনতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট কিছু বিধান স্পষ্টভাবে থাকতে হয়। ফলে দলের নিবন্ধনের আবেদনের বিষয়ে শর্ত অনুযায়ী দলীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা ও গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করাসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করছে এনসিপি। দলের আত্মপ্রকাশ হলেও এখনও দলীয় প্রতীক কী হবেড় তা নির্ধারণ করতে পারেনি জাতীয় নাগরিক পার্টি। তবে, দল গঠনের আগে 'আপনার চোখে নতুন বাংলাদেশ' শীর্ষক পরিচালিত জনমত জরিপে দলের জন্য বেশকিছু প্রতীকের প্রস্তাব এসেছে। সেগুলোর মধ্যে আছে- বই, খাতা, কলম, মুষ্টিবদ্ধ হাত, কবুতর, শাপলা, ইলিশ, বাঘ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রতীক চূড়ান্ত করতে পারেন দলের নেতারা। তারা জানান, দলের নিবন্ধন পেতে ঈদের পর নির্বাচন কমিশনে আবেদন করা হবে। এ ছাড়া সবার সঙ্গে পরামর্শ করে দলীয় ফোরামে আলোচনার পর দলের প্রতীক নির্ধারণ করা হবে। জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব এস এম সুজা উদ্দিন আরও বলেন, আমাদের বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গণইফতার চলছে। আগামীর জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। যারা সমাজের যোগ্যতা, সামার্থক এবং জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও ফ্যাসিস্টদের কারণে তারা নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত হতে পারেননি, সমাজে নানাভাবে রাজনীতিক অঙ্গনে তারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি, সেই সব মানুষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ৩০০ আসনে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে। যার নেতৃত্ব দেবে তরুণরা। আমরা গণপরিষদের কথা বলছি, সেটির প্রস্তুতিও আমাদের চলছে।

## অক্টোবরে নির্বাচনের তফসিল

না করি, সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছি। এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা হয়নি; আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা আমাদের প্রস্তুতি জানিয়েছি। আমরা তাদের কাছে সহায়তা চেয়েছি। প্রার্থীর এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে সহায়তা চেয়েছি। তারা আমাদের হেল্প করতে চান, কী ধরনের সহযোগিতা লাগবে, তারা জানতে চেয়েছেন। সিইসি আরও বলেন, তারা জানতে এসেছিলেন পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে, আমরা কোন পর্যায়ে আছি কী ধরনের প্রস্তুতি চলছে। বাংলাদেশের ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশনের বিষয়ে যুক্তরাজ্য আমাদের সহায়তা করতে চায়। বিদেশি পর্যবেক্ষক সম্পর্কে তারা জানতে চেয়েছেন; আমরা সব কিছু জানিয়েছি। আমরা যা কিছু করছি, জানিয়েছি। ভোটার নিবন্ধন ও পার্টির নিবন্ধন বিষয়ে আমরা জানিয়েছি। বিদেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগের কাজ সময়মতো করবো।

## নতুন দলের নিবন্ধন পেতে ২০

নিয়ে কমপক্ষে একটি আসন লাভের সমর্থনে প্রামাণিক দলিল; অথবা (আ) বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে দরখাস্ত দাখিল করার তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের যে কোনো একটিতে দরখাস্তকারী দল কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণকৃত নির্বাচনী এলাকায় প্রদত্ত মোট ভোট সংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট লাভের সমর্থনে কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র; অথবা (ই) দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ, উহা যে নামেই অভিহিত হোন না কেন, একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় দপ্তর, অন্যূন এক তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর জেলা দপ্তর এবং অন্যূন একশতটি উপজেলা বা, ক্ষেত্রমতো, মেট্রোপলিটন থানায় কার্যকর দপ্তর এবং উক্তরূপ প্রতি উপজেলায় বা, ক্ষেত্রমতো, থানায় অন্যূন দুইশত ভোটার সদস্য হিসেবে দলের তালিকাভুক্ত থাকার সমর্থনে প্রামাণিক দলিল। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ওই দলের অনুকূলে কমিশন ফরম-৩ এ একটি নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করবে এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। বর্তমানে ইসিতে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৪৯। প্রতি সংসদ নির্বাচনের পূর্বে নতুন দলকে নিবন্ধন দিতে আবেদন আহ্বান করে ইসি। আগামী ডিসেম্বরকে টার্গেট করে ভোটে প্রস্তুতি ইতোমধ্যে শুরু করেছে সংস্থাটি।

## রমজান বিষয়ক ফতোয়া

করার নির্দেশ এসেছে। আর এ নির্দেশ বহু সাহাবায়ে কেরাম যেমন উমর (রা:) তার মেয়ে হাফসা (রা:) ও জুনদব (রা:) প্রমুখ থেকে প্রমাণিত। সাথে সাথে আমরা সকল মুসলিমকে উপদেশ দিচ্ছি তারা যেন যাদু থেকে বাচার জন্য বেশি করে আল্লাহ তা আলার জিকির করেন, কুরআন তেলাওয়াত করেন, সকাল- সন্ধ্যার যে সকল জিকির ও দোয়া আছে তা যেন আমল করেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

## আইনশৃঙ্খলার অবনতি যারা ঘটাচ্ছে

বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যারা সংঘবদ্ধভাবে মব পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, যারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি করছে, যারা ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে, তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে, বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ফয়সল হাসান জানান, থানাগুলো পরিদর্শনকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা থানার অভ্যর্থনা কক্ষ, হাজতখানাসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা ঘুরে দেখেন। ডিউটি অফিসারসহ কর্তব্যরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। এ সময় তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব পালনে আরও তৎপর, সজাগ ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। পথিমধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে স্থাপিত কয়েকটি চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন এবং দায়িত্বরতদের সঙ্গে কথা বলেন। একইসঙ্গে তিনি যৌথ বাহিনীর কয়েকটি টহল দলের কার্যক্রমও মনিটরিং করেন।

## ১৬৬ সুপারিশ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনসহ

ড. আলী রীয়াজ বলেন, ১৬৬ সুপারিশের মধ্যে সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত ৭০টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার সংক্রান্ত ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত ২০টি সুপারিশ ৩৪টি রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সংস্কার কমিশন মনে করে, তাদের সুপারিশগুলো প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তিনি বলেন, প্রতিটি সুপারিশের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে। প্রথমটি হলো সংশ্লিষ্ট সুপারিশের বিষয়ে একমত কি না। এতে তিনটি বিকল্প রাখা হয়েছে। সেগুলো হলো- 'একমত', 'একমত নই' এবং 'আংশিকভাবে একমত'। এ তিনটি বিকল্পের যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে মতামত জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রতিটি সুপারিশের ক্ষেত্রে সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় নিয়েও মতামত চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি। তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে ছয়টি বিকল্প আছে। সেগুলো হলো 'নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে', 'নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে', 'নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে', 'গণপরিষদের মাধ্যমে', 'নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে' এবং 'গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে'। এসব ঘরের যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে মতামত দিতে বলা হয়েছে। এর বাইরে প্রতিটি সুপারিশের পাশে দলগুলোর 'মন্তব্য' দেয়ার একটি জায়গাও রাখা হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচন প্রসঙ্গে ড. আলী রীয়াজ বলেন, আগামী নির্বাচনের বিবেচনার চেয়ে রাষ্ট্র সংস্কার জরুরি। তবে, রাষ্ট্র সংস্কারের সাথে নির্বাচনের কোনো বিভেদ কিংবা সম্পর্ক নেই। এরপর গণপরিষদ নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি বলেন, গণপরিষদের মাধ্যমে নতুনভাবে সংবিধান সংস্কারের কথা অতীতেও হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছে জাতীয় সনদ তৈরি করতে পারব বলে বিশ্বাস করি। ভবিষ্যত নির্মাণের পথরেখা তৈরি করতে চায় ঐকমত্য কমিশন।

## ডাকাতির চেষ্টাকালে স্বেচ্ছাসেবক দলের ২ নেতা আটক, একজন বহিষ্কার

**স্টাফ রিপোর্টার :** পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ডাকাতির চেষ্টাকালে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মাকসুদ মজুমদার (৩৯) ও তার সহযোগী মনির হোসেনকে (৩৭) আটক করা হয়েছে। গত রোববার দিবাগত রাত ১টার দিকে নীলগঞ্জ ইউনিয়নের নবাবগঞ্জ গ্রামের সরকার বাড়ি থেকে তাদের আটক করে পুলিশ। আটককৃত মাকসুদ মজুমদার কলাপাড়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও মনির হোসেন নীলগঞ্জ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। উভয়েই নীলগঞ্জ ইউনিয়নের বাসিন্দা। জানা গেছে, রাত ১টার দিতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ১০-১২ জনের একটি ডাকাত দল সরকার বাড়ির নীল কান্ত সরকারের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় পার্শ্ববর্তী ঘরের লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন দিলে পুলিশ এসে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাকসুদ ও মনিরকে আটক করে। দলের বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কলাপাড়া থানার ওসি মো. জুয়েল ইসলাম বলেন, আটক মাকসুদ মজুমদার চুরি-ডাকাতির ঘটনায় আগে থেকেই পুলিশের সন্দেহের তালিকায় ছিল। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব রুহুল আমিন ঢালী বলেন, ইতোমধ্যে নীলগঞ্জ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য মাকসুদ মজুমদারকে বহিষ্কারের জন্য পটুয়াখালী জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নিকট সুপারিশ করা হয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যে বহিষ্কারাদেশ আসবে। উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের কমিটিতে কোন দুষ্কৃতকারীর স্থান হবে না।

## ধর্ষণের বিচার দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

**স্টাফ রিপোর্টার :** দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত অব্যাহত ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে এবং ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজসহ বিভি-ন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে পৌনে ১টা পর্যন্ত মহাসড়কের কোটবাড়ি বিশ্বরোড এলাকায় প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে মহাসড়কের দুইপাশে কমপক্ষে ছয় কিলোমিটার এলাকায় যানজট দেখা দেয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা 'অ্যাকশন টু অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন'; 'আমার বোনের কান্না আর না, আর না'; 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস, নো মোর রেপিস্ট'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। ভিক্টোরিয়া কলেজ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বিক্ষোভে অংশ নেন কুমিল্লা সরকারি কলেজ, লালমাই সরকারি কলেজ ও সিসিএন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভি-ন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভকারী একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা সবাই মাগুরার শিশুটির ধর্ষণের ঘটনা জানি। এমন অনেক ধর্ষণ হয়, যার খবর বাংলার মানুষ জানে না। ধর্ষণ বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ধর্ষকদের উপযুক্ত সাজা না হওয়া। ১০-২০ হাজার টাকা দিয়ে, হুমকি দিয়ে তারা আবার মুক্ত আকাশের নিচে ঘুরে বেড়ায়। আমরা ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। প্রকাশ্যে তাদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা দরকার, যাতে কেউ ধর্ষণ তো দূরের কথা, চিন্তাও না করতে পারে। ময়নামতি হাইওয়ে থানার ওসি মো. ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, ভিক্টোরিয়া কলেজ শিক্ষার্থীরা ধর্ষণের প্রতিবাদে বাংলা ব্লকেড নামে এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এতে সড়কের দুইপাশে প্রায় ছয় কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও জেলা পুলিশ ঘটনাস্থালে পৌঁছে তাদের সঙ্গে কথা বললে তারা অবরোধ তুলে নেন। বর্তমানে সড়কে চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

## বিনা বেতনে ৮ মাস: শিক্ষা ভবনের সামনে শিক্ষকদের বিক্ষোভ

**স্টাফ রিপোর্টার :** বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সর্বশেষ পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা অঞ্চলের ডাবল শিফট ও একক শিফটে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি এবং ঢাকার আঞ্চলিক উপ-পরিচালককে (ডিডি) অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন সাত থেকে আট মাস ধরে বেতন না পাওয়া শিক্ষকরা। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে রাজধানীর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সামনে তারা বিক্ষোভ করেন। দুপুরে আন্দোলনরত শিক্ষাকরা একই দাবি লিখিতভাবে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে। হাজারীবাগ সালেহা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত দেড় শতাধিক শিক্ষক সাত মাস থেকে এবং আমিসহ বেশ কয়েকজন সহকারী প্রধান শিক্ষক আট মাস থেকে বেতন পাচ্ছি না। ঢাকার আঞ্চলিক উপপরিচালক ২০২১ সালের নীতিমালার অজুহাতে এমপিওভুক্তির ফাইল অনুমোদন করছেন না। অথচ দেশের অন্য অঞ্চলের শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন নিয়মিত। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা অঞ্চলের ডাবল শিফট ও একক শিফটের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে গত বছরের ২১ আগস্ট সুপারিশ পেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২২ আগস্ট থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর নিয়োগ পান শিক্ষকরা। কিন্তু আজ অবধি এমপিওভুক্ত করছেন না উপপরিচালক। আন্দোলনকারীদের লিখিত আবেদনে জানানো হয়, আমরা ঢাকা অঞ্চলের ডাবল শিফট ও একক শিফটের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা গত বছরের ১ থেকে ৮ অক্টোবর মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে ইএমআইএস সেলে এমপিও'র জন্য আবেদন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দীর্ঘ ৭ মাস অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত আমাদের এমপিওভুক্ত করা হয়নি। বর্তমানে আমাদের ফাইল ঢাকা আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আমরা ঢাকা আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে ফাইলের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর মহাপরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। ঢাকা আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের কথার পরিপ্রেক্ষিতে মহাপরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, তিনি এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না। তিনি সদ্য যোগদান করেছেন। আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও পরিচালকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করেও কোনও সুফল পাইনি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগদান করা অন্য বিভাগের ডাবল শিফট এবং একক শিফটের শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি তাদের ইএফটিতে বেতন দেওয়া হচ্ছে। লিখিত অভিযোগে আরও জানানো হয়, ঢাকা আঞ্চলিক উপপরিচালকের (ডিডি) কাছে পরবর্তীতে ফাইলের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে গেলে শিক্ষকদের কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য দেননি এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ করে রুম থেকে বের করে দেন।

## শিবগঞ্জে রাস্তা সংস্কারে ধূলবালিতে

ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। রাস্তার পাশের বাসিন্দা আনাসারুল আলি ও আহসান হাবিব জানান আমরা রাস্তার ধূলাবালি থেকে রক্ষা পেতে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রেখেও রক্ষা পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গে রাস্তার ঠিকাদার তৌফিক আজিজ জানান রাস্তায় ধূলা বালি যেন না উড়ে সেজন্য সার্বক্ষণিক পানি ছিটানো হচ্ছে। তবে আবহাওয়া শুস্ক হওয়ায় কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। তবে আরেক জন ঠিকাদার আব্দুল মান্নানের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তিনি ফোন রিসিভ না করাই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এব্যাপারে শিবগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী মো.হারুন অর রশিদ বলেন রাস্তার প্রতিজন ঠিকাদারকে সতর্ক করা হয়েছে যে যেন রাস্তার কোন ধূলবালি উড়ে পরিবেশ দূষিত করতে না পারে সে জন্য সার্বক্ষণিক পানি ছিটানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপরর আমি নিজে পরিদর্শণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবো। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালের শিশু ও নবজাতক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মাহফুজ রায়হান ও মেডিসিন কনসালটেন্ট ডাক্তার মামুন কবির বলেন রাস্তার ধূলাবালি হতে শিশু ও বয়স্কদের শ্বাসকষ্ট,হাঁপানী.হার্ট সহ নানা ধরনের সমস্য হতে পারে। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত সর্তকতা অবলম্বন করে চলাফেরা করতে হবে। মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। নিরাপদ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্টদের উচিত দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে এটা বন্ধ করা।

## মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ প্রবাসীদের

ভূমিকা ও আগামীর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রত্যাশা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা এবং ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল ইসলাম নুর এই কথা বলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবাসী অধিকার পরিষদ মালয়েশিয়া শাখার সহ-সভাপতি ফয়সাল শেখের সঞ্চালনায় ও সভাপতি শাহাজাহান মিথুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম সাফায়েত হোসেন। ভিপি নূর আরও বলেন, পরবর্তী নির্বাচনে যদি সংসদীয় আসন ৪০০ করা হয় সেখানে প্রবাসীদের ১০ শতাংশ আসন থাকা উচিত। রোববার (৯ মার্চ) বিকেলে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রবাসী অধিকার পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদানের কথা মাথায় রেখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে নুরুল ইসলাম নুর বলেন, গত ছয় মাসে দৃশ্যমান কোনো ভালো কাজ করে দেখাতে পারেনি বর্তমান সরকার। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার, বিমান টিকিট, পাসপোর্ট নবায়ন থেকে শুরু করে বিভিন্নস্থানে বিগত সরকারের আমলে গড়ে ওঠা যে সিন্ডিকেট রয়েছে তা ভেঙ্গে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতো সরকার কিন্তু তা করেনি। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ধারাবাহিক ধর্ষণের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ সরকার অতি দুর্বল সরকার। বিদেশি কূটনীতিকদের প্রেসক্রিপশনে গঠিত এ সরকার কীসের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে তা বোধগম্য নয় বলেও মন্তব্য করেন ডাকসুর সাবেক এই নেতা। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক তারিকুর রহমান, প্রবাসী অধিকার পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির মানবাধিকার সম্পাদক মো. মোকাম্মেল হোসেন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক রেজওয়ান সিদ্দিকী, মালয়েশিয়া শাখার সাবেক সভাপতি জাহিদ হাসান, সহ-সভাপতি আমির হোসেন, নাগরিক কমিটি মালয়েশিয়া চ্যাপ্টারের আহ্বায়ক মো. এনামুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মালয়েশিয়া শাখার সভাপতি মো. বশির ইবনে জাফর, প্রবাসী অধিকার পরিষদ কুয়ালালামপুর মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. আল-আমিন, সেলাঙ্গর কমিটির সভাপতি শামিম আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী অধিকার পরিষদের অর্থ সম্পাদক শিমুল শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তফা জামিল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুবেল রাজ, সেলাঙ্গর প্রদেশ শাখা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শান্ত সরকার।

## সাত মাসে কারাগারে ১২ জন

ভবিষ্যতেও করবে না।”তিনি বলেন, “বর্তমান প্রশাসন কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধিসহ তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও নানা পদক্ষপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন ব্যতিত সৎ, যোগ্য, কর্ম উদ্যোমী ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং স্থাপনায় পদায়ন। এছাড়া অন্যান্য গুরুতুপূর্ণ পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে-জনবল সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে নতুন ১৮৯৯টি পদ সৃষ্টি করা, দীর্ঘ ১৪ বছর পর সিনিয়র কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জট খোলা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্জিত ছুটি নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রত্যাশা অ্যাপসের মাধ্যমে সর্স্তরের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ, একই স্থানে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত থেকে অনিয়মের সিন্ডিকেটকারীদের পোস্টিংয়ের আওতায় আনা, সব পদবীর জন্য নতুন প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন, সবার মতামত গ্রহণ করে নতুন নিয়োগবিধির খসড়া চূড়ান্তকরণ, স্বাস্থ্য স্কিমের আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বর্ধিত সহায়তা প্রদান, পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় আনুতোষিক বৃদ্ধি, টিম ট্র্যাকারের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।”এছাড়া বাংলাদেশ প্রিজনস অ্যান্ড কারেকশন সার্ভিসেস অ্যাক্টসের খসড়াও চূড়ান্ত করা হয়েছে জানান আইজি প্রিজন। বলেন, “কারা গোয়েন্দা ইউনিটকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কারা কল্যাণ সমিতির কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে কারা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা কার্যক্রম বৃদ্ধির উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে।”

## চোখের পাতা নেড়েছে মাগুরার সেই

হয়েছিল। মস্তিষ্কে পানি জমে গিয়েছিল, যেটা অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। তার বুকের মধ্যে যে বাতাস জমে ছিল সেটা দূর করা গেছে। চিকিৎসকরা আশাবাদী দুই এক দিনের মধ্যে শিশুটির অবস্থার আরও উন্নতি হবে। উল্লেখ্য, মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটির চিকিৎসা চলছে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) প্যাডিয়াট্রিক আইসিইউতে। গত রোববার দিবাগত রাত ১টার দিকে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

## মাসহ নিজের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য

সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ধার্য করেছেন আদালত। এর আগে গত ৫ মার্চ আত্মপক্ষ শুনানিতে আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ন্যায় বিচার চান। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মামলাটি রায়ের জন্য ছিলো। তবে জি কে শামীমের আইনজীবী শাহিনুর ইসলাম মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে পুনরায় জেরা করার আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন। মামলাটি রায় থেকে উত্তোলন করে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ধার্য করা হয়। ২০১৯ সালের ২১ অক্টোবর জি কে শামীম ও তার মা আয়েশা আক্তারের বিরুদ্ধে ২৯৭ কোটি ৮ লাখ ৯৯ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। ২০২১ সালের ১৭ জানুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবর তাদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।

## নাসার নজরুলের তিন দেশের সম্পদ

একটি ও জার্সিতে একটি বাড়ি রয়েছে। পাশাপাশি আইলে অফ ম্যানে থাকা একটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। দুদকের পক্ষে উপপরিচালক রফিকুল ইসলাম এসব সম্পদ জব্দের আবেদন করেন। এর আগে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৭৮১ কোটি ৩১ লাখ ২২ হাজার ৪৫৪ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুদক আইন ২০০৪ এর ২৭ (১) ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়।

## তরমুজের পাইকার বাজারের দরের

নগরের পোর্টরোডের আড়তদার হাসান মাহমুদ বলেন, মৌসুমের শুরুর দিকের থেকে এখন তরমুজের বাজারদর ভালো যাচ্ছে, তার মানে এই নয় দাম চড়া। দাম অনেক কম রয়েছে। আকার ভেদে শত প্রতি তরমুজের দর ১৪ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত রয়েছে। তরমুজের মান যত ভালো এবং আকারে যত বড় তত দাম বেশি। আর এই তরমুজগুলো এখান থেকে পিস হিসেবে কিনে কেজি হিসেবে বিক্রি করছে খুচরো বিক্রেতারা। আর কেজি হিসেবে বিক্রির কারণেই তরমুজের দর ভোক্তা পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাইকার বাজারে ৫-১০ টাকার দর বৃদ্ধি খুচরো বাজারে কোনো প্রভাব ফেলে না, শুধু কৃষকের ভাগ্য ফেরায়। তিনি বলেন, বাজারে বরিশাল বিভাগের সব জায়গার তরমুজ পাওয়া গেলেও এখন সব থেকে বেশি তরমুজ আসছে পটুয়াখালী ও ভোলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। এক সময়ে উত্তরাঞ্চল থেকে আনা হলেও এখন দক্ষিণাঞ্চল তথা গোটা বরিশাল বিভাগের উৎপাদিত তরমুজ ছড়িয়ে যাচ্ছে গোটা দেশে। কৃষক নিপু সর্দার বলেন, বরিশালের উপকূলীয় জেলাগুলো তরমুজ চাষের জন্য উত্তম। উৎপাদন ভালো হওয়ায় বছরে বছরে তরমুজ চাষির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে তরমুজ চাষ করতে হয়, তারপরও বাজারদর ভালো থাকলে চিন্তা থাকে না কৃষকদের। তিনি বলেন, রমজানের আগেও বাজারে তরমুজের দর কম ছিল। এখন কিছুটা ভালো দর পাওয়া যাচ্ছে, আশা করি লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারবো। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় এবারে ৪৮ হাজার ৩৪৪ হেক্টর জমিতে তরমুজ চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও আবাদ হয়েছে ৮৯ হাজার ৯১৪ হেক্টর জমিতে। যা শতকরা হিসেবে লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশি তিন ভাগ বেশি। আর বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পটুয়াখালী জেলায় ২৭ হাজার ৮৯ হেক্টর জমিতে তরমুজের আবাদ হয়েছে এবং সব থেকে কম ঝালকাঠি জেলায় ১১৯ হেক্টর জমিতে তরমুজের আবাদ হয়েছে।

## মার্চের ৮ দিনেই এলো ৮১ কোটি ৪৩

জানুয়ারিতে ২১১ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার, ফেব্রুয়ারিতে ২১৬ কোটি ৪৫ লাখ ৬০ হাজার, মার্চে ১৯৯ কোটি ৭০ লাখ ৭০ হাজার, এপ্রিলে ২০৪ কোটি ৪২ লাখ ৩০ হাজার, মে মাসে ২২৫ কোটি ৪৯ লাখ ৩০ হাজার, জুনে ২৫৩ কোটি ৮৬ লাখ, জুলাইতে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার, আগস্টে ২২২ কোটি ৪১ লাখ ৫০ হাজার, সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ৪৭ লাখ ৯০ হাজার, অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ৮ হাজার, নভেম্বরে ২১৯ কোটি ৯৫ লাখ ১০ হাজার ও ডিসেম্বরে এসেছে ২৬৩ কোটি ৮৭ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার।

## হাতিরঝিল থেকে ১৬ মাদকাসক্তকে

সচেষ্ট। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ছিনতাই-ডাকাতির জন্য আতঙ্কের স্থান হয়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকা। বিশেষ করে মোহাম্মদপুর, উত্তরা, বাসাবো, রামপুরা উল্লেখযোগ্য। এসব যেনো ছিনতাইকারীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এখন।

## ভলকার তুর্কের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায়

করতে পারে। নিরপেক্ষতা ও সততার মহান ঐতিহ্য ধারণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা জনগণের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতীতের ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষত ১৯৯১ সালের গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কখনো জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেনি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের সময়ও সেনাবাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং কোনো পক্ষপাত বা বাহ্যিক প্রভাব ছাড়াই জননিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। প্রসঙ্গত, বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী পাঠানো দেশ হিসেবে পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অর্জিত আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ শান্তিরক্ষীরা পেয়ে থাকে এবং এর সিংহভাগ জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যার পরিমাণ গত ২৩ বছরে প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক কমিশনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ককে গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করে এবং দেশের জনগণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনে সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ। সেনাবাহিনীর ভূমিকা সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে উদ্বেগ অথবা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলে তা গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে ফলপ্রসূভাবে সমাধান করা সম্ভব বলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্বাস করে।

## মহাখালী-বনানী সড়ক অবরোধ, ৭

রা চরম দুর্ভোগে পড়েন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। কেউ কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকার অভিযোগ করেন, অনেকে বাধ্য হয়ে পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছান। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা দাবি করেন, দুর্ঘটনার জন্য দায়ী যানবাহনটি শনাক্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বনানী থানার পুলিশ, ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ এবং শিল্প পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা শেষে দুপুর ১টার দিকে তারা অবরোধ তুলে নেন। বিক্ষোভ প্রত্যাহারের পর ধীরে ধীরে যানচলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে। তবে দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ থাকায় মহাখালী ও আশপাশের এলাকায় যানজটের রেশ থেকে গেছে। ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে। বনানী থানার ওসি মো. রাসেল সরোয়ার বলেন, সকাল থেকে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করায় পুরো এলাকায় যানচলাচল বন্ধ ছিল। আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছি। এখন ধীরে ধীরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে। ডিএমপির গুলশান ট্রাফিক বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মফিদুল ইসলাম বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে পুরো মহাখালী-বনানী সড়কে যানজট তৈরি হয়েছে। তবে বিকল্প রুট চালু রেখে আমরা যানচলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছি। শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেওয়ায় এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে।

## কথা বললেই রিমান্ড ও মামলা বাড়ে

আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়। সেখান থেকে দুপুর পৌনে ২টার দিকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে হাজির করা হয় জুনাইদ আহমেদ পলককে। তাকে হাজতখানায় রাখা হয়েছে। শুনানিকালে জুনাইদ আহমেদ পলককে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালতে তোলা হবে। প্রিজন ভ্যান থেকে হাজতখানায় নেওয়ার পথে জুনাইদ আহমেদ পলক সাংবাদিকদের বলেছেন, “কথা বললেই রিমান্ড আর মামলার সংখ্যা বাড়ে। পেছনে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আটকে রাখে। কথা বলার অধিকার কি আমাদের আছে?” জুনাইদ আহমেদ পলক এখন পর্যন্ত ৭৮টি মামলার আসামি বলে জানিয়েছেন তিনি। গত ৬ ফেব্রুয়ারি জুনাইদ আহমেদ পলককে দুদকের করা এক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। গত ১২ ডিসেম্বর জুনাইদ আহমেদ পলক ও তার স্ত্রী আরিফা জেসমিনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলায় তাদের বিরুদ্ধে প্রায় ১৯ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। মামলায় তদন্ত অনুযায়ী, জুনাইদ আহমেদ পলকের ২৪টি ব্যাংক হিসাবে ঘুষ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ৩২ কোটি ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৩১৪ টাকা জমা হয়। এর মধ্যে ২৯ কোটি ৮৪ লাখ ৭২ হাজার ৯৫ টাকা তুলে নেওয়া হয়। ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এসব টাকা লেনদেন হয়েছে। গত বছরের ১৫ আগস্ট জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাকে বিভিন্ন সময়ে হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

## আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির

ধর্ষণবিরোধী স্লোগান সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন ও প্লেকার্ড নিয়ে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, তেজগাঁও কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেন, এ সরকার পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্বল সরকার। বিগত সাড়ে ১৫ বছর নারী নিপীড়নের ঘটনা গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হয়নি। সে সময় বিচার হয়নি। বর্তমানে যাই ঘটছে গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার হচ্ছে। বিগত দিনের ধারাবাহিকতায় ধর্ষণের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সরকার কোনও কিছুই শক্তভাবে মোকাবিলা করতে পারছে না। তিনি অভিযোগ করেন, গত কয়েক দিন আগে নারীর প্রতি কটাক্ষকারীকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন ঢাবি শিবিরের সভাপতি। এটা নারী নিপীড়নকারীদের প্রতি সমর্থনের শামিল। মানবন্ধনে আরও ছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি জহির রায়হান, সহসভাপতি এইচ এম আবু জাফর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, প্রচার সম্পাদক শরীফ প্রধান শুভ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ মনি, জান্নাতুল নওরীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শুভ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মৌসুমী শেখ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম আহ্বায়ক রুপন্তী আক্তার রত্না, ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সিনিয়র সহসভাপতি সৈয়দা ছুমাইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক চমন ফারিয়া মেঘলা প্রমুখ।

## এবার লক্ষ্মীপুরে ৪০০ কোটি টাকার

সয়াবিনের আবাদ হয় মেঘনার উপকূলীয় উপজেলা রামগতিতে। এখানে ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে সয়াবিনের আবাদ হয়েছে। কমলনগর উপজেলাতে ১২ হাজার ৫০০ হেক্টর, সদর উপজেলাতে ৭ হাজার ৫০০ হেক্টর ও রায়পুর উপজেলাতে ৬ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে। জেলার কমলনগর উপজেলার চরলরেন্স গ্রামের চর মার্টিন গ্রামের কৃষক মোহাম্মদ আলী বলেন, এবার ২৫ শতাংশ জমিতে সয়াবিনের আবাদ করেছি। খরচ হয়েছে ১৩ হাজার টাকা। আশা করি, ৩০ মণ সয়াবিন পাব। প্রতি মণ সয়াবিনের বাজারদর দুই হাজার টাকার মধ্যে থাকে। একই এলাকার কৃষক আবদুর রহমান বলেন, প্রতি বছর সয়াবিন চাষ করি। ধানের চেয়ে লাভ বেশি হয়। গেল বছর ২২০০ টাকা মণ দরে ৪৯ হাজার টাকার সয়াবিন বিক্রি করেছি। এবারও ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার সয়াবিন বিক্রির আশা করছি। তিনি জানান, সয়াবিন চাষে ধান আবাদের চেয়েও খরচ এবং পরিশ্রম কম হয়। সদর উপজেলার চররমনী মোহন ইউনিয়নের কৃষক নুর আলম বলেন, বোরো ধান বা বিভিন্ন সবজি আবাদে প্রচুর সার এবং কীটনাশক প্রয়োজন। এতে খরচও বেশি পড়ে। কিন্তু সয়াবিনে সার-কীটনাশক কম লাগে। জমিতে বীজ বপনের আগে একবার, এরপর গাছের ফুল আসার সময় একবার সার দিতে হয়। কীটনাশকও দুই বার দিলে চলে। এ কারণে সয়াবিন চাষে খরচ কম হয়। একই এলাকার কৃষক শাহ আলম বলেন, যেসব জমিতে পানি সেচের উৎস থাকে না, ওই সব জমিতে সয়াবিনের আবাদ করা হয়। সয়াবিন লাভজনক শস্য। কিছু ঝুঁকিও আছে। পাকা সয়াবিন ঘরে তোলার আগে যদি অতিবৃষ্টি হয় এবং ক্ষেতে পানি জমে যায়, তাহলে সয়াবিন নষ্ট হয়ে যায়। এতে লাভের বদলে লোকসান হয়। কৃষক সোহেল ইসলাম বলেন, গেল মৌসুমে সয়াবিন তোলার আগেই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে খেতে পানি জমে যায় প্রায় ৬০ শতাংশ জমির সয়াবিন নষ্ট হয়ে গেছে। এতে লোকসান হয়েছে। এবার ১২০ শতাংশ জমিতে সয়াবিনের আবাদ করেছি। শেষ পর্যন্ত যদি আবহাওয়া ভালো থাকে, তাহলে লাভবান হব। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সোহেল মো. শামসুদ্দীন ফিরোজ বলেন, সয়াবিন চাষে লাভবান হচ্ছেন কৃষকেরা। গেল মৌসুমে জেলায় ৩৫০ কোটি টাকার সয়াবিন উৎপাদন হয়েছে। চলতি মৌসুমে ৪০০ কোটি টাকার সয়াবিন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সয়াবিন চাষে পানি কম লাগে। এ জেলা উপকূলীয় জেলা কিছুটা লবণ রয়েছে, অন্য ফসল লবণাক্ততা সহ্য করতে না পারলেও সয়াবিন পারে। আমরা কৃষকদের উন্নত জাত সরবরাহ করি। বীনা ৫, বীনা ৬, বারি ৪, বারি ৬, বিইউ ৩, বিইউ ৪, বিইউ ৫- এসব জাতের সয়াবিনের দানা বড়, ওজন বেশি। তাই ফলনও বেশি। এগুলো পানি ও জলবায়ু সহনশীল, অল্প ঝড় থেকে রক্ষা পায়। বর্তমানে সয়াবিনের জীবনকাল কম। কৃষকরা আগেভাগেই বীজ বপন করলে দ্রুত সয়াবিন কাটতে পারবেন।

## ট্রুডোর বিদায়ের পর কানাডার নতুন

কার্নি নির্বাচিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে এই খবর প্রকাশ করেছে। মার্ক কার্নি এমন সময় কানাডার প্রধানমন্ত্রী হলেন যখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেশটির ‘বাণিজ্য যুদ্ধ’ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী-নির্বাচিত হওয়ার পরই কার্নি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্ক নিয়ে কথা বলেন। কানাডিয়ান পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপকে ‘নিজেদের জীবনের সবচেয়ে বড় সংকট’ হিসেবে অভিহিত করেছেন কার্নি। তিনি বলেছেন, “আমরা এই (বাণিজ্য) লড়াই চাইনি। কিন্তু কানাডিয়ানরা সবসময় প্রস্তুত থাকে যখন কেউ তার হাতের গ্লাভস ফেলে দেয়। তো মার্কিনিদের, কোনো ভুল করা উচিত নয়। হকি খেলার মতো বাণিজ্যেও কানাডাই জিতবে।” দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হয়েই কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে অভিহিত করে কটাক্ষ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে ‘গভর্নর ট্রুডো’ হিসেবে ডেকেছেন তিনি। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের জবাব কিছুটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী-নির্বাচিত মার্ক কার্নি। তিনি বলেছেন, “আমেরিকা কানাডা নয়। এবং কানাডা কখনো, কোনোদিন কোনোভাবে আমেরিকার অংশ হবে না।” আরেক সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ জানিয়েছে, এ সপ্তাহের যে কোনো একদিন কানাডার গভর্নর জেনারেলের কাছে প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করবেন মার্ক কার্নি। কানাডার গভর্নর জেনারেল যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লসের প্রতিনিধি। নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্নি এপ্রিলের শেষ দিকে কানাডায় নতুন সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিতে পারেন। গত ৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রিত্ব ও দলীয় প্রধানের পদ ছাড়ার ঘোষণা দেন জাস্টিন ট্রুডো। তিনি ২০১৫ সালে প্রথম দেশটির প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েছে। এমন সময়ই তিনি সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন।

## পতন থেকে বেরিয়ে শেয়ারবাজারে

শেয়ারবাজারের পচা কোম্পানি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সোমবার ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ‘এ’ গ্রুপের ২১৬টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে ৯১টির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে কমেছে ৭৮টির এবং ৪৭টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ‘বি’ গ্রুপের ৪৮টি কোম্পানির শেয়ার দাম বেড়েছে। আর কমেছে ১৭টি এবং ১৫টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ৩৬টি মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ৭টির দাম বেড়েছে। অন্যদিকে ৫টির কমেছে এবং ২৪টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ‘জেড’ গ্রুপের ৯৮টি কোম্পানির মধ্যে ৩৫টির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে কমেছে ৪২টির এবং ২১টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমানে শেয়ারবাজারে ‘এন’ গ্রুপে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। ভালো ও মাঝারি মানের বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ার দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলিয়ে ১৭৪ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১৩৭টির। আর ৮৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ১৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ১৯০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৫ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৬২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। তবে বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৯ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৮৯০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। সবকটি মূল্যসূচক বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও কিছুটা বেড়েছে। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৩৩৮ কোটি ৬ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩৩৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। সে হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ১ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। এ লেনদেনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ওরিয়ন ইনফিউশনের শেয়ার। টাকার অঙ্কে কোম্পানিটির ২২ কোটি ২০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিচ হ্যাচারির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ২০ কোটি ৭১ লাখ টাকার। ১৭ কোটি ৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- লাভেলো আইসক্রিম, লিন্ডে বাংলাদেশ, হাক্কানী পাল্প, ব্র্যাক ব্যাংক, খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, গ্রামীণফোন এবং স্কয়ার ফার্মাসিটিক্যালস। অন্য শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৭ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২২১ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯১টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৯৩টির এবং ৩৭টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ৪ কোটি ৯ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৪ কোটি ৪১ লাখ টাকা।

## ধর্ষণের বিরুদ্ধে মিছিল শেষে ফেরার পথে ছাত্রদল কর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

**স্টাফ রিপোর্টার :** নারায়ণগঞ্জ শহরে ছাত্রদল কর্মী অপূর্বকে (২২) ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় একজনকে পিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে স্থানীয়রা। গত রোববার রাতে শহরের চাষাঢ়া বালুরমাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত অপূর্ব ফতুল্লার মাসদাইল এলাকার খোকন মিয়ার ছেলে। আটক সম্রাট (২১) শহরের গলাচিপা এলাকার হোসেনের ছে। পেশায় গার্মেন্ট শ্রমিক। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে নারায়ণগঞ্জ মহানগর ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল ইসলাম রাজীব বলেন, রাত সাড়ে ৯টার দিকে শহরের মাসদাইরে কেন্দ্রীয় ঈদগাঁহ থেকে ধর্ষণবিরোধী মশাল মিছিল বের হয়। আমাদের মিছিল শহরের চাষাঢ়ায় নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। ওই মিছিলে অপূর্ব আমার পেছনে ছিল। মিছিল শেষে আমরা নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের দিকে যাচ্ছিলাম। তখন বালুর মাঠ এলাকায় একটি চায়ের দোকানের সামনে কয়েকজন যুবক একজন বৃদ্ধের সঙ্গে ঝগড়া করছিল। বিষয়টি দেখে অপূর্ব তাদের থামাতে যায়। এ সময় ওই যুবকদের মধ্যে থেকে একজন তার বুকে ছুরিকাঘাত করে। এ সময় হামলাকারীদের একজনকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনতা। আর আহত অপূর্বকে খানপুর ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত অপূর্বের বাবা খোকন মিয়া বলেন, আমার ছেলে বিএনপির মিছিল করার জন্য এখানে এসেছিল। সে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এ ছাড়া আমার ছেলে একজন গার্মেন্টস শ্রমিক। তার হত্যার বিচার চাই। নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু বলেন, নিহত অপূর্ব আমাদের দলের রাজনীতি করে। ধর্ষণবিরোধী মশাল মিছিল শেষে এ ঘটনা ঘটেছে। আটক ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আসল অপরাধীদের তথ্য বেরিয়ে আসবে। আমি মনে করি, এটা এক ধরনের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এ ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া অন্য আসামিদের খুঁজে বের করতে হবে ও আইনের আওতায় আনতে হবে। আমরা এই হত্যার বিচার চাই। অভিযোগ অস্বীকার করে আটক সম্রাট দাবি করেন, আমি কাউকে মারিনি। আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। তিনি বলেন, প্রতিদিনের মতো ওই রাতে আমি কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে কয়েকজন যুবক আমাকে আটকে মারধর করেন। এক পর্যায়ে তারা আমাকে মারধর করে নিচে ফেলে দেয়। এরপর কীভাবে কী হয়েছে আমি কিছু জানি না। বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ নাসির আহমদ বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সম্রাট নামে একজনকে আটক রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী বলেন, রাতে কাটাকাটির একপর্যায়ে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একজন আটক রয়েছে। তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## লালমাটিয়ায় তরুণীকে লাঞ্ছিত করা রিংকু গ্রেপ্তার

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর লালমাটিয়ায় চায়ের দোকানে ধূমপান করা নিয়ে দুই তরুণীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় অভিযুক্ত রিংকুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী গতকাল সোমবার এক ফেসবুক পোস্টে এই তথ্য জানান। ফারুকী তার পোস্টে লিখেছেন, লালমাটিয়ার উত্ত্যক্তকারী রিংকুকে গতকাল (গত রোববার) রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপর তিনি গায়িকা ফারজানা ওয়াহিদ শায়ানের একটি গানের লাইন উল্লেখ করেন। গত ২ মার্চ, রাজধানীর লালমাটিয়ায় একটি চায়ের দোকানে দুই তরুণী প্রকাশ্যে ধূমপান করছিলেন। এ সময় এক বয়স্ক ব্যক্তি তাদের ধূমপান নিয়ে আপত্তি তোলেন, যা নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। মুহূর্তেই সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হন। একপর্যায়ে রিংকু নামের এক ব্যক্তি তরুণীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও শারীরিক লাঞ্ছনার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিষয়টির মীমাংসা করে। কিন্তু ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকে সামাজিকভাবে এরা নিন্দা জানান এবং অভিযুক্তের শাস্তির দাবি তোলেন। আবার অনেকেই প্রকাশ্যে ধূমপানের বিরোধিতা করেন। বিশেষ করে নারীদের ধূমপান নিয়েও অনেকে সমালোচনা করেন। এই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন অনেকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেন এবং এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চান। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কুশপুত্তলিকাও দাহ করেন। ঘটনার জেরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরে অভিযুক্ত রিংকুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে তার বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত জানানো হয়নি। এই ঘটনায় এখনও পুলিশের আনুষ্ঠানিক কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

## ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

**স্টাফ রিপোর্টার :** টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল যমুনা সেতু মহাসড়কের উপজেলার কামাক্ষারমোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। যমুনা সেতু পূর্ব থানার এসআই আতিকুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নিহতরা হলেন সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার বাসিন্দা আইনুল হকের ছেলে রাসেল রানা (২৫); একই এলাকার সাইফুল ইসলামের ছেলে বকুল সরকার (১৭)। তাদের মধ্যে রাসেল রানা মোটরসাইকেল চালক ছিলেন। এসআই আতিকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তিনি আরও বলেন, মোটসাইকেলটি ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। অজ্ঞাত একটি গাড়ির ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান।

## ময়মনসিংহে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩

**স্টাফ রিপোর্টার :** ময়মনসিংহের ফুলপুরে ভাত কান্দি এলাকার চাঁনপুর ব্রিজের কাছে ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিন জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই জন। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় ভাত কান্দি থেকে ফুলপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি আসার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে অজ্ঞাত তিন যাত্রী নিহত হন। আহত দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ফুল-পুর থানার ওসি আব্দুল হাদী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ ও আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘাতক ট্রাক চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

## অনলাইন ব্যবসায়ীদের জন্য হাইকোর্টের ৯ নির্দেশনা

**স্টাফ রিপোর্টার :** দেশে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বব্যবসা পরিচালনাকারীদের জন্য ৯ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকোর্ট। গতকাল সোমবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের প্রকাশিত রায় থেকে এ তথ্য জানা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত নারী উদ্যোক্তা রোবাইয়াত ফাতেমা তনির মালিকানাধীন শোরুম ‘সানভিস বাই তনি’র খুলে দেওয়ার নির্দেশনা সংক্রান্ত রুল নিষ্পত্তি করে হাইকোর্ট এ রায় দিয়েছেন। রায়ে উঠে আসা ৯ দফা নির্দেশনা হলো–

১. সবাইকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন মেনে চলতে হবে। অনলাইন মালিক এবং ভোক্তাদের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

২. অনলাইন ব্যবসা পরিচালনায় আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আইনের সমান সুরক্ষা লাভের অধিকারী হবে।

৩. প্রতিটি নাগরিকের যেকোনও বৈধ ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকবে এবং আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া তার ব্যবসা বন্ধ করা যাবে না।

৪. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিভাগের উচিত সব অনলাইন ব্যবসায়ী/মালিক/সদস্যের নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তাদের অনলাইন ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমোদন দেওয়া।

৫. এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, কেউ কোনও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তাদের অননুমোদিত অনলাইন ব্যবসা চালাতে, এমনকি শুরু করতেও পারবে না। এটি নিশ্চিত করা অপরিহার্য যেকোনও পোশাক খুচরা বিক্রেতা বিদেশি আসল পণ্যের সব কিছু যেন তৈরি করতে না পারে এবং নকল পণ্য আসল হিসেবে বিক্রি করতে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার না করে।

৬. এই আইনি পরিকল্পনায় নিশ্চিত করতে হবে যে, সব ধরনের অনলাইন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রশাসক, মালিক এবং ভোক্তাদের ব্যক্তিগত জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে যাচাই করা উচিত।

৭. বিটিআরসির মতো সংশ্লিষ্ট সরকারি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে অনলাইন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করে অনলাইন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৮. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা অনলাইন গ্রাহকদের সচেতন করে তুলবেন যেন অনলাইন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতারণার শিকার না হন। গ্রাহকদের অনুমোদন/নিবন্ধন ছাড়া অনলাইন দোকান বা অনলাইন উদ্যোগ বা অনলাইন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে কোনও পণ্য ক্রয় করা উচিত নয়।

৯. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিভাগের উচিত প্রতারণা করা অনলাইন ব্যবসায়ীদের অপরাধের জন্য বিচার করার জন্য ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০০৯-এ প্রয়োজনীয় আইনের বিধান সন্নিবেশ করানো।

রায়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত নারী উদ্যোক্তা রোবাইয়াত ফাতেমা তনির মালিকাধীন শোরুম ‘সানভিস বাই তনি’র ব্যবসা পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইন অনুসারে যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতি মাসে অন্তত একবার তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে প্রতারণার অভিযোগে গুলশানের ‘সানভিস বাই তনি’ শোরুম বন্ধ করে দেয় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। তার বিরুদ্ধে দেশে তৈরি পোশাক পাকিস্তানি বলে বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ ছিল। পরে ২০২৪ সালের ১০ জুন রোবাইয়াত ফাতেমা তনির ‘সানভিস বাই তনি’র বন্ধ শোরুম খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। তবে ওই শোরুমে পাকিস্তানি পোশাক বিক্রি না করারও আদেশ দেওয়া হয়। বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলনের বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে তনির পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. খালেকুজ্জামান। অপরপক্ষে ছিলেন আইনজীবী লুবনা ইয়াসমিন।

## এমপির বাড়ি দখল করা সেই নারী সমন্বয়ক গ্রেপ্তার

**স্টাফ রিপোর্টার :** টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য জোয়াহেরুল ইসলামের বাসা ভাঙচুর, লুটপাট, দখল ও ১০ কোটি টাকা চাঁদা দাবির মামলায় সমন্বয়ক পরিচয় দানকারী মারইয়াম মুকাদ্দাস মিষ্টিকে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। গত রোববার রাতে শহরের পশ্চিম আকুর-টাকুরপাড়া (হাউজিং) এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মিষ্টি জেলার বাসাইল উপজেলার ফুলকী ইউনিয়নের জশিহাটী গ্রামের মাজহারুল ইসলামের মেয়ে। তিনি টাঙ্গাইল শহরের আকুর টাকুর পাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। এর আগে শনিবার দুপুরের দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পরিচয়ে জোয়াহেরুল ইসলাম শহরে ছোটকালীবাড়ির ছয়তলা ভবনের তালা ভেঙে প্রায় ২০ জন মানসিক ভারসাম্যহীনকে নিয়ে বাড়িটি দখলে নেন মারইয়াম মুকাদ্দাস মিষ্টি। জেলাজুড়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলে যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে ওই দিন রাতে বাড়িটি দখলমুক্ত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মিষ্টিকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে গভীর রাতে মুচলেকা দিয়ে থানা পুলিশের কাছ থেকে মুক্তি পান তিনি। এদিকে, বাসা ভাঙচুর, লুটপাট, দখল ও ১০ কোটি টাকা চাঁদা দাবির ঘটনায় জোয়াহেরুল ইসলামের স্ত্রী রওশন আরা খান বাদী হয়ে ৯ মার্চ টাঙ্গাইল সদর থানায় মামলা করেন। মামলার পর মিষ্টিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সাবেক সংসদ সদস্য জোয়াহেরুল ইসলামে স্ত্রী রওশন আরা খান বলেন, মিষ্টি আমার কাছে প্রথমে ১০ কোটি টাকা চাঁদা চেয়েছিল। সেই টাকা না দেওয়ায় তারা বাড়ি জবরদখল করে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করেছি। বাড়িটি আমার নামে, স্বামীর নামে নয়। এ ঘটনার সঠিক বিচার দাবি করছি। টাঙ্গাইল সদর থানার ওসি তানভীর আহমেদ বলেন, গত রোববার জোহেরুল ইসলামের স্ত্রী রওশন আরা বাদী হয়ে টাঙ্গাইল সদর থানায় সমন্বয়ক মারইয়াম মুকাদ্দাস মিষ্টির বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

## মাগুরায় শিশু ধর্ষণ: মধ্যরাতে আদালতে তোলা হলো ৪ আসামিকে, রিমান্ড মঞ্জুর

**স্টাফ রিপোর্টার :** মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় আসামিদের গত রোববার দিনের বেলা আদালতে হাজির করতে পারেনি পুলিশ। পরিস্থিতি বিবেচনায় গভীর রাতে তাদের আদালতে তুলে রিমান্ড আবেদনের শুনানি করা হয়েছে। শুনানিতে মূল অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর বোনের শ্বশুরের সাত, স্বামী, শাশুড়ি ও ভাশুরের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে। মাগুরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল মতিন এ আদেশ দেন। আদালত সূত্র ও পুলিশ জানিয়েছে, গত রোববার সকাল থেকে প্রায় দিনভর মাগুরা শহরে শিশু ধর্ষণে জড়িত ব্যক্তিদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বেলা ১১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মূল ফটক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা। এরপর সেখান থেকে সরে গিয়ে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভায়না মোড় মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। সন্ধ্যার পর শহরে আবার মশাল মিছিল করেন আন্দোলনকারীরা। এমন পরিস্থিতিতে আসামিদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকায় তাদের আদালতে হাজির করতে পারেনি পুলিশ। এ জন্য গত রোববার রাত ১২টার পর শুরু হয় রিমান্ড শুনানি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আসামিদের সাত দিন করে রিমান্ড আবেদন করেন। এ সময় আসামিদের পক্ষে কোনও আইনজীবী শুনানিতে অংশ নেননি। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিলে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন আসামিরা। রিমান্ড না দেওয়ারও দাবি করেন তারা। মামলার তদন্ত কর্মকর্তার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভুক্তভোগী শিশু অচেতন থাকায় জবানবন্দি নেওয়া যায়নি। ফলে আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি। উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শেষে মামলার মূল অভিযুক্তকে সাত দিন এবং অন্য তিন আসামিকে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক। মাগুরা শহরতলির বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয় বলে পরিবারের অভিযোগ। শিশুটি বর্তমানে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচে) চিকিৎসাধীন রয়েছে। শনিবার শিশুটির মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মাগুরা সদর থানায় মামলা করেন। এতে শিশুটির বোনের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও ভাশুরকে আসামি করা হয়েছে। তারা আগে থেকেই পুলিশের হেফাজতে ছিলেন। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বোনের স্বামী, শাশুড়ি ও ভাশুরকে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

## চাটমোহরে কৃষকদলের কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

**স্টাফ রিপোর্টার :** পাবনার চাটমোহর উপজেলার বিলচলন ইউনিয়ন কৃষকদলের কমিটি বাতিলের দাবিতে ও অপপ্রচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেছে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠণের নেতাকর্মীরা। গত রোববার সকালে কুমারগাড়া খেয়াঘাট চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন, বিলচলন ইউপি সদস্য ও বিএনপি নেতা মোঃ নজরুল ইসলাম, আঃ মতিন, সেতার আলী, জাহাঙ্গীর আলমসহ অন্যরা। বক্তারা অবিলম্বের কৃষকদলের বিলচলন ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করার দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারী দেন। বক্তারা দাবি করেন আওয়ামী লীগ কর্মীদের দিয়ে বিলচলন ইউনিয়নের কৃষকদলের কমিটি গঠণ করা হয়েছে। এই কমিটি গঠণের প্রতিবাদে গঠিত কমিটির ১০জন নেতা পদত্যাগ করেছেন। তারা এই কমিটি বাতিল করে ত্যাগী নেতাদের নিয়ে কমিটি গঠণের দাবি করেন। চাটমোহরে বিএনপি’র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি চাটমোহর পৌরসভার ২ ও ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে গত রোববার দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। চাটমোহর এনায়েতুলআহ ফাজিল মাদ্রাসা চত্বরে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সাবেক সদস্য সচিব ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হাসাদুল ইসলাম হীরা, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আসাদুজ্জামান আরশেদ

# সম্পাদকীয়

## শিক্ষার্থীদের দ্রুত পাঠ্যবই দেয়ার ব্যবস্থা নিন

শিক্ষা একটি জাতির অগ্রগতির মূল হাতিয়ার। একটি সুসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথকে সহজ করে দেয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার চরম অব্যবস্থাপনা ও নীতিগত দুর্বলতা শিক্ষার্থীদের জন্য মারাত্মক সংকট তৈরি করেছে। বিশেষ করে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের নামে অব্যবস্থাপনা, ভুলত্রুটি সংশোধনে দীর্ঘসূত্রিতা এবং পাঠ্যবই সরবরাহে গাফিলতির কারণে শিক্ষাব্যবস্থা আজ বড় চ্যালেঞ্জের মুখে। জুলাই বিপ্লবের পর মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং করোনা মহামারি ও জুলাই বিপ্লবের কারণে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন পড়াশোনার বাইরে ছিল, অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত তাদের পড়ার ধারায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। কিন্তু আদতে হচ্ছে তার উল্টো। নতুন শিক্ষাবর্ষের একমাস পেরিয়ে গেলেও এখনো শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দিতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। শিক্ষাবছরের প্রায় দুই মাস পার হতে চললেও সরকার বিনা মূল্যের সব পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। অন্যদিকে ‘মূল্য’ দিয়ে বিনা মূল্যের পাঠ্যবই কেনা যাচ্ছে বাংলাবাজার, নীলক্ষেতসহ বিভিন্ন বাজারে। কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে পাঠ্যবইয়ের কালোবাজারি রহিত করা যায়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তথ্য বলছে, প্রায় সাত কোটি বই ছাপা হওয়া বাকি, যার অধিকাংশই মাধ্যমিক পর্যায়ের। শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, পাঠ্যবই পরিমার্জনসহ কিছু সমস্যার কারণে এবার শিক্ষা বিভাগ থেকে বলা হয়েছিল, বই পেতে কিছুটা দেরি হবে। কিন্তু বাস্তবে সেই দেরি দুই মাস পেরিয়ে তৃতীয় মাসে গিয়ে পড়তে যাচ্ছে। একটি সুশৃঙ্খল ও কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সরকারের উচিত বই বিতরণের ক্ষেত্রে সব অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সমান অগ্রাধিকার দেওয়া। দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলো যাতে সময়মতো বই পায়, সে জন্য আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের ভবিষ্যতও অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। এ বিষয়ে প্রশাসনের গাফিলতি রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা জরুরি। পরিকল্পনার অভাব, ছাপার ধীরগতি এবং বিতরণব্যবস্থার অদক্ষতার কারণে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। স্কুলগুলোতে স্বাভাবিক ও পুরোদমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে সরকারের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পাশাপাশি পাঠ্যবই ছাপানো ও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট কারো দায়িত্বে অবহেলা, সাবেক সরকারের আনুগত্যের কারণে বর্তমান সরকারের বদনাম করানোর জন্য শিক্ষার্থীদের বলির পাঠা বানানোর প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, পাঠ্যবই পরিমার্জনসহ কিছু সমস্যার কারণে এবার শিক্ষা বিভাগ থেকে বলা হয়েছিল, বই পেতে কিছুটা দেরি হবে। কিন্তু বাস্তবে সেই দেরি দুই মাস পেরিয়ে তৃতীয় মাসে গিয়ে পড়তে যাচ্ছে। একটি সুশৃঙ্খল ও কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সরকারের উচিত বই বিতরণের ক্ষেত্রে সব অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সমান অগ্রাধিকার দেওয়া

## মানবপাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

বাংলাদেশে মানব পাচার এখন সবচেয়ে বড় আন্তঃসীমান্ত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গ্লোবাল অর্গানাইজড ক্রাইম ইনডেক্সের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মানব পাচারের সূচক ১০-এর মধ্যে ৮ পয়েন্টে পৌঁছেছে, যা দেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট এই পাচারের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কক্সবাজার উপকূল হয়ে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার দিকে মানব পাচারের প্রবণতা ব্যাপকহারে বেড়েছে। বিশেষ করে টেকনাফ, ইনানী, মহেশখালীসহ বেশ কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চল এখন পাচারকারীদের জন্য নিরাপদ রুটে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় দালালরা জনপ্রতি ২০-২৫ হাজার টাকা নিয়ে পাচারের জন্য লোক সংগ্রহ করে, পরে তাদের মালয়েশিয়ায় বিক্রি করা হয় চার থেকে পাঁচ লাখ টাকায়। বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ অভিবাসনের পথ বেছে নেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো আয় দেশের অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে সম্ভাবনাময় এ খাত দীর্ঘদিন ধরে মানবপাচার সিন্ডিকেটের অপতৎপরতায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনিয়ম, দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের কারণে জনশক্তি রফতানির নিরিখে দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ শ্রমবাজার মালয়েশিয়ায় গত বছরের ৩১ মে বন্ধ হয়েছে। এর আগেও একই অভিযোগে একাধিকবার তা বন্ধ হয়েছিল। একই অভিযোগে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের বড় বড় শ্রমবাজার থেকেও একাধিকবার বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ফলে অনেকেই অবৈধ পথে বিদেশে যেতে তৎপর হয় এবং মানব পাচারের সিন্ডিকেটের কবলে পড়েছেন অনেকেই। বিগত সময়ে সরকারঘনিষ্ঠরাই মানবপাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে সব সরকারের আমলেই মানব পাচারের সিন্ডিকেট সক্রিয় থেকেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে ছোটখাটো মানব পাচারকারী ধরা পড়লেও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেছে মূল অপরাধীরা। এখনো সক্রিয় রয়েছে মানব পাচারের সিন্ডিকেট। সরকারের কঠোর অবস্থান না থাকায় অনেকেই মানব পাচারকে কম ঝুঁকির ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছে। বাংলাদেশে মানব পাচার প্রতিরোধ করতে না পারার অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে বিচারহীনতা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের মানব পাচার প্রটোকল-২০০০-এর নির্দেশনা অনুযায়ী পাচারকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে।

ইউরোপের বড় বড় শ্রমবাজার থেকেও একাধিকবার বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ফলে অনেকেই অবৈধ পথে বিদেশে যেতে তৎপর হয় এবং মানব পাচারের সিন্ডিকেটের কবলে পড়েছেন অনেকেই। বিগত সময়ে সরকারঘনিষ্ঠরাই মানবপাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে সব সরকারের আমলেই মানব পাচারের সিন্ডিকেট সক্রিয় থেকেছে

# খোশ আমদেদ মাহে রমজান

মনিরুল ইসলাম রফিক

আল্লাহ তায়ালার অপার রহমতে পবিত্র মাহে রমজানুল মোবারক এখন আমাদের সামনে করাঘাত করছে। আকাশে বাঁকা চাঁদ মুচকি হাসার সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন মাহে রমজানের শুভাগমন ঘটবে। শুরু হবে তারাবি সালাতের মাধ্যমে পবিত্র মাসকে বরণ করে নেওয়া। মুমিন মুসলমানদের কাছে এ এক পরম আনন্দ ও তৃপ্তির মুহূর্ত। তারা এ মৌসুমে এক মহা অনুভব ও ইবাদত উপভোগের পূতসায়রে সন্তরণ করবে। মুসলমানরা মাহে রমজানকে নিজের জীবন নিষ্পাপ পুণ্যময় করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই দেখা যায়, মুসলিম সমাজের ঘরে ঘরে রমজানের সমাদর, রমজানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার বিভিন্ন আয়োজন, এ মাসের মাহাত্ম্য, ফযিলত ও বরকত অর্জনের জন্য নানা আমল ও কর্মসূচি। ইতিহাসে আমরা দেখি সোনালি যুগের মুসলমানরা এ মাসকে যথাযথ ভাবগম্ভীর পরিবেশে অতিবাহিত করার জন্য রজব মাস থেকে প্রস্তুতি নিতেন এবং তারা রজব থেকে মাহে রমজান পর্যন্ত পুণ্য অর্জনের যে অবারিত ধারা প্রবাহিত হয়, তা পাওয়ার জন্য খোদা তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করতেন। খোদ আমাদের প্রিয় নবী (স.) দোয়া মুনাজাতে বলতেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রাজাবা ওয়া শাবান, ওয়া বাল্লিগানা রামাদান।’ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শাবান মাসে বরকত দান কর আর মহাপবিত্র মাহে রমজানে পৌঁছার তাওফিক দান কর।’ রমজানুল মোবারক উপলক্ষে কুরআন ও হাদিসে যেসব বাণী এসেছে, তা সত্যিই একজন মুমিনকে সৎপথে জীবন রচনার এক দুর্দমনীয় প্রতিযোগিতায় উদ্বেলিত করে তোলে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর পবিত্র আখেরি কালাম কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন: শাহরু রামাদানাল লাযি উনযিলা ফিহিল কুরআন, হুদাললিন্নাসি ওয়া বায়্যিনাত...।’ অর্থাৎ ‘রমজান মাস হলো সেই মাস– যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোজা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্যদিনে গণনা পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না- যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হিদায়াত দান করার দরুণ আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য বর্ণনা কর, (আর) যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।’ এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে : আর আমার বান্দারা যখন তোমার কছে জিজ্ঞেস করে আমার বিষয়ে; বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিয়ে থাকি, যখন (তারা) আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। -(সূরা বাকারা : ১৮৫,১৮৬)। উপরোক্ত আয়াত দুটোর প্রথমটিতে রমজান মাসকে অন্য ১১ মাস থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরা হয়েছে এবং এ মাসকে কুরআনের মাস হিসেবে আখ্যায়িত করে এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট করণীয় বিবৃত হয়েছে। এ মাসকে প্রকৃত হিদায়াত ও পথপ্রাপ্তির মোক্ষম মৌসুম বলেও এখানে ইশারা করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আলিশানে ইবাদত বন্দেগি ও প্রার্থনার গুরুত্ব এবং এসব বিষয়ে খুলুসিয়াত বা আন্তরিক বিশ্বাসের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আয়াতের মর্মার্থ দ্বারা বোঝা যায়, রমজান মুসলিম জিন্দেগিতে একটি ট্রেনিং পিরিয়ড এবং এ থেকে ফায়দামন্দ হওয়ার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিবেশ। শুরুর দিকে আমাদের প্রত্যাশা, মাহে রমজান হোক মুমিন মুত্তাকিগণের দীনতা হীনতা দূরীকরণের সাক্ষী, রমজান হোক সকলের আত্মোপলব্ধির– খোশ আমদেদ মাহে রমজান আহলান ওয়া সাহলান।

আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল সিয়ামানা, ওয়া কিয়ামানা, ওয়া রুকুআনা ওয়া সুজুদানা, ওয়া তিলাওয়াতানা, ওয়া তাসাবিহানা কামা তাকাব্বালতা মিন ইবাদিকাস সালিহীন- ওহে আল্লাহ দয়া করে আমাদের রোজা আমাদের নামাজ কালাম আমাদের রুকু সিজদা আমাদের তিলাওয়াত তাসবিহ পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মা মহান সৎকর্ম পরায়নশীলদের ন্যায় কবুল কর। হাদিস শরিফে বারবার এ মাসকে প্রথম থেকেই অনুধাবন ও সদ্ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত সালমান ফারেসী (রা.) একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিনকার ঘটনা। আঁ-হযরত (স.) শাবান মাসের শেষ তারিখ আমাদের উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি ইরশাদ করেছেন : হে লোক সকল! একটি মহান ও বরকতময় মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত। এ মাসের রাতগুলোর মধ্যে এমন এক রাত বিদ্যমান, যার মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ মাসের রোজাকে ফরজ করেছেন এবং এ মাসের রাত্রিজাগরণকে করেছেন অতিরিক্ত ইবাদতে শামিল। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি এ মাসে একটি সাধারণ ভালো কাজ করবে, অন্য মাসের তুলনায় তাকে একটি ফরজ ইবাদতের সাওয়াব প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত পালন করবে, তাকে সত্তরটি ফরজ ইবাদতের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে। এ মোবারক মাস ধৈর্য ও সংযমের মাস। ধৈর্যের বিনিময় অবশ্যই জান্নাত। এ মাস পরোপকারের। এ মাসে বিশেষভাবে মু’মিন বান্দাদের রিজিক বৃদ্ধি করা হয়। কেউ যদি একজন রোজাদারের ইফতারের ব্যবস্থা করে, আল্লাহ তায়ালা তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন, তাকে দোজখ থেকে মুক্তি দেন এবং (রোজাদারের) রোজার সমান তাকে পুণ্য দান করেন। এ সময় সাহাবাগণ জানতে চাইলেন– হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের অনেকেই একজন রোজাদারকে ইফতারের ব্যবস্থা গ্রহণের মতো সক্ষম নই। হযরত জানালেন– এর জন্য বিশেষ কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই। সামান্য দুধ, একটি খেঁজুর কিম্বা অপারগতায় পানি দিয়ে ইফতারের ব্যবস্থা করলেও পরওয়ারদিগারে আলম উল্লিখিত পুণ্য দান করবেন। আর যে ব্যক্তি রোজাদারকে পেটভরে তৃপ্তি সহকারে খাবারের ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র হাউসে কাউসারের পানি পার করাবেন, যার পরে বেহেস্তে প্রবেশ পর্যন্ত তার কোনো পানির পিপাসা হবে না। এ মহান পবিত্র মাস তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশে আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয়াংশ ক্ষমা ও মার্জনার এবং শেষ অংশ দোজখ থেকে মুক্তিদানের। যে ব্যক্তি এ মাসে তার কর্মচারীর কাজের বোঝা কমিয়ে দেয়, আল্লাহ তার গুনাহর বোঝা কমিয়ে দেন এবং দোজখের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেন। বর্ণিত হাদিসটির মাধ্যমে আমরা দেখি, পবিত্র রমজান মাস আত্মগঠনের, সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার, পরস্পর সহানুভূতি ও সহমর্মিতার। এ মাস অধ্যাত্ম সাধনা ও কৃচ্ছ্র হাসিলের। এ মাস রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের। এর হুকুম আহকামগুলোও সে একই উদ্দেশ্য, লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরি। যেমন– ইফতার, সেহরি, তারাবি, খতমে কুরআন, জাকাত, ফিতরা, ঈদুল ফিতর প্রভৃতি। আমাদের পদে পদে খেয়াল রাখতে হবে, এসব আহকামের দুনিয়াবি, সামাজিক ও ব্যক্তি গঠনের যে দর্শন আর ফায়দা আছে, তা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা। কিন্তু রমজানের এসব ব্যাপক উপকারিতা ও উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কিছু সঙ্গত কারণ আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। এক শ্রেণির হা-ভাতে বনী আদম আছে, যারা এ মাস যাতে যথার্থভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অতিবাহিত করতে না পারে, সেজন্য মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করে তাদের সমস্ত কূটবুদ্ধি দিয়ে। রোজাদারদের সঙ্গে তারা রীতিমতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাদের অনেকে আবার রোজাদারের ভান করেন, বাহ্যিক হজ ও সালাত আদায় করেন এবং তাদের বাসভবনে গরিব মানুষদের লাইন ধরিয়ে জাকাতদানের কসরত মহরতও করেন। অথচ জাকাত দান ও বণ্টনের আরও পরিচ্ছন্ন ও বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। আর এমন কতিপয় ব্যবসায়ী বণিকের হাতের কারসাজিতে বাজারে দাম বাড়ে হু হু করে, যত্রতত্র ছেয়ে যায় দুই নম্বরি মালামালে। ফলে, শুধু রোজাদার নয়, অন্য অধিবাসীদেরও এ মৌসুমে নাভিশ্বাস ওঠে। আমরা যদি কুরআনের মাসের উসিলায় আল্লাহর রহমত চাই, তাহলে যে করেই হোক সিয়াম পালনের প্রতিবন্ধকগুলো আইনশৃঙ্খলা জোরদার করার মাধ্যমে কিম্বা সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে রোধ করতে হবে।

কেউ যদি একজন রোজাদারের ইফতারের ব্যবস্থা করে, আল্লাহ তায়ালা তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন, তাকে দোজখ থেকে মুক্তি দেন এবং (রোজাদারের) রোজার সমান তাকে পুণ্য দান করেন। এ সময় সাহাবাগণ জানতে চাইলেন– হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের অনেকেই একজন রোজাদারকে ইফতারের ব্যবস্থা গ্রহণের মতো সক্ষম নই। হযরত জানালেন– এর জন্য বিশেষ কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই। সামান্য দুধ, একটি খেঁজুর কিম্বা অপারগতায় পানি দিয়ে ইফতারের ব্যবস্থা করলেও পরওয়ারদিগারে আলম উল্লিখিত পুণ্য দান করবেন। আর যে ব্যক্তি রোজাদারকে পেটভরে তৃপ্তি সহকারে খাবারের ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র হাউসে কাউসারের পানি পার করাবেন, যার পরে বেহেস্তে প্রবেশ পর্যন্ত তার কোনো পানির পিপাসা হবে না। এ মহান পবিত্র মাস তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশে আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয়াংশ ক্ষমা ও মার্জনার এবং শেষ অংশ দোজখ থেকে মুক্তিদানের। যে ব্যক্তি এ মাসে তার কর্মচারীর কাজের বোঝা কমিয়ে দেয়, আল্লাহ তার গুনাহর বোঝা কমিয়ে দেন এবং দোজখের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেন। বর্ণিত হাদিসটির মাধ্যমে আমরা দেখি, পবিত্র রমজান মাস আত্মগঠনের, সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার, পরস্পর সহানুভূতি ও সহমর্মিতার। এ মাস অধ্যাত্ম সাধনা ও কৃচ্ছ্র হাসিলের। এ মাস রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের। এর হুকুম আহকামগুলোও সে একই উদ্দেশ্য, লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরি। যেমন– ইফতার, সেহরি, তারাবি, খতমে কুরআন, জাকাত, ফিতরা, ঈদুল ফিতর প্রভৃতি। আমাদের পদে পদে খেয়াল রাখতে হবে, এসব আহকামের দুনিয়াবি, সামাজিক ও ব্যক্তি গঠনের যে দর্শন আর ফায়দা আছে, তা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা। কিন্তু রমজানের এসব ব্যাপক উপকারিতা ও উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কিছু সঙ্গত কারণ আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। এক শ্রেণির হা-ভাতে বনী আদম আছে, যারা এ মাস যাতে যথার্থভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অতিবাহিত করতে না পারে, সেজন্য মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করে তাদের সমস্ত কূটবুদ্ধি দিয়ে। রোজাদারদের সঙ্গে তারা রীতিমতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাদের অনেকে আবার রোজাদারের ভান করেন, বাহ্যিক হজ ও সালাত আদায় করেন এবং তাদের বাসভবনে গরিব মানুষদের লাইন ধরিয়ে জাকাতদানের কসরত মহরতও করেন। অথচ জাকাত দান ও বণ্টনের আরও পরিচ্ছন্ন ও বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। আর এমন কতিপয় ব্যবসায়ী বণিকের হাতের কারসাজিতে বাজারে দাম বাড়ে হু হু করে, যত্রতত্র ছেয়ে যায় দুই নম্বরি মালামালে। ফলে, শুধু রোজাদার নয়, অন্য অধিবাসীদেরও এ মৌসুমে নাভিশ্বাস ওঠে

**লেখক : মনিরুল ইসলাম রফিক; অধ্যাপক, টিভি উপস্থাপক ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত খতিব**

# সবজির দরপতনে দিশাহারা কৃষক

ড. জাহাঙ্গীর আলম

বাজারে চালের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবজির দাম কমছে। গত আমন মৌসুমে চালের উৎপাদন কিছুটা কম হয়েছে। সবজির উৎপাদন হয়েছে বেশি। চাল সংরক্ষণশীল, পচনশীল নয়। দীর্ঘদিন মজুদ করে রাখা যায়। তাই কারসাজি করে এর দাম বাড়ানো যায়। কিন্তু সবজি পচনশীল। ২-৩ দিনের বেশি ধরে রাখা যায় না। তাই ব্যবসায়ীদের কারসাজি তেমন চলে না। উৎপাদন মৌসুমে বাজার সয়লাব হয়ে যায় রকমারি সবজিতে। ফলে মূল্য হ্রাস পায়।

গত পঞ্জিকা বর্ষে দীর্ঘতম খরা, পরবর্তী বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে শাক-সবজির উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল মূল্য। পরে কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আশানুরূপ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এখন সবজির ভরা মৌসুম। বাজারে শীতের সবজির বিপুল সমারোহ। হরেক রকম সবজির বৈচিত্র্যময় পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা। সরবরাহ বাড়ছে প্রতিদিন। ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে সবজির দাম।

এখন সব ধরনের সবজির দামই ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে এসেছে। বর্তমানে একটি ফুলকপির দাম ১৫-২০ টাকা। শিম ২০-২৫ টাকা কেজি। করলার কেজি ৫০-৬০ টাকা। এক কেজি মুলা বিক্রি হচ্ছে ১০-১৫ টাকায়। একটি লাউয়ের দাম ২৫-৩০ টাকা। টমেটোর কেজি নেমে এসেছে ২০ টাকায় এবং কাঁচা মরিচের কেজি ৪০ টাকায়। এক মাস আগে এগুলোর দাম ছিল দ্বিগুণের বেশি। এর কারণ ছিল সরবরাহ সংকট। এখন দরপতন ঘটেছে সবজির।

খামারপ্রান্তে এর দাম বাজার দরের অর্ধেকের কম। কৃষকদের অভিযোগ, সবজি বিক্রি করে উৎপাদন খরচও উঠে আসছে না। এই মূল্যবৃদ্ধি ও দরপতনের চালচিত্র হরহামেশাই আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত আমাদের জানা থাকা দরকার। দেখতে হবে বিভিন্ন সবজির উৎপাদন খরচ কত? কত এর গড় বিক্রয়মূল্য? আর তাতে কৃষকের লাভ কত? তাতে মৌসুমি মূল্যবৃদ্ধি ও দর পতনে ধৈর্যশীল হতে পারবেন আমাদের কৃষক ও ভোক্তাগণ। বিভিন্ন সবজির দামের ন্যায্যতা তারা অনুভব করতে পারবেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের উদ্যোগে সম্প্রতি বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ, এদের খামারপ্রান্তের বিক্রয়মূল্য, লাভ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে। এ গবেষণার একটি প্রধান অংশীদার প্রতিষ্ঠান ছিল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। ওই ইনস্টিটিউটের কৃষি অর্থনীতি বিভাগ সমীক্ষা পরিচালনা করছে সবজির উৎপাদন খরচ এবং এর লাভজনকতা নিয়ে। তারা যে তথ্য উপস্থাপন করেছে, তাতে দেখা যায় সবজির উৎপাদন লাভজনক। কিন্তু খামারপ্রান্তে এর লাভ কম। কারণ, এর ওপর যানবাহন ও বাজারজাতকরণ খরচ, মধ্যস্বত্বভোগীদের মুনাফা এবং পচনশীলতার আর্থিক ক্ষতি যোগ করে নির্ধারণ করা হয় খুচরা বিক্রয়মূল্য। সবজি একটি পচনশীল পণ্য। এর পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ। সে কারণে খুচরা পর্যায়ে সবজির দাম খামারপ্রান্ত থেকে বেশি। নিষ্ফল মৌসুমে সবজির দাম চড়া থাকে। তখন ভোক্তারা থাকেন হতাশার মধ্যে। আবার উৎপাদনের ভরা মৌসুমে ভোক্তারা থাকেন স্বস্তিতে। অস্বস্তিতে থাকেন উৎপাদনকারী কৃষক।

গত তিন বছর ধরে পেঁয়াজের উচ্চমূল্যে ভোক্তারা নাকাল। এর উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি প্রায় ২২ টাকা। খামারপ্রান্তে এর গড় মূল্য ৩০ টাকা। লাভ প্রায় ৮ টাকা প্রতি কেজি। খুচরা পর্যায়ে এর দাম হতে পারে ২৫-৩০ শতাংশ। অপচয়সহ সর্বোচ্চ প্রায় ৫০-৫৫ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হলেও এর গড়মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৫০-৫৫ টাকা কেজি। সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের দামে ধারাবাহিক উল্লম্ফন এবং পরপর দুই বছর ডাবল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি হাঁকানোর বিষয়টি উদ্বেগজনক। দুই বছর আগে এবং এ বছর আলুর উচ্চ মূল্যের বিষয়টিও এখানে উল্লেখযোগ্য। উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে এবং সংরক্ষণ ও বিপণন খরচ যোগ করে আলুর সর্বোচ্চ মূল্য হতে পারত ৩৫-৪০ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আলু আমদানি করা হলেও এর গড়মূল্য দাঁড়ায় ৩৫-৪০ টাকা।

অথচ এবারের নিষ্ফল মৌসুমে ভোক্তাদের মূল্য দিতে হয়েছে প্রতি কেজি ৭০/৮০ টাকা। এটি ব্যবস্থাপনা সমস্যা। এতে ব্যবসায়ীদের কারসাজি আছে। এখানে সিন্ডিকেট ক্রিয়াশীল। এ সিন্ডিকেটের অতি মুনাফা আদায়ের কারসাজিকে অকার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ ছিল অপর্যাপ্ত। ফলে এ সংকট প্রলম্বিত হয়েছে। তাতে ভোক্তারা ঠকেছে। এখন আবার আলু/পেঁয়াজের ভরা মৌসুমে খামারপ্রান্তে মূল্য কমে গেছে। তাতে উৎপাদক কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আলু খাদ্যশস্যের অন্তর্ভুক্ত। পেঁয়াজ মসলা জাতীয় ফসল। এগুলো সবজিরও অন্তর্ভুক্ত। চাহিদার তুলনায় কম উৎপাদন, আমদানির অনিশ্চয়তা, অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি ও বাজারে সরবরাহ-সংকটের কারণে এ দুটো পণ্যের দাম অনেক সময় হয়ে পড়ে আকাশচুম্বী। খুচরা মূল্যের সঙ্গে যৌক্তিক মূল্যের ব্যবধান হয় অনেক বেশি।

পণ্যমূল্যের অস্থির অবস্থায় কৃষক ও ভোক্তাদের পথনির্দেশ করতে পারে পণ্যের উৎপাদন খরচ ও সরকার নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্য। উৎপাদন খরচের সঙ্গে কৃষকের লাভ, মধ্যবর্তী বাজারজাত খরচ ও মুনাফা যোগ করে বাজারজাতকরণের বিভিন্ন ধাপে নির্ধারণ করা হয় পণ্যের যৌক্তিক মূল্য। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি মূল্যের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারজাত খরচ ও মুনাফা যোগ করা হয়। বাজারে পণ্য সরবরাহ কম হলে যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে খুচরামূল্য বেশি হয়। আবার উৎপাদন মৌসুমে পণ্য সরবরাহ বেড়ে গেলে যৌক্তিক মূল্যের চেয়েও কমে যায় খুচরা মূল্য। পণ্যের নিষ্ফল মৌসুমে যখন বাজারে দাম চড়া থাকে, তখন যৌক্তিক মূল্যের কথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু যখন বাজারে দাম কম থাকে, তখন যৌক্তিক মূল্যের কথা বলতে তেমন শোনা যায় না। বর্তমানে বাজারে সবজির দাম খুবই নেমে গেছে। ক্ষেত্র বিশেষে তা যৌক্তিক মূল্যের অনেক কম। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষক।

উদাহরণস্বরূপ, ফুলকপি ও বাঁধাকপির প্রতি কেজি উৎপাদন খরচ এবার কমবেশি ১০ টাকা। এর সঙ্গে ন্যূনতম বিশ শতাংশ মুনাফা যোগ করে খামার প্রান্তে এর যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিত অন্তত ১২ টাকা কেজি। কিন্তু গ্রামের কৃষক এখন ৫ টাকাও পাচ্ছেন না। এবার আলুর উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি সাড়ে ১৭ টাকা। তার সঙ্গে কৃষকের লাভ যোগ করে এর প্রতি কেজি যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিত ২০ টাকা। অথচ খামার প্রান্তে এখন তা বিক্রি হচ্ছে ৭/৮ টাকা কেজি। ফেসবুক পেইজ ‘কৃষকের কৃষি ভুবনে’ (গ্রুপ সদস্য সংখ্যা ১৯.৬ হাজার) পোস্ট করা এক মন্তব্যে কৃষক মো. সাকিল খান লিখেছেন, ‘২০২৫ সাল ইতিহাস হয়ে থাকবে কৃষকের লোকসানের বছর হিসেবে। পেঁয়াজ, আলু, বেগুন, ফুলকপিসহ সব ধরনের পণ্য বিপণনে কৃষকদের মাথায় হাত’। শুধু কথায় নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজেও প্রকাশ পাচ্ছে কৃষকদের ক্ষোভ। মূল্য ধসে বিক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষেতের মুলা/কপি সেনি-দা দিয়ে কুপিয়ে কেটে খেতেই মিশিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে গ্রামের কৃষকদের। কেবল বাংলাদেশেই নয়, উৎপাদন মৌসুমে ফসলের মূল্য হ্রাস পায় পৃথিবীর অনেক দেশেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো এত বেশি তলানিতে নামে না কোথাও। এত তীব্র অনুভূত হয় না কৃষকের বিলাপ।

বাংলাদেশের চাষকৃত সবজির সংখ্যা প্রায় ৯৫। প্রধান সবজির সংখ্যা ৩০-৩৫টি। মোট উৎপাদন এলাকা কৃষি বিভাগের তথ্য অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ১.১৬ মিলিয়ন হেক্টর। তাতে বছরে উৎপাদন হয় ২৪.১৭ মিলিয়ন টন সবজি। জনপ্রতি দৈনিক সবজি প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৯ গ্রাম। তবে বিবিএস প্রদত্ত তথ্য অনুসারে জনপ্রতি দৈনিক সবজি গ্রহণের পরিমাণ ২০২ গ্রাম (এইচআইইএস ২০২২)। এই দুই উৎসের পরিসংখ্যানের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনের তথ্য অতি মূল্যায়িত বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

পৃথিবীর ৩৫টি দেশে বর্তমানে বাংলাদেশের ফল ও সবজি রপ্তানি হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো– যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ইতালি ও অন্য ২৮টি দেশ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় শাকসবজির উৎপাদন ব্যয়বহুল। সে তুলনায় বাংলাদেশ থেকে সবজির আমদানি সুবিধাজনক। এক্ষেত্রে বিদেশী বাজারে বাংলাদেশী সবজি রপ্তানি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

তবে এর জন্য বিদেশী বাজার-চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে মানসম্মত সবজির নিরন্তর সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। সে লক্ষ্যে দরকার ভালো মানের সবজি উৎপাদন। চাই সংগ্রহোত্তর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ। এ ছাড়া বিদেশে সবজি পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত বিমান ও কার্গো স্পেস নিশ্চিতকরণের সঙ্গে এর ভাড়া হ্রাস করাও সবজি রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। সর্বোপরি যা প্রয়োজন, সেটি হলো বিদেশে বাংলাদেশী সবজির বাজার সম্প্রসারণের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা। সম্প্রতি বাংলাদেশে অর্গানিক সবজি আবাদ হচ্ছে।

বিদেশে এগুলোর বেশ কদর আছে। দেশের অভ্যন্তরেও এগুলোর চাহিদা আছে বেশ। সম্প্রতি ঢাকায় নিরাপদ সবজি বাজারজাতকরণের জন্য ফারমার্স মার্কেট চালু করা হয়েছে। তাতে অর্গানিক সবজির চাহিদা বাড়ছে। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী মিশনগুলো এর বাজারজাতকরণে ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে বিদেশী বাজার ও পণ্যমূল্য সম্পর্কে আমাদের রপ্তানিকারকদের নিয়মিত অবহিত রাখা প্রয়োজন। খাদ্য হিসেবে সবজির জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ সবজির পুষ্টিমান সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। সবজিতে আছে ভিটামিন ‘এ’ ও ‘সি’। আছে প্রোটিন। আছে ক্যালসিয়াম ও লৌহ। সবজি বিভিন্ন অনুপুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ। এটি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এর অভাবে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। দৈহিক বৃদ্ধি হয় ব্যাহত। ভিটামিন ‘এ’-র অভাবে রাতকানা, আয়োডিনের অভাবে গলগ- এবং আয়রনের অভাবে রক্তশূন্যতা ইত্যাদির প্রতিকার হচ্ছে খাবার হিসেবে সবজি গ্রহণ।

বাংলাদেশের চাষকৃত সবজির সংখ্যা প্রায় ৯৫। প্রধান সবজির সংখ্যা ৩০-৩৫টি। মোট উৎপাদন এলাকা কৃষি বিভাগের তথ্য অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ১.১৬ মিলিয়ন হেক্টর। তাতে বছরে উৎপাদন হয় ২৪.১৭ মিলিয়ন টন সবজি। জনপ্রতি দৈনিক সবজি প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৯ গ্রাম। তবে বিবিএস প্রদত্ত তথ্য অনুসারে জনপ্রতি দৈনিক সবজি গ্রহণের পরিমাণ ২০২ গ্রাম (এইচআইইএস ২০২২)। এই দুই উৎসের পরিসংখ্যানের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনের তথ্য অতি মূল্যায়িত বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।
পৃথিবীর ৩৫টি দেশে বর্তমানে বাংলাদেশের ফল ও সবজি রপ্তানি হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো– যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ইতালি ও অন্য ২৮টি দেশ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় শাকসবজির উৎপাদন ব্যয়বহুল। সে তুলনায় বাংলাদেশ থেকে সবজির আমদানি সুবিধাজনক। এক্ষেত্রে বিদেশী বাজারে বাংলাদেশী সবজি রপ্তানি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে এর জন্য বিদেশী বাজার-চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে মানসম্মত সবজির নিরন্তর সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। সে লক্ষ্যে দরকার ভালো মানের সবজি উৎপাদন। চাই সংগ্রহোত্তর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ। এ ছাড়া বিদেশে সবজি পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত বিমান ও কার্গো স্পেস নিশ্চিতকরণের সঙ্গে এর ভাড়া হ্রাস করাও সবজি রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। সর্বোপরি যা প্রয়োজন, সেটি হলো বিদেশে বাংলাদেশী সবজির বাজার সম্প্রসারণের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা। সম্প্রতি বাংলাদেশে অর্গানিক সবজি আবাদ হচ্ছে। বিদেশে এগুলোর বেশ কদর আছে। দেশের অভ্যন্তরেও এগুলোর চাহিদা আছে বেশ। সম্প্রতি ঢাকায় নিরাপদ সবজি বাজারজাতকরণের জন্য ফারমার্স মার্কেট চালু করা হয়েছে। তাতে অর্গানিক সবজির চাহিদা বাড়ছে। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী মিশনগুলো এর বাজারজাতকরণে ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে বিদেশী বাজার ও পণ্যমূল্য সম্পর্কে আমাদের রপ্তানিকারকদের নিয়মিত অবহিত রাখা প্রয়োজন। খাদ্য হিসেবে সবজির জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ সবজির পুষ্টিমান সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। সবজিতে আছে ভিটামিন ‘এ’ ও ‘সি’। আছে প্রোটিন। আছে ক্যালসিয়াম ও লৌহ। সবজি বিভিন্ন অনুপুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ। এটি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এর অভাবে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। দৈহিক বৃদ্ধি হয় ব্যাহত

# ভুলবশত আটটি বোমা ফেলল দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধবিমান, আহত ১৫

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** সামরিক মহড়ার সময় ভুলবশত বেসামরিক স্থানে আটটি বোমা নিক্ষেপ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধবিমান। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গতকাল বৃহস্পতিবারের এ ঘটনায় ১৫ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। দমকল বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সিউল থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পোচিয়ন শহরে বোমার আঘাতে বাড়িঘর ও একটি গির্জা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান বাহিনী জানিয়েছে, যৌথ ফায়ারিং মহড়ার সময় দুটি ওকেএফ-১৬ বিমান থেকে আটটি ৫০০ পাউন্ডের বোমা রেঞ্জের বাইরে পড়ে। স্থানীয় ৬৫ বছর বয়সী বাসিন্দা ওহ মং-সু বলেন, হঠাৎ একটি ফাইটার জেটের বিকট গর্জন শোনা গেল। তারপর একটি বিস্ফোরণ। আমি যখন ঘটনাস্থলে যাই, তখন সেখানে প্রায় চারটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, একটি নির্মাণ সাইটে যাওয়ার পথে গাড়িতে থাকা লোকজন বোমার আঘাতে আহত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গাড়ি থেকেও বের হতে পারেনি। আরেকজন গাড়ির বাইরে চোখ ঢেকে ছিলেন। বিমান বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, অস্বাভাবিক দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমরা দুঃখিত এবং আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সামরিক কর্মকর্তা জানান, পাইলট ভুল স্থানাঙ্কে প্রবেশ করায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুটি বিমান চারটি করে বোমা নিক্ষেপ করে এবং সবগুলোরই বিস্ফোরণ ঘটে। কারণ খুঁজে বের করতে মহড়া স্থগিত থাকবে।

## ৩ দিন ধরে পাকিস্তান-আফগান বাহিনীর সংঘর্ষ, উত্তেজনা তুঙ্গে

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** টানা তিন দিন ধরে সীমান্তে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। আফগান বাহিনীর আর্টিলারি শেলে পাকিস্তানের এক নাগরিক আহত হয়েছেন। সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাকিস্তানের প্রভাবশালী পত্রিকা ডনের অনলাইন প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বার্তাসংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তোরখাম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে টানা তিনদিন ধরে দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। এতে সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বেসামরিক সূত্র ডনকে বলেছে, আফগানিস্তান থেকে ছোড়া মর্টার শেলের ফলে বাছা মাইনার এলাকার বাসিন্দা ইশহাক খান আহত হয়েছেন। তবে তার অবস্থা গুরুতর নয়। সূত্রগুলো জানিয়েছে, ইশহাক খানকে প্রথমে তারা লান্দি কোটাল হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর তাকে পেশাওয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়। আফগানিস্তানের মর্টার শেলের হামলায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সূত্র নিশ্চিত করেছে।

## বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণের আহ্বান অ্যামনেস্টির

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** ইলেকট্রিক শক দেওয়ার সরঞ্জামের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী একটি আইনত বাধ্যতামূলক চুক্তির আহ্বান জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এই মানবাধিকার পর্যবেক্ষক সংস্থা জানিয়েছে, বিভিন্ন দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের জন্য 'সহজাতভাবে নির্যাতনমূলক' এই সরঞ্জাম ব্যবহার করছে। বিশেষ করে কারাগার, মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, অভিবাসী ও শরণার্থী ডিটেনশন সেন্টারসহ বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক শক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৪০টিরও বেশি দেশে পরিচালিত গবেষণার উপর ভিত্তি করে 'আমি এখনো রাতে ঘুমাতে পারি না - বৈদ্যুতিক শক সরঞ্জামের বিশ্বব্যাপী অপব্যবহার' শীর্ষক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। অ্যামনেস্টির সামরিক, নিরাপত্তা ও পুলিশিং ইস্যু গবেষক প্যাট্রিক উইলকেন বলেন, সরাসরি বৈদ্যুতিক শক সরঞ্জাম গুরুতর যন্ত্রণা, দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অক্ষমতা ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারের ফলে মৃত্যুও হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রজেক্টাইল ইলেকট্রিক শক ওয়েপনস (পিইএসডব্লিউ) ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নির্যাতিত ব্যক্তিকে নিশ্চল করে দিতে পারে। পিইএসডব্লিউ কখনো কখনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় বৈধ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে প্রায়শই এর অপব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে 'অপ্রয়োজনীয় ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার' এর অন্তর্ভুক্ত। উইলকেন বলেন, সরাসরি স্পর্শ করে এমন বৈদ্যুতিক শক সরঞ্জাম অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা উচিত এবং পিইএসডব্লিউ কঠোর মানবাধিকার-ভিত্তিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা উচিত। মানবাধিকারের স্পষ্ট ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বৈদ্যুতিক শক সরঞ্জামের উৎপাদন ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বব্যাপী কোনো প্রবিধান নেই। এই স্পষ্টতার অভাব আরও বেড়ে যায়, যখন পিইএসডব্লিউ নির্যাতন ও অন্যান্য দুর্ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। অ্যামনেস্টির মতে, পিইএসডব্লিউ'র আঘাত মাথার খুলি, চোখ, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ও অণ্ডকোষে প্রবেশ করে মারত্মক ক্ষত সৃষ্টি এবং সেইসঙ্গে পোড়া, খিঁচুনি, অ্যারিথমিয়া, অথবা অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের মত সমস্যা তৈরি করে। প্রাথমিক ও গৌণ আঘাতের উচ্চ ঝুঁকির কারণে পিইএসডব্লিউর ব্যবহার একটি উচ্চ সীমায় স্থাপন করা উচিত। এই সরঞ্জাম কেবল জীবনের জন্য হুমকি বা গুরুতর আঘাতের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা উচিত।

## হামাসকে 'লাস্ট ওয়ার্নিং' দিলেন ট্রাম্প

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের উদ্দেশ্যে 'লাস্ট ওয়ার্নিং' বা 'শেষ সতর্কতা' জারি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গাজায় আটক থাকা সকল ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিতে এবং গাজা ছেড়ে চলে যেতে হামাস নেতাদের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা ও বিবিসি-র প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যম বলছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় আটক থাকা সকল ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিতে হামাসের উদ্দেশ্যে "শেষ সতর্কতা" জারি করেছেন এবং ফিলিস্তিনি এই গোষ্ঠীটির নেতাদের গাজা উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, বন্দিদের মুক্তি না দিলে "চড়া মূল্য দিতে হবে"। একই পোস্টে তিনি লিখেছেন, "এটি আপনাদের জন্য শেষ সতর্কতা! (হামাসের) নেতৃত্বের এখনই গাজা ত্যাগ করা উচিত। আপনাদের জন্য এখনও সুযোগ রয়েছে।"

# দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধবিমান থেকে ভুলবশত ফেলা বোমায় বেসামরিক নাগরিক আহত



**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান বাহিনী গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, তাদের একটি যুদ্ধবিমান প্রশিক্ষণ মহড়ার সময় ভুলবশত নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে আটটি বোমা ফেলায় বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছে। সিউল থেকে এএফপি এ খবর জানায়। বিমান বাহিনী জানায়, 'একটি কেএফ-১৬ বিমান থেকে আটটি এমকে-৮২ সাধারণ বোমা অস্বাভাবিকভাবে নিক্ষেপ করা হলে, নির্ধারিত ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে গিয়ে পড়ে।' পরমাণু অস্ত্রধারী উত্তরের সাথে সুরক্ষিত সীমান্ত থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে পোচিওনে স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে (গ্রিনীচ মান সময় ০১০০ টায়) এই ঘটনা ঘটে। বিমান বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অনিচ্ছাকৃত বোমা নিক্ষেপের ফলে বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' ঘটনাটি তদন্তের জন্য একটি দুর্ঘটনা প্রতিক্রিয়া কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং 'ক্ষতিপূরণসহ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' বিমান বাহিনী জানিয়েছে, সামরিক জেটটি 'বিমান ও সেনা উভয় বাহিনীর অংশগ্রহণে একটি যৌথ লাইভ-ফায়ার মহড়ায় অংশগ্রহণ করছিল।' ইয়োনহাপ সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া গতকাল বৃহস্পতিবার পোচিওন-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথ লাইভ-ফায়ার মহড়া করছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় অগ্নিনির্বাপণ সংস্থা জানিয়েছে, 'দক্ষিণ কোরিয়া-মার্কিন যৌথ মহড়ার সময় একটি গ্রামে বোমাগুলো পড়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।' এর ফলে 'হতাহত এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অনেক বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছে,' এতে আরও বলা হয়েছে যে চারজন গুরুতর আহত হয়েছে এবং তিনজন সামান্য আহত হয়েছেন। বিবৃতি অনুসারে, একটি গির্জা ভবন এবং দুটি বাড়ির অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একজন স্থানীয় বাসিন্দা সাধারণ নাম পার্ক উল্লেখ করে ইয়োনহাপকে বলেন, দুর্ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে টেলিভিশন দেখছিলেন। প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটি প্রবীনদের আশ্রয় কেন্দ্র থেকেও দুর্ঘটনাটি আঘাৎ হানে। কেন্দ্রের পরিচালক, ইউ (সাধারণ নাম) ইয়োনহাপকে বলেন,'আকস্মিক বিস্ফোরণে ভবনটি কেঁপে ওঠে। জানালা ভেঙে যায় এবং আমাদের একজন শিক্ষক আহত হন এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।' তারা আরো বলেন, 'ভাগ্যক্রমে, প্রবীনদের কেউ হতাহত হয়নি, তবে তারা এতটাই ভীত ছিল যে আমরা তাদের সবাইকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

# ব্রিসবেনে আছড়ে পড়ছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'আলফ্রেড'

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনের দিকে প্রচন্ড বেগে ধেয়ে যাচ্ছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'আলফ্রেড'। স্থানীয় সময় আজ শুক্রবার রাতে ১৫৫ কিলোমিটার গতিতে উপকূলে আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড়টি। তবে এরইমধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ততম এবং জনবহুল শহর ব্রিসবেনে প্রবল বৃষ্টি ও প্রচন্ড ঢেউসহ উপকূলে আঘাত হানতে শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়ার সরকারি আবহাওয়া অধিদপ্তর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। অস্ট্রেলিয়ার গোল্ডকোস্ট থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি আজ এই খবর জানিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট শক্তিশালী গ্রীস্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় 'আলফ্রেড' অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর ব্রিসবেনের দিকে ধেয়ে আসছে। গত বুধবার সকাল থেকে কুইন্সল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় ঘূর্ণিঝড়টি। বিদ্যুৎ কোম্পানি 'সেনসিয়াল এনার্জি' জানিয়েছে, প্রবল বাতাসের ফলে প্রায় ৪ হাজার ঘরবাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সরকারি আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি রাতভর ধীরলয়ে কোরাল সাগরের দিকে অগ্রসর হওয়ার পর ব্রিসবেনের ২৮৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। প্রায় ৪০ লক্ষ উপকূলবাসী এই ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতের শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে ব্রিসবেনবাসী অন্ধকারে পড়তে পারে। অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া অধিদফতর বলছে, শুক্রবার গভীর রাতে কিংবা সকালের দিকে রাজধানী ব্রিসবেন ও পর্যটন শহর গোল্ডকোস্টে ঘন্টায় ১৫৫ কিলোমিটার গতিতে আঘাত হানতে পারে আলফ্রেড। আবহাওয়বিদ সারাহ স্কুলি এএফপি'কে জানিয়েছেন, 'আমরা ইতোমধ্যে উপকূলবাসীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছি। তিনি বলেছেন, যদি এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে তাহলে অস্ট্রেলিয়ার ৫০ বছরের ইতিহাসে এটাই হবে প্রথম বড় ধরণের ঝড়।' ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ব্রিসবেন শহরে ঝড়ো বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর কারণে দক্ষিণ-পূর্ব কুইন্সল্যান্ড এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের উত্তরে জনবহুল বেশ কয়েকটি উপশহরের কয়েক হাজার বাড়ি ঝুঁকিতে রয়েছে। সমুদ্র উপকূলীয় শহরের অসংখ্য বাসিন্দা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, তার সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জনগণকে নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত। তিনি উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের সাহসিকতার সাথে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। উল্লেখ্য, ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় সর্বাধিক প্রবাসী বাংলাদেশিদের বসবাস। তবে বেশিরভাগ প্রবাসী শহরের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি থাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

# বিনোদন



## শারীরিক নির্যাতন করত বাবা : ঋতাভরী

**বিনোদন ডেস্ক :** বরাবরই মা-বাবার সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী। যখন অভিনেত্রীর বয়স মাত্র চার, তখন আলাদা হয়ে যান বাবা উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ও মা শতরূপা সরকার। সম্প্রতি এক পডকাস্টে বাবা ও মায়ের মধ্যে হওয়া সেই ঝামেলা, এমনকী নিজের গায়েও উৎপলেন্দুর হাত তোলা নিয়ে কথা বলেন ঋতাভরী। সেই পডকাস্টে ঋতাভরী বলেন, 'আমার বায়োলজিক্যাল বাবা, আমি তখন এতটাই ছোট, তখন বয়স ওই ৩-৪ হবে, মায়ের ভাষায় ওইটুকু বাচ্চার গায়ে জায়গা কোথায় মারবার? সেটা করা থেকেও যখন উনি বিরত থাকতে পারলেন না, তখন মাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মাকে বেরিয়ে আসতে হয়। আমার দাদু-দিদা ভীষণভবে সাপোর্ট করেছিলেন।' ঋতাভরী বলেন, 'আমার মা বারে বারে বেরিয়ে আসতেন। আমার বাবা আবার এসে ক্ষমা চাইতেন। মা ভালো তো বাসত, মনে করতেন হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার শুধরে যাবে। কিন্তু সেটা হত না। আবার যেই কে সেই। উনি ছিলেন ক্রনিক অ্যালকোহলিক।

ওই জন্য মদ নিয়ে, আমার বিশাল একটা সমস্যা আছে। যে কোনো পার্টিতে যখন হুস্কির আসরটা শুরু হয় না, আমি নিজেকে আসতে আসতে গুটিয়ে নেই। এখনও সহ্য করতে পারি না। ওই অ্যালকোহল ট্রমাটা আমার কাছে এখনও খুব স্ট্রং। ওই গন্ধটাই কোথাও পেলে আমার খুব অস্বস্তি হয়।' এদিকে এই পডকাস্টের ভিডিওতে এক বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন এক নেটিজেন। লেখেন, 'তোমার মা দ্বিতীয় বউ ছিলেন'। আর তা চোখে পড়তেই কড়া জবাব দেন ঋতাভরী। তিনি সেই কমেন্টের জবাবে লেখেন, 'সেটা কি ওকে অধিকার দিয়েছিল আমার মা বা আমাদের ওপর অত্যাচার করার? এই যুক্তিগুলো কোনোদিন বুঝব না।' এর আগে বাবা উৎপলেন্দু প্রসঙ্গে ঋতাভরী জানিয়েছিলেন, 'লোকটাকে চোখেই দেখিনি।





## 'আলো আসবেই' গ্রুপ নিয়ে সোহানা সাবার ভিডিও বার্তা

**বিনোদন ডেস্ক :** বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবে পরিচিত শিল্পী ও সাংবাদিকদের নিয়ে তৈরি হয় 'আলো আসবেই' নামের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ! যেই গ্রুপের উদ্দেশ্যে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া। আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সেই গ্রুপের একাধিক কথোপকথনের স্ক্রিনশট ফাঁস হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা যায়, একদল শিল্পী শিক্ষার্থীদের দমাতে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলছেন। পাশাপাশি তারা পতিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ নিয়েছেন। সেই দলেরই একজন ছিলেন অভিনেত্রী সোহানা সাবা। 'আলো আসবেই' গ্রুপের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। এই ঘটনায় চরম সমালোচনার মুখেও পড়েছিলেন এই অভিনেত্রী। তবে জুলাই-আগস্টের সেই উত্তাল সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও সেই গ্রুপ নিয়ে বেশ বিপাকেই আছেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি সোহানা সাবা জানালেন, 'আলো আসবেই' সেই গ্রুপ থেকে অটো ইনভাইটেশন যাচ্ছে। যা কোনোভাবেই বন্ধ করতে পারছেন না তিনি। ফলে নতুন করে আবারও বিপাকে পড়েছেন। গত বুধবার সন্ধ্যায় এক ভিডিও বার্তা সোহানা সাবা বলেন, 'আমার ফেসবুক থেকে অনেকের কাছে ইনভাইটেশন যাচ্ছে যে, আলো আসবেই গ্রুপের জন্য। এটা কীভাবে যাচ্ছে, আমি জানি না। আমাকে সাহায্য করুন, প্রথমে জানান আমি কীভাবে গ্রুপটা বন্ধ করতে পারি। ইনভাইটেশন যে যাচ্ছে, এটা আমি দিচ্ছি না, কিন্তু এটা যাচ্ছে।' উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর লক্ষ্যে তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত এবং সংসদ সদস্য ফেরদৌসের নেতৃত্বে 'আলো আসবেই' নামের ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়, যেখানে আওয়ামীপন্থি শিল্পী ও সাংবাদিকেরা যুক্ত ছিলেন। গ্রুপে ছিলেন- সোহানা সাবা, জ্যোতিকা জ্যোতি, অরুণা বিশ্বাস, ফেরদৌস ছাড়াও ছিলেন রিয়াজ আহমেদ, সুবর্ণা মুস্তাফা, আজিজুল হাকিম, স্বাগতা, শমী কায়সারসহ অনেকেই।

## যে কারণে শাহিদের সাথে বিচ্ছেদ হয়েছিলো কারিনার

**বিনোদন ডেস্ক :** বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর ও অভিনেতা শাহিদ কাপুর একটা সময় বলিপাড়ায় প্রেমের চর্চায় শীর্ষে ছিলেন। তাদের ঘনিষ্ঠতা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, ভক্ত-অনুরাগীরা তো বটেই–এমনকি পরিবারের লোকজনও সেই সম্পর্ককে পরিণতি পাবে বলেই ধরে নিয়েছিলেন। মূলত বিশেষ করে শাহিদ-কারিনার চুমুর একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই তাদের প্রেম আরও প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। তবে সেই রোম্যান্স বেশি দিন টেকেনি। কারণটা হয়তো আজও অনেকেরই অজানা। অবশ্য পরে বিভিন্ন সময় কারিনাকে এ বিষয়ে মুখ খুলতে দেখা গেছে। বলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যায় 'জব উই মেট'-এর শুটিং চলাকালীনই কারিনা আর শাহিদের বিচ্ছেদ ঘটে। তাদের ব্রেকআপের খবর ছড়িয়ে পড়লেও এতদিন এর আসল কারণ রহস্যই ছিল। কেউ-ই তখন বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যম কিংবা ঘনিষ্ঠজনদের কাছেও মুখ খুলেননি।



কারণটা অজানাই থেকে যায়। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কারিনা নিজেই জানালেন, কেন তাদের সম্পর্কের ইতি ঘটেছিল। যদিও তাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে, তবু অভিনেত্রীর শুভকামনা রয়ে গেছে সাবেক প্রেমিক শাহিদের প্রতি। আবার পতৌদি পরিবারের নবাব অভিনেতা সাইফ আলি খানের সঙ্গে বিয়ের পর কারিনা কাপুর শাহিদ প্রসঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে পড়েন। অতীত নিয়ে কথা বলা তিনি মোটেও পছন্দ করেন না। আর সে কারণে বিভিন্ন জায়গায় শাহিদ প্রসঙ্গ এড়িয়েই চলতেন অভিনেত্রী। তবে এবার সেই নীরবতা ভাঙলেন কারিনা কাপুর। কারিনা বলেন, শাহিদ বন্ধুর মতো ভালো ছিলেন। তবে তার ইগো ছিল অনেক বেশি।

## 'ডন ৩'র প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন কিয়ারা

বিয়ের পর থেকেই বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানির বৃহস্পতি তুঙ্গে! একের পর এক হিট সিনেমা উপহার দিয়ে বলিউডের ডাকসাইটে পরিচালক, প্রযোজকদের প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠেছেন তিনি। এ কারণে ফারহান আখতারের 'ডন ৩'তে প্রধান অভিনেত্রীর চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব গিয়েছিল কিয়ারার কাছে। তবে অভিনেত্রী সম্প্রতি মা হওয়ার ঘোষণা করেছেন। এবার শোনা গেল, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণেই নাকি সিনেমাটির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। বলিউডের নামকরা সব নায়িকাদের টেক্কা দিয়ে 'ডন ৩' সিনেমাতে রণবীর সিংয়ের বিপরীতে নায়িকার চরিত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কিয়ারা। অভিনেত্রীর ভক্তরাও মুখিয়ে ছিলেন তাকে 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে দেখার জন্য। বলিউড সূত্রের খবর, কিয়ারা বর্তমানে 'টক্সিক' এবং 'ওয়ার ২' সিনেমার শুটিং শেষ করতে ব্যস্ত। এরপরই মাতৃত্বকালীন বিরতি নিতে চাইছেন অভিনেত্রী। কারণ প্রেগন্যান্সি পর্বটা তিনি পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে চান। আর অভিনেত্রীর সিদ্ধান্তকে সসম্মানে মেনে নিয়েছেন নির্মাতারা। এদিকে ইতোমধ্যেই 'ডন ৩'র জন্য নতুন নায়িকা খোঁজা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৬ সালে 'ধুম ৪'র শুটিং শুরু করবেন কিয়ারা। এর মাঝেই তার সন্তান আসতে চলেছে। সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডের এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক ফারহান আখতার জানিয়েছিলেন, চলতি বছরের শেষের দিকেই রণবীর সিংকে নিয়ে 'ডন ৩'র কাজ শুরু করবেন। খলনায়কের ভূমিকায় থাকছেন বিক্রান্ত মাসে। এবার শোনা যাচ্ছে, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় কিয়ারা এই প্রজেক্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাই এবার কোন নায়িকাকে দেখা যাবে এই চরিত্রে? সবার নজর থাকবে সেদিকে। প্রসঙ্গত, ফারহান আখতার পরিচালিত 'ডন ৩' সিনেমাটি নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। নিত্যনতুন আপডেট আসছে। এবার শোনা গেল, রণবীর সিংয়ের 'ডন' সিনেমাতে নাকি আগের দুই সিনেমার থেকে আরও বড় চমক থাকবে। আপাতত সিনেমার কাস্টিং চলছে। প্রি প্রোডাকশনের কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে পয়লা ঝলকে 'ডন' অবতারে ধরা দিয়েছিলেন রণবীর সিং। কিন্তু দর্শকদের নজর কাড়তে 'অপারগ' হয়েছেন তিনি!

## কার বুকে মাথা রাখলেন পরীমণি?

**বিনোদন ডেস্ক :** আবারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংবাদের শিরোনামে ঢাকাই সিনেমার আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমণি। গত মঙ্গলবার রাতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি প্রকাশ করেন তিনি। যেখানে 'ভালোবাসার মানুষের' বাহুডোরে দেখা মেলে এই অভিনেত্রীর। সেই ছবি পোস্ট করে জীবনে নতুন করে বসন্তের আগমনী বার্তা দেন পরীমণি। যা মুহূর্তের মধ্যেই নেটদুনিয়ায় ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সেই ছবিতে ভালোবাসার মানুষকে প্রকাশ্যে আনেননি অভিনেত্রী। কেবল হাতটাই দেখা গেছে। তবুও ভক্তদের চোখ থেকে যেন আড়াল করতে পারেননি। অনেকেই পরীর পাশে থাকা মানুষকে সংগীতশিল্পী শেখ সাদী বলে দাবি করছেন। এর কারণ হিসেবে এই গায়কের ব্যবহৃত হাতঘড়ির সঙ্গে পরীমণির পাশে থাকা পুরুষের হাতঘড়ির মিল খুঁজে পাচ্ছেন।



এছাড়াও সম্প্রতি সময়ে শেখ সাদীর সঙ্গেই পরীমণির প্রেমের গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে শোবিজাঙ্গনে। যে কারণে ভক্তরাও দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে গত বুধবার রাত থেকেই ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ, পেইজে নেটিজেনরা শেখ সাদী ও পরীমণির 'ভাইরাল' সেই ছবি নিয়ে একের পর এক স্ট্যাটাস দিচ্ছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, শেখ সাদীকে আর আড়ালে রাখতে পারলেন না পরীমণি। কেউ আবার, পরীমণি-সাদীর প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন। বিষয়গুলো পরী নিজেও হয়তো খেয়াল করেছেন। যে কারণে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালের আলো ফোটার আগেই সেই ছবি ফেসবুক থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। উল্টো নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে একটি গাঁদা ফুলের ছবি প্রকাশ করে ক্যাপশনে পরী লিখেছেন, গাঁদা ফুল ভুলে গাধা হয়ে গেছিলো ভাইইই....! প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সময়ে তরুণ গায়ক শেখ সাদীর সঙ্গে পরীমণির প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত একে অন্যেকে ইঙ্গিত করে ফেসবুকে বিভিন্ন পোস্ট দিচ্ছেন। একজন অপরজনের পোস্ট শেয়ার করছেন। সেখানেও নানা খুনসুটিতে মেতে উঠছেন। সাদীকে নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে পরী বলেছেন, 'সাদী আমার জীবনে একটা জাদুর মতন! আমি মন খুলে যার সাথে নিজের কথাগুলো বলতে পারি। জীবনে খারাপ সময়ে যে পাশে থাকে, আগলে রাখে, সে তো জীবনের আশীর্বাদ হয়ে আসে। ও ঠিক তা-ই আমার কাছে।' দুজনকে নিয়ে যখন নানা গুঞ্জন ডালপালা মেলেছে, তখন পরীমণির ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ছবি ভক্তদের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই তারকা জুটি লুকিয়ে চুটিয়ে প্রেম করছেন, এমনটাও মন্তব্য করেছেন অনেকে।

## বিচ্ছেদ হলো তামান্না-বিজয় জুটির

**বিনোদন ডেস্ক :** বলিউডের জনপ্রিয় তারকা তামান্না ভাটিয়া বিচ্ছেদের পথেই হাঁটছেন। আরেক তারকা বিজয় ভার্মার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের বিচ্ছদের হয়েছে। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দুজন দুজনের সব ছবি ডিলিট করে দিয়েছেন। পিঙ্কভিলার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কয়েক সপ্তাহ আগেই তামান্না ও বিজয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত জীবনের এই সিদ্ধান্ত তাঁদের পেশাদার সম্পর্ক বা বন্ধুত্বে কোনও প্রভাব ফেলেনি। বিচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি, আর এই প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও



প্রতিক্রিয়াও দেননি তাঁরা। তামান্না ও বিজয়ের সম্পর্ক নিয়ে চর্চা শুরু হয় ২০২৩ সালে, যখন লাস্ট স্টোরিজ ২ মুক্তির আগে গোয়ায় নববর্ষ উদযাপনের সময় তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়। সুজয় ঘোষের পরিচালিত এই অ্যান্থলজি সিনেমাতেই প্রথমবার স্ক্রিন শেয়ার করেন তাঁরা। কাজের সূত্রেই তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং প্রেমের গুঞ্জন শুরু হয়। বেশ কিছুদিন জল্পনার পর ফিল্মি কম্প্যানিয়ন জুনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন তামান্না। এরপর থেকেই একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানোর নানা মুহূর্ত উঠে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। একে অপরের পোস্টে কমেন্ট থেকে শুরু করে একসঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া, তাঁদের রসায়ন নজর কেড়েছিল ভক্তদের।

রাঙামাটির পাহাড়ে চাষ করা আনারস বিক্রি হচ্ছে রংপুরের বাজারে। পশ্চিম খাসবাগ, রংপুর।

# কাহারোলে হিমাগারগুলিতে স্লিপ সংকটে বিপাকে আলু চাষিরা

**কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি :** দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় ২টি হিমাগার রয়েছে। স্লিপ সংকটে পড়েছেন উপজেলার আলু চাষিরা। জমি থেকে আলু তোলার সময় হিমাগারে স্লিপ পাচ্ছে না আলু চাষিরা। বাজারে আলুর দরপতন ঠেকাতেও এবং আগামী মৌসুমের জন্য বীজ আলু সংরক্ষণ করতে চাইলে মজুদদার ও ব্যবসায়িদের দৌরাত্মে প্রকৃত কৃষকে আলুর স্লিপ থেকে বঞ্চিত করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার হাটিয়ারি গ্রামের কৃষক উজ্জ্বল জানান, এবার তিনি ১ একর জমিতে আলু চাষ করেছেন কিন্তু হিমাগারে আলু রাখার জন্য ১০০ বস্তা স্লিপ চেয়েছিলেন এজেন্টের নিকট কিন্তু ৩০ বস্তার স্লিপ দিয়েছেন। একই গ্রামের কৃষক সুকুমার বলেন, স্লিপের জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছি ২০টি বস্তা স্লিপ পেয়েছি কবে হিমাগারে আলু দিতে পারব তা এখনও হিমাগার কর্তৃপক্ষ জানাননি। আলুর স্লিপ না পাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে কম দামে আলু চাষিরা তাদের আলু বিক্রি করছে।

কৃষকরা বলছেন, স্লিপ না পাওয়ার কারণে কম দামে আলু বিক্রি করে লোকসান হচ্ছে। কাহারোল উপজেলায় ২টি হিমাগার রয়েছে। একটি রয়েছে বটতলা রামপুরে তার ধারণ ক্ষমতা ১ লক্ষ ৫০ হাজার বস্তা। গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শাহী হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার বস্তা। অপরদিকে ১০ মাইল পূর্ব সাদীপুর এলাকায় অবস্থিত রাহবার এর ম্যানেজার জানান, তাদের হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা ২ লক্ষ ৫০ হাজার বস্তা। গতকাল পর্যন্ত আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার বস্তা। কাহারোল উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে ৪ হাজার ৪০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করা হয়েছে।

## দুই টুকরা কমলা খাওয়ায় এতিম শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে জখম করলো শিক্ষক

**কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি :** মাথুরাপুর আদর্শ এতিম খানায় ইফতারির অবশিষ্ট দুই টুকরো কমলা খাওয়ার অপরাধে মোহাম্মদ সাগর (১৬) নামের এক শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে জখম করেছে শিক্ষক ইমরান হাওলাদার। গত বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সাগরের বাড়ি উপজেলার রাউতাইল এলাকায়। সে এতিম খানায় আবাসিক শিক্ষার্থী। পরে মারপিটের বিষয়টি জানতে পেয়ে পরিবারের লোকজন সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিকে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত শিক্ষক ইমরান হাওলাদার পলাতক রয়েছে। মোহাম্মদ সাগরের পিতা বেঁচে নেই। ফলে মা মধুমালা খাতুন ছোট বেলা থেকেই পাশ্ববর্তি মাথুরাপুর আদর্শ এতিম খানায় আবাসিকে রেখে ছেলেকে পড়াশুনা করাতেন। পরের বাড়িতে কাজ করে ও মানুষের থেকে সহযোগীতা নিয়ে ছেলের লেখাপড়া করার খরচ জোগাড় করতো। এতিম খানার ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সাগর গত সোমবার অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে ইফতার করে। এরপর এতিমখানার ডাইনিংয়ে দুই টুকরো কমলা অবশিষ্ট ছিল। পরে সাগর ওই কমলা খেয়ে ফেলে অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে। এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থী সহকারী শিক্ষক ইমরান হাওলাদারকে বলে সাগর চুরি করে কমলা খেয়েছে। গত বুধবার সকালে সাগরের আবাসিকের কক্ষে গিয়ে দুই টুকরো কমলা চুরি করে খাওয়া হয়েছে অভিযোগ করে সহকারী শিক্ষক ইমরান হাওলাদার কাঠ দিয়ে মোহাম্মদ সাগরকে বেধড়ক মারপিট করে। কিছুক্ষণ পর সে মাদরাসা থেকে বেরিয়ে বাড়িতে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়। তখন পরিবারের সদস্যরা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। তখনই এতিমখানা থেকে পালিয়ে যায় শিক্ষক ইমরান হাওলাদার। পলাতক থাকায় এতিমখানায় গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক আশিফা আশরাফী আইভি বলেন, সাগরের শরীরে মারপিটের অসংখ্যক চিহ্ন রয়েছে। শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক না হলেও তাকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি জেনেছি। সাগরকে মারপিটের বিষয়ে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। সাগরের মা সধুমালা খাতুন বলেন, খুব কষ্ট করে মানুষের কাছে সহযোগীতা নিয়ে ছেলেকে পড়াশুনা শেখাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার ছেলেকে খুব মারপিট করেছে স্যার। মারতে কোন জায়গা বাকি রাখেনি। ওরা আমার সন্তানকে নির্মম ভাবে মারপিট করেছে বলে কাদতে থাকেন। তবে এতিম খানার প্রধান শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের কোন শিক্ষক ইমরান হাওলাদারকে পালাতে সহযোগীতা করেনি। অভিযুক্ত এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। একজন এতিম শিশুতে সে এভাবে মারপিট করতে পারে না।

পবিত্র রমজান মাসের শুরুর দিকেই জমে উঠতে শুরু করেছে পোশাকের দোকানগুলো। গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

## পটুয়াখালীতে আগুনে পাঁচটি বাসাসহ দুইটি দোকান পুড়ে ছাই

**পটুয়াখালী প্রতিনিধি :** পটুয়াখালীতে আগুন লেগে পাঁচটি বাসাসহ দুইটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর রাত পৌনে ৫টার দিকে পটুয়াখালী পৌর শহরের জুবিলী স্কুল সড়কে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পটুয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মো. নাসির উদ্দিন। তিন বলেন, অনুমানি ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। পটুয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টায় আগুন পুরপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। তাদের সঙ্গে সহায়তা করেন সদর থানা পুলিশ, আনসার ভিডিপি, রেড ক্রিসেন্ট ও ফায়ার সার্ভিসের স্বেচ্ছাসেবক দল। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে রয়েছেন জয়ন্ত রায় (৩০), নির্মল কর্মকার (৬০), রিপন কর্মকার (৪৬), ধিমান কর্মকার (৫১), বাবুল চন্দ্র শীল (৫০) ও বিকাশ চন্দ্র দাস (৪৫)। এছাড়া, আগুনে নিকুঞ্জ সোনা ঘর ও শ্যামল আর্ট নামে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুজন কুমার দাস বলেন, মুহূর্তের মধ্যেই আগুন সবকিছু পুড়িয়ে দেয়। ফায়ার সার্ভিস দ্রুত আসায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে, নাহলে শহরের আরও অনেক বাসাবাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হইতে। ক্ষতিগ্রস্ত বাবুল চন্দ্র শীলের কন্যা অর্পিতা রানী শীল বলেন, 'আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। এই আগুন আমাদের স্বপ্ন, আশ্রয় সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। এখন কীভাবে ঘুরে দাঁড়াব, সেটাই বুঝতে পারছি না।' পটুয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার দেওয়ান মোঃ রাজিব বলেন, ' প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুতের সট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট ৪০ মিনিটের মতো সময় লেগেছে।

## দৌলতপুরে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ইফতার সামগ্রী বিতরণ

**দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি :** অসহায়দের সিয়াম সাধনা ভাবনাহীন করতে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। গত বুধবার সকালে দৌলতপুরের বিডিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অসহায় পরিবারের সদস্যদের মাধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেন ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্টরা। এসময় দৌলতপুর উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রধান শিক্ষক মোঃ ইয়াকুব আললীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়সাল আহমেদ, উপস্থিত ছিলেন বিডিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর সহকারী শিক্ষক জিল্লুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দৌলতপুরের সদস্য সচিব আব্দুল হালিম আকাশ, দৌলতপুর সাংবাদিক ফোরামের কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক তাশরিক সঞ্চয়, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চলতি ইফতার বিতরণ প্রকল্পের খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি মাসুম বিল্লাহ, একই প্রকল্পের দৌলতপুর প্রতিনিধি সামিউল ইসলাম সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ইফতার সামগ্রী বিতরণ শেষে রমজানের পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করেন হাফেজ মোঃ নাহিদ হাসান। শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে দোয়া কামনা করা হয়।

## চাঁদপুরে কুখ্যাত গরুচোর ১৩ মামলার আসামি বেজি সুজন গ্রেপ্তার

**চাঁদপুর প্রতিনিধি :** চাঁদপুরের মতলব উত্তর থানা পুলিশের অভিযানে কুখ্যাত গরুচোর ১৩ মামলার আসামি বেজি সুজন গ্রেপ্তার হয়েছে। ০৫/০৩/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মুহাম্মদ আব্দুর রকিব, পুলিশ সুপার, চাঁদপুর সার্বিক দিক নির্দেশনায় মোঃ রবিউল হক, অফিসার ইনচার্জ, মতলব উত্তর থানা, চাঁদপুর এর তত্ত্বাবধানে অত্র থানায় কর্মরত এসআই(নিঃ) মোঃ জাফর আহমেদ ও এসআই নিঃ মোঃ খুরশীদ আলম সংগীয় অফিসার ও ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে জিআর-৪৩/২৪ (মতলব উত্তর) এর গ্রেফতারী পরোয়ানাভুক্ত আসামী মোঃ সুজন প্রকাশ বেজি সুজন (৪০) পিতা- মোঃ ওমর আলী মিস্ত্রি, সাং- আদুরভিটি, থানা- মতলব উত্তর, জেলা- চাঁদপুরকে গ্রেফতার করেন।

## ইসলামপুরে মরিচের বাম্পার ফলনেও কৃষকরা হতাশ

**জামালপুর প্রতিনিধি :** জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন চরাঞ্চলে মরিচের বাম্পার ফলন হয়েছে। তবে মরিচের কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয় মরিচ চাষিরা হতাশায় ভুগছেন। গত বছর লাভের মুখ দেখলেও এ বছর লোকসান গুনতে হবে বলে আশঙ্কা করছেন মরিচ চাষিরা। উপজেলার গোয়ালেরচর, চরগোয়ালিনী, চরপুটিমারি, গাইবান্ধা, সাপধরী, চিনাডুলী ও বেলগাছা ইউনিয়নে বেশি মরিচ চাষ হয়েছে। এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় মরিচের বাম্পার ফলন হয়েছে। তবে বাজার মূল্য কম থাকায় উৎপাদন ব্যয় ওঠা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছে কৃষকরা। যমুনার সাপধরি দ্বীপচরের আব্দুর রহিম কৃষক ফজল ও গোলাপ আলী জানান, এবার মরিচের ফলন অনেক ভালো। তেমন শীত না হওয়ায় মরিচ গাছ মরেনি। এছাড়া এবার রোগবালাই ও পোকামাকড়ও আক্রমণ করেনি। কৃষি অফিসের পরামর্শে রোগবালাই দমনের জন্য সব ধরনের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফলন ভালো হলেও বাজারে মরিচের দাম কম। গুঠাইল হাটের মরিচ ব্যবসায়ী মিষ্টার আলম বলেন মরিচের আমদানি বেড়ে গেছে এতে দাম কমে গেছে।মরিচ চাষি ওয়াহেদ জানান, এবছর কাঁচা মরিচ বিক্রি করতে পারি নাই দাম না থাকায়, প্রতিবছরে কাঁচা মরিচ বিক্রি করি কিন্তু এবছর কাঁচা মরিচ প্রাইকারি ১৫/২০ টাকা কেজি খুচরা ২০/২৫ টাকা এবং মণ প্রতি বিক্রি ৬০০/৭০০ টাকা যে টাকা মরিচ বিক্রি করি সেই টাকা মরিচ তোলা শ্রমিক দের দিতেই টাকা শেষ, সেইজন্য কাঁচা মরিচ বিক্রি না করে শুট মরিচ বিক্রির পরিকল্পনা করছি যাতে লাভবান হতে পারি। ইসলামপুর উপজেলা কৃষি অফিসার এএলএম রেজুয়ান বলেন, আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় মরিচের বাম্পার ফলন হয়েছে তবে দাম নিয়ে হতাশ কৃষক, আমরা কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আসছি, তারা আমাদের পরামর্শ নিয়ে দেশি বালিঝুড়ি সহ বিভিন্ন হাইব্রিড প্রজাতীর মরিচ চাষ করে বাম্পার ফলন পাচ্ছে চাষীরা।

# কালীগঞ্জে সরকার প্রদত্ত নলকূপে পানি কম উঠার অভিযোগ

**কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি :** ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় সাবমারসিবল পাম্প স্থাপনে কাঙ্ক্ষিত পানি না পাওয়ার অভিযোগ তুলছে স্বয়ং উপকার ভোগীরা।বর্তমানে কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সাবমারসিবল পাম্পে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করছে এ সি আই কোম্পানির(এসিআই-৩ কিউএম-১.০-৩/১৪)সাবমার-সিবল মোটর। ১ হরর্স পাওয়ার এ মোটরে ০.৭৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পূর্ণ হওয়ার পরও নেই পানির ফোর্স বা গতি। যে কারণে কাঙ্ক্ষিত পানি পাচ্ছে না উপকার ভোগীরা। একই সাথে নতুন স্থাপিত এই পাম্প গুলোর পানিতে রয়েছে গোবরের গন্ধ। ফলে ওই পানি ব্যবহারে রয়েছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি। পাম্প স্থাপনের সময় সিডিউলে ভেন্টানাইট পাউডার ব্যবহারের কথা থাকলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান তা না করে উপকার ভোগীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত কাঁচা গোবর নিয়ে তা নলকূপ উপস্থাপনে ব্যবহার করছেন। উপকারভোগীদের অভিযোগ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কারসাজি এবং উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের গাফলতিতে নিম্নমানের মোটর ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহারের কারণে এমনটি ঘটছে। আর এসব দেখভাল করার দায়িত্বে থাকা কালীগঞ্জ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী জেসমিন আরা সবকিছু জেনে নিশ্চুপ। সমগ্রদেশ নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ১৩২ টি সাবমারসিবল যুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে কালীগঞ্জ উপজেলায়। এ উপজেলায় চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখ থেকে সাবম-ারসিবল স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ভুক্তভোগীরা জানান,আমি সরকারের ভর্তুকি দেওয়া একটি সাবমার-সিবল পাম্প নিয়েছি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর ঠিকাদার আমার বাড়িতে পাম্পটি স্থাপন করে দিয়েছেন। পাম্প স্থাপনের সময় আমি প্রায় দুই ট্রলি কাচা গোবর মিস্ত্রিদের দিদয়েছিলাম পাইলিং করনের জন্য।পরবর্তীতে অনেকদিন ধরে পানিতে গোবরের গন্ধ ছিল। আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো,পাম্পটিতে যে পরিমাণ পানি ওঠার কথা সেই পরিমাণ পানি উঠছে না। আমার প্রতিবেশিদের একই গভীরতার সাবমারসিবল স্থাপন করা আছে ব্যক্তিগত ভাবে। সেখানে প্রচুর পানি উঠলেও আমার পাম্পে উঠছে না। অফিসে মৌখিক ভাবে জানানোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিয়ষটি আমলে নেয়নি। তবে পাম্প স্থাপনকারী মিস্ত্রীরা আমাকে বলেছেন,এ পর্যন্ত যতগুলো পাম্প স্থাপন করেছি সবগুলোর একই অবস্থা। আপনার ওখানে যে মোটর লাগানো হয়েছে সেটিতে সমস্যা থাকতে পারে।

গাছে ফুটে রয়েছে বসন্তের ফুল শিমুল। শাজাহানপুর, বগুড়া।

## সাপাহারের বাতাসে আমের মুকুলের মৌ মৌ ঘ্রান, পরিচর্যায় ব্যস্ত বাগানিরা

**সাপাহার, নওগাঁ প্রতিনিধি :** সাপাহার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতের আম চাষে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে নওগাঁর বরেন্দ্র অঞ্চলের সাপাহার উপজেলা। দিন দিন এই অঞ্চলের আমের উৎপাদন বেড়েই চলেছে। চলতি মৌসুমে সাপাহার উপজেলায় গাছে গাছে সবুজ পাতার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে কৃষকের স্বপ্নের সোনালী আমের মুকুল। সাপাহারের আকাশে বাতাসে বইছে আমের মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ। আমের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে মুকুল পরিচর্যায় ব্যস্ততা বেড়েছে এই অঞ্চলের আম চাষে সম্পৃক্ত সকল আমচাষীদের। দেশের মোট উৎপাদিত আমের ৬০ শতাংশ আম এই জেলায় উৎপাদিত হয়ে থাকে। উৎপাদিত আম দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশ ও রপ্তানি হয়ে থাকে সুনামের সাথে। আমের মিষ্টতার সাধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এগিয়ে থাকায় আমের বানিজ্যিক রাজধানী হিসেবে সুপরিচিত এই অঞ্চল। সরেজমিনে,সাপাহার সদর ইউনিয়ন সহ তিলনা ,শিরন্টি ইউনিয়নের বেশ কিছু এলাকার আম বাগান ঘুরে দেখা গেছে ইতোমধ্যেই অধিকাংশ গাছে উঁকি দিতে শুরু করেছে আমের মুকুল। কিছু কিছু বাসা বাড়ির গাছেও দেখা গেছে আমের মুকুল। আম আমাদের দেশে মৌসুমি অর্থকারী ফল হিসেবে গুরুত্ব পেলেও বর্তমানে এটি শিল্পজাত পণ্য হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থান এবং আম চাষের উপযোগী আবহাওয়ার কারণে এই অঞ্চলে বেড়েছে আম উৎপাদন। এতে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে আম রপ্তানি হচ্ছে। সাপাহার সদর ইউনিয়নের মদনসিং গ্রামের আমচাষি আশরাফুল হক জানান এবছর ১৫০ বিঘা জমিতে বিভিন্ন জাতের আম চাষ করেছেন তিনি, অধিকাংশ বাগানে আমের মুকুল দেখা দিয়েছে মুকুল পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তিনি।

## রাণীনগরে গোয়াল ঘরের তালা কেটে গরু চুরি

**রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি :** নওগাঁর রাণীনগরে গোয়াল ঘরের তালা কেটে প্রায় দুই লাখ টাকা দামের দুইটি গরু চরির ঘটনা ঘটেছে। গত বুধবার দিনগত রাতে উপজেলার কালীগ্রাম বড়িয়াপাড়া গ্রামের শেরেদুল ইসলামের এই দুটি গরু চুরি হয়। শেরেদুল ইসলাম ওই গ্রামের আব্দুল গফুর ওরফে গরব আলীর ছেলে। এঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শেরেদুল ইসলাম জানান, বাড়ীর পাশেই গোয়াল ঘরে প্রতিদিনের মতো গরু রেখে তালা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত তিনটা নাগাদ ঘুম থেকে জেগে বাড়ির বাহিরে যাবার সময় দেখি মেইন গেটের বাহির থেকে ছিকল লাগানো রয়েছে। পরে প্রতিবেশিদের সহায়তা নিয়ে ছিকল খুলে গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখি প্রায় দুই লাখ টাকা দামের দুইটি গরু চোরেরা চুরি করে নিয়েছে। এঘটনায় তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজ মো: রায়হান জানান,গরু চুরির ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

## রাণীনগরে তিন ফার্মেসির দোকানে জরিমানা

**রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি :** নওগাঁর রাণীনগরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চালিয়ে তিনটি ফার্মেসি দোকান মালিককে জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান। আদালত সুত্র জানায়,এদিন দুপুরে উপজেলা সদরের হাসপাতাল চত্বরে বিভিন্ন ওষুদের দোকানে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল রাখার দায়ে সতর্কতা বশত ফার্মেসির মালিক ওসমান গনি রতনকে তিন হাজার, মেহেদি হাসানকে তিন হাজার এবং মোছা : সাম্মি আক্তারকে তিন হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। এসময় ওষুধ পরিদর্শক নওগাঁ জেলা কার্যালয়ের ওষুধ প্রশাসন কর্মকর্তা তোফায়েল আহম্মেদ ও রাণীনগর থানাপুলিশ উপস্থিত ছিলেন।

## কুড়িগ্রামে জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

**কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি :** কুড়িগ্রামে জাতীয় পাট দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন ও পাট অধিদপ্তরের আয়োজনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাট অধিদপ্তর কর্মকর্তা আব্দুল আউয়ালের সঞ্চালনা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) উত্তম কুমার রায়ের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, পাট অধিদপ্তর মুখ্য পরিদর্শক নওসের আজাদ, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলা কৃষি সমপ্রসারণ অধিদফতরের প্রশিক্ষণ অফিসার ড. মোঃ মামুনুর রহমান, উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা খাদিজা খাতুন, কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহফুজার রহমান খন্দকার, মাই টিভি'র কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আশরাফুল হক রুবেল, কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম, বিএডিসির প্রশাসনিক কর্মকর্তা পাপিয়া আক্তার, উদ্যোক্তা আফরোজা বেগম, পাটচাষি ও পাট ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

## পীরগঞ্জে ৪টি ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেয়া হলো

**পীরগঞ্জ, রংপুর প্রতিনিধি :** রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় ৪ টি ইটভাটা গুড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ অন্যান্য কোন বৈধ কাগজপত্র না থাকায় গত বুধবার ভাটা গুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়। এগুলো হচ্ছে-কুমেদপুর চকপাড়া গ্রামে ফারুক মন্ডলের ২ টি,কাঞ্চনপুর মৌজায় মোয়াজ্জেম হোসেনের ১ টি ও শিবপুর মৌজায় আবু বক্কর সাজু মাস্টারের ১ টি। কর্তৃপক্ষ জানায়,দীর্ঘদিন ধরে সতর্কীকরনের পরেও এসব ভাটা মালিক কোন বৈধ কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারেনি। উল্লেখ্য,উপজেলার অধিকাংশ ভাটা বনাঞ্চল, লোকালয় ও বিভি-ন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। এসব ভাটায় আগুন জ্বলে, ইট পোড়ে। মাটি, খড়ি, ইট বোঝাই করে ট্রাকের পর ট্রাক আসে। ধুলো-ধোঁয়ার একাকার হয়ে থাকে চারপাশ। এর মধ্যই চলে শিক্ষার্থীসহ পথচারীদের আসা-যাওয়া, পড়াশোনা আর খেলাধুলা। আইন লঙ্ঘন করে পীরগঞ্জ উপজেলায় গড়ে উঠেছে ৫৫টি অবৈধ ইটভাটা। এরমধ্য ৪৪টি ভাটায় ইট পোড়ানো শুরু হয়েছে। সংখ্যার অর্ধেকের বেশি ৪টি ইউনিয়নে ২৯টি ভাটা রয়েছে। কুমেদপুর ইউনিয়নে ৭টি ভাটার মধ্য এক গ্রামের ২০০ গজের দুরত্বে রয়েছে ৫টি ভাটা। বন বীট এলাকা হিসেবে পরিচিত চৈত্রকোলে ৯টি, মদনখালিতে ৬টি ও টুকুরিয়ায় ৭টি ভাটা। এসব ভাটায় বনের কাঠ উজাড় করে প্রতিবছর ইট পোড়ানো হয়। ঝিকঝাক বা হাওয়া ভাটা ৩৯টি, এখনও উপজেলায় ১৬টি স্থায়ী চিমনী ভাটা রয়েছে। কয়েকজনের বিএসটিআই, শ্রম মন্ত্রণালয়ের কল-কারখানা, ভ্যাট, ট্যাক্স ও ফায়ার সার্ভিসের অনুমতিপত্র থাকলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের লাইসেন্স নেই কারো।

ডালে ডালে ঘুরে খাবার খুঁজছে দুটি বানর। নারাইছড়ি পাহাড়, রাঙামাটি।

# শেষ মুহুর্তের গোলে জয় পেলো লিভারপুল

**স্পোর্টর্স ডেস্ক :** পার্ক ডি প্রিন্সেসে স্বাগতিক পিএসজি এবং সফরকারী লিভারপুলের মধ্যে তুমুল লড়াই। কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও ছাড় দিতে নারাজ। একদিকে মোহাম্মদ সালাহ, দিয়েগো দায়ত, লুইজ দিয়াজ কিংবা ম্যাক অ্যালিস্টাররা, অন্যদিকে ওসমান ডেম্বেলে, ব্র্যাডলি বারকোলা থেকে শুরু করে আশরাফ হাকিমি। লড়াই তুঙ্গে উঠলেও কেউ কারো জালে বল জড়াতে পারেনি। গোল না পাওয়ায় অবশেষে ৮৬ মিনিটে মোহাম্মদ সালাহকে তুলে নেন লিভারপুল কোচ আরনে স্লট। মাঠে নামান তরুণ ফুটবলার হার্ভি এলিয়টকে। এই একটি পরিবর্তনই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছে এবং জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। মাঠে নামার পর এক মিনিটও পার হয়নি, মাত্র ৪৭ সেকেন্ডের ব্যবধানে স্বাগতিক পিএসজির জালে বল জড়িয়ে দিলেন হার্ভি এলিয়ট। ৮৭তম মিনিটে আরেক পরিবর্তিত খেলোয়াড় ডারউইন নুনেজের পাস থেকে বল পেয়ে পিএসজির জালে জড়িয়ে দেন এলিয়ট। তার আগে পুরো ম্যাচে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে লিভারপুলকে ধরে রেখেছিলেন গোলরক্ষক অ্যালিসন। ঘরের মাঠে শুরু থেকেই লিভারপুলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে পিএসজি। প্রায় ৭১ ভাগ বল ছিল পিএসজিরই দখলে। লিভারপুল শুধু তাদের আক্রমণ ঠেকাতেই ব্যস্ত ছিল। পুরো ম্যাচে পিএসজির গোল লক্ষ্যে একবারই শট নিতে পেরেছিলো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। যেটা থেকে গোল পেয়েছিলো তারা। আর ওটা ছিল লিভারপুলের মাত্র দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। অথচ, পিএসজি পুরো ম্যাচে ২৮বার গোলের চেষ্টা চালিয়েছে লিভারপুলের পোস্ট লক্ষ্যে। লিভারপুল কোচ আরনে স্লট বলেন, 'আজকের এই অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে জয় নিয়ে ফিরছি। অথচ, এমন ম্যাচে আমরা জয় প্রত্যাশাই করিনি।'

পিএসজির সর্বশেষ রেকর্ড ঈর্ষণীয়। সর্বশেষ ২০ ম্যাচের মধ্যে ১৮টিতেই জয় পেয়েছে তারা এবং ২টি হয়েছে ড্র। সেই দলটিই কি না একের পর এক সুযোগ মিস করে ২১তম ম্যাচে এসে পরাজিত হলো। আগামী মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে ফিরতি পর্বের ম্যাচ।

# ওডিআই থেকে মুসফিকের অবসরের ঘোষণা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। ২০০৬ সালে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হওয়া মুশফিক দীর্ঘ ১৯ বছরের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন তিনি। এর আগে ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিলেন মুশফিক। এবার ওয়ানডে ছাড়লেও টেস্ট ক্রিকেট চালিয়ে যাবে ৩৭ বছর বয়সী এই ব্যাটার। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে টানা সবচেয়ে বেশি ৯২টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার রেকর্ডের মালিক মুশফিক। গত বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ওয়ানডে থেকে অবসরের কথা জানান মুশফিক। ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে মুশফিক লিখেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ আমি ওয়ানডে ফরম্যাট থেকে অবসরের ঘোষণা দিচ্ছি। সব কিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ। যদিও বৈশ্বিক পর্যায়ে আমাদের অর্জন খুবই সীমিত ছিল। একটা বিষয় নিশ্চিত করে বলতে পারি-যখনই আমি দেশের জন্য মাঠে নেমেছি, নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজের শতভাগের বেশি দেয়ার চেষ্টা করেছি।' তিনি আরও লিখেন, 'গত কয়েকটি সপ্তাহ ছিল আমার জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং আমি বুঝতে পেরেছি যে এটাই আমার নিয়তি। আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেন: 'ওয়া তুইজ্জু মান তাশা' ওয়া তু'যিলু মান তাশা'- অর্থ্যাৎ তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন (৩:২৬)। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এবং সবাইকে সঠিক ইমান দান করুন। সর্বশেষ আমি আমার পরিবার, বন্ধু এবং ভক্তদের গভীরভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাদের জন্য আমি গত ১৯ বছর ধরে ক্রিকেট খেলতে পেরেছি। জাযাকাল্লাহ খাইরান।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্ব থেকে বাংলাদেশ ছিটকে যাবার মাত্র এক সপ্তাহ পর ওয়ানডে থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুশফিক। চলতি আসরে ব্যাট হাতে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি তিনি। এছাড়াও সর্বশেষ ১০ ইনিংসে মুশফিকের ব্যাট থেকে মাত্র ১টি হাফ-সেঞ্চুরি এসেছে। বাংলাদেশের সেরা পাঁচ খেলোয়াড়ের মধ্যে থেকে একজন হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দলকে সেরার কাতারে নিয়ে গেছেন মুশফিক। দেশের হয়ে ২৭৪ ওয়ানডে ম্যাচে ৯টি সেঞ্চুরি ও ৪৯টি হাফ-সেঞ্চুরিতে ৩৬ দশমিক ৪২ গড়ে ৭৭৯৫ রান করেছেন মুশফিক। উইকেটরক্ষক হিসেবে ২৪৩টি ক্যাচ এবং ৫৬টি স্টাম্পিং করেছেন মুশফিক।



## মুশফিককে বিসিবির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

**স্পোর্টর্স ডেস্ক :** কদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেশের হয়ে অসামান্য অবদান রাখা মুশফিকুর রহিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সংস্থাটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে গতকাল একথা বলা হয়েছে। দুই দশকের দীর্ঘ যাত্রার পর গত বুধবার ওয়ানডে থেকে অবসর নেন মুশফিকুর। ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেন মুশফিক। তবে টেস্টে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মুশফিকের অসামান্য নিবেদন, পেশাদারিত্ব ও দৃঢ় মানসিকতার প্রশংসা করেছে বিসিবি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ব্যাট হাতে এবং উইকেটের পিছনে তার পারফরমেন্স দেশের ক্রিকেটের অগ্রগতির জন্য বড় অবদান রেখেছে। বিবৃতিতে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ বলেন, 'মুশফিকুর রহিমের কর্মনীতি, স্থিতিস্থাপকতা এবং দৃঢ় সংকল্প এমন উদাহরণ আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। বিসিবি প্রধান আরও বলেন, বাংলাদেশের সেরা ওয়ানডে মুহূর্তগুলোর কথা বলতে গেলে তার নাম সবসময় উঠে আসবে। তিনি বলেন, '১৯ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেট খেলা এক অসাধারণ কীর্তি। এটি তার ধারাবাহিকতা ও মানসিক শক্তিরই প্রমাণ। আমি নিশ্চিত, ক্রিকেটের জন্য মুশফিকের এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে এবং আমরা আশা করি তিনি মাঠে ও মাঠের বাইরে আরও অনেক অবদান রাখবেন।' বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ২৭৪ ম্যাচ খেলেছেন মুশফিক। দেশের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৭৯৫ রান করেছেন তিনি। ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৩৭ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুশফিক।

# লেভারকুসেনের সাথে জয় পেলো বায়ার্ন

**স্পোর্টর্স ডেস্ক :** এক বছরে পরিস্থিতি কতটা পরিবর্তন হয়ে গেছে! এক বছর আগেও বায়ার লেভারকুসেন ছিল অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয়। বায়ার্ন মিউনিখ তাদের সামনে দাঁড়াতেই পারছিল না। এক বছর পর সেই লেভারকুসেনই বায়ার্নের সামনে গিয়ে হাসফাঁস করতে শুরু করে। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে মুখোমুখি দুই জার্মান দল। প্রথম লেগে বায়ার্ন ঘরের মাঠে ৩-০ গোলো হারিয়ে দিলো বায়ার লেভারকুসেনকে। এই জয়ে বলা যায় কোয়ার্টার ফাইনালে এক পা দিয়েই রাখলো ভাবারিয়ানরা। বায়ার্নের হয়ে এই ম্যাচে জোড়া গোল করলেন ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন। অন্য গোলটি করেন জামাল মুসিয়ালা। ৬২তম মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বহিস্কার হন বায়ার লেভারকুসেনের নর্দি মুকিয়েলে। তবে, সর্বশেষ সাত মুখোমুখি লড়াইয়ে জাবি আলোনসোর দলের বিপক্ষে এই প্রথম জয় পেলো বায়ার্ন মিউনিখ। জার্মান কাপ থেকে বায়ার লেভারকুসেনের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে বায়ার্ন মিউনিখকে। ম্যাচের ৯ম মিনিটেই বায়ার্ন মিউনিখকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেইন। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-০ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে বাকি দুই গোল করে বায়ার্ন। ৫৪তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন জামাল মুসিয়ালা। ৭৫তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোল করেন হ্যারি কেইন। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত বুধবার অন্য ম্যাচে ডাচ ক্লাব ফেয়েনুর্দ রটারড্রামের মাঠে গিয়ে ০-২ গোলের ব্যবধানে জয় নিয়ে ফিরেছে ইতালিয়ান ক্লাব ইন্টারমিলান। ইতালিয়ান ক্লাবটির হয়ে গোল দুটি করেন মার্কাস থুরাম এবং লওতারো মার্টিনেজ।



# বেনফিকার সাথে বার্সার কষ্টার্জিত জয়

**স্পোর্টর্স ডেস্ক :** ২২ মিনিটেই লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বহিষ্কার হন পাও কুবার্সি। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে ম্যাচের পুরো ৭৮টি মিনিট ১০জন নিয়ে খেলতে হয়েছে বার্সেলোনাকে। পর্তুগিজ জায়ান্ট বেনফিকার মাঠ থেকে ১০জনের দল নিয়ে জিততে পারবে, তা হয়তো ভাবতেই পারেনি বার্সা ফুটবলাররা। কারণ, ১০ জনের দল পেয়ে বার্সার জালে মুহুর্মুহু আক্রমণ করে বেনফিকা। কিন্তু ৩৪ বছর বয়সী পোলিশ গোলরক্ষক ওইশেখ স্টেনজনের অসাধারণ দৃঢ়তায় রক্ষা পায় বার্সা। শেষ পর্যন্ত রাফিনহার একমাত্র গোলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে বেনফিকার মাঠ থেকে ১-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সা। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর বার্সার প্রথম চেষ্টা ছিল গোল হজম না করা। এই চেষ্টায় বার্সেলোনা পুরোপুরি সফল। এরপর চেষ্টা ছিল গোল করার। তাতেও এলো সফলতা। ম্যাচের বয়স যখন একঘণ্টা পেরিয়েছে, তখনই ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা বেনফিকার জালে বল জড়িয়ে দিলেন। ১-০ গোলে এগিয়ে গেলো সফরকারী দল বার্সেলোনা। শেষ পর্যন্ত ওটাই হয়ে গেলো ম্যাচের ফল নির্ধারক। ২২ মিনিটে বেনফিকার ফুটবলার ভেঙেলিস পাভলিডিসকে ফাউল করায় সরাসরি লাল কার্ড দেখেন বার্সার টিনেক ফুটবলার পাও কুবার্সি। এরপর স্বাগতিকদের মুহূর্মুহু আক্রমণের মুখে নার্ভ ধরে রাখা বার্সার পক্ষেই হয়তো সম্ভব। বিশেষ করে পোলিশ গোলরক্ষক ওইশেখ স্টেনজনের দারুণ ক্ষিপ্রতায় গোল থেকে বেঁছে যায় বার্সেলোনা। বেশ কিছু অসাধারণ গোলের চেষ্টা রুখে দেন তিনি। জাতীয় দল থেকে এরই মধ্যে অবসরে চলে গেছেন গোলরক্ষক স্টেনজনে। ক্লাব ফুটবলেও খুব বেশি আলোচনায় নেই। বার্সায় যোগ দেয়ার পর পোস্টের নিচে দাঁড়িয়েছেন খুব কমই। তবে, জার্মান গোলরক্ষক মার্ক অ্যান্ডার টের স্টেগান ইনজুরিতে থাকার কারণে বেনফিকার বিপক্ষে পোস্ট সামলানোর দায়িত্ব পান এই পোলিশ গোলরক্ষক। বার্সা মিডফিল্ডার পেদ্রি ম্যাচ শেষে বলেন, 'গোলরক্ষক স্টেনজনে অনেকবার নিশ্চিত গোল থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন আজ। ম্যাচের একেবারে শুরুতেই একজন কমে যাওয়ার পর অবশ্যই আপনি দলীয় প্রচেষ্টাকে ক্রেডিট দেবেন। অন্যদিন হলে হয়তো কিছুটা কঠিন ম্যাচই হতো আমাদের জন্য; কিন্তু আজ ছিল একেবারে বিশেষ। আমরা দারুণভাবে ডিফেন্স করতে পেরেছি।' স্টেনজনের দারুণ পারফরম্যান্স শুরু হয় ম্যাচ শুরুর ৩০ সেকেন্ড থেকেই। যখন পাভলিডিস একটি বল নিয়ে কাউন্টার অ্যাটাকে গিয়ে কেরেম আকতুরুগলোকে পাস দেন এবং তিনি একটি জোরালো নিচু শট নেন। ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাত দিয়ে বলটিকে ঠেকিয়ে দেন ৩৪ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক। সব মিলিয়ে ৮টি নিশ্চিত গোল থেকে দলকে রক্ষা করেন স্টেনজনে।



## লাইফস্টাইল

# যে কারনে চাকরির সাক্ষাৎকারে বাদ পড়তে হয়

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** সাধারণ কারণগুলো জানা থাকলে চাকরির সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় সাবধান হওয়া যায়। একের পর এক চাকরির সাক্ষাৎকার দেওয়ার পরও কোনো সুখবর না পাওয়ার হতাশার স্বাদ একমাত্র ভুক্তভোগীই বোঝে। বিশেষ করে ভালো 'ইন্টারভিউ' দেওয়ার পর স্বভাবতই প্রার্থীর মনে আশা জাগে। অধীর আগ্রহে পরের সংবাদের অপেক্ষা করতে থাকে। সেই অপেক্ষা যেমন দুঃসহ তেমনি অবশেষে কোনো খবর না আসা হতাশার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। কর্মী নিয়োগ দেওয়ার দায়িত্বে থাকা মানুষগুলো প্রতিটি প্রার্থীর আবেদন চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। ফলে কোনো ভুলই তাদের চোখের আড়াল হয়না। আবার কী কারণে একজন চাকরি প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হল সেটাও তাকে জানানো হয়না। ফলে প্রার্থী জানতেই পারেন না বাতিল হওয়ার কারণ। সাক্ষাৎকারেই চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল হওয়ার কয়েকটি কারণ হলো- **চাহিদার তুলনায় কম কিংবা বেশি যোগ্য:** চাকরির বিজ্ঞাপনে প্রার্থীর শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতার বিবরণ দেওয়া থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। তবে প্রায় অর্ধেক প্রার্থী বাদ পড়ে যান প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতার মানদণ্ডে। আবার কিছু প্রার্থী থাকেন যাদের যোগ্যতা ওই পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার তুলনায় বেশি। দুটি কারণই একজন প্রার্থীকে নাকচ করে দেওয়ার জন্য যৌক্তিক কারণ। **আবেদনের সময়ানুবর্তীতা:** সকল চাকরির বিজ্ঞাপনেরই আবেদনের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। এই সময়সীমার মধ্যে আসা আবেদনগুলোই শুধু বিবেচনায় আনা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। অনেকসময় আবেদনের সময়সীমার শেষের দিকে আসা আবেদনগুলো বিবেচকদের অগোচরে থেকে যেতে পারে। এর কারণ হয়ত অনেক আবেদন আসা কিংবা ইতোমধ্যেই কয়েকজন আবেদনকারী নিয়োগ কর্তাদের প্রাথমিক পছন্দের তালিকায় এসে গেছেন। তাই আবেদনের সময় সম্পর্কে খেয়াল রাখা সবসময়ই জরুরি। **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম- বিনোদন ও যোগাযোগের মাধ্যমের গণ্ডি পেরিয়ে এখন তা আমাদের অস্তিত্বের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লিঙ্কডইন, ফেইসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার ইত্যাদি মাধ্যমগুলো একজন ব্যবহারকারীর ব্যক্তিত্বের একটি অংশ। তাই অনেক নিয়োগ কর্তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রার্থীর প্রোফাইল দেখে থাকেন। ফলে প্রার্থীদেরও উচিত হবে এই মাধ্যমগুলোতে পেশাদারীত্ব বজায় রাখা। **উপার্জনের অঙ্ক:** প্রতিষ্ঠানের ওই শূন্য পদটিতে কার স্থান হবে সেটা নির্ধারণের বিষয়টা সবচাইতে বেশি নির্ভরশীল বেতনের অঙ্কটার ওপরেই। প্রার্থীর যোগ্যতার বিচারেই এই বেতনের অঙ্কটা নির্ধারিত হয়। তবে যোগ্যতার মূল্যায়নের মাপকাঠি সব প্রতিষ্ঠানের সমান হয়না কখনই। তাই যেখানে আবেদন করছেন তাদের বেতনের অঙ্কটা যদি প্রার্থীর বর্তমান উপার্জনের চাইতে কম হয় তবে স্বভাবতই প্রার্থী সেখানে যোগদান করবেন না। অপরদিকে নিয়োগ কর্তারাও প্রার্থীর অভিজ্ঞতার আলোকে তার উপার্জনের মাত্রা আন্দাজ করার চেষ্টা করেন।



# যা হয় চোখ বেশি রগড়ালে

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** চোখ বেশি রগড়ালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। লম্বা সময় কোনো বৈদ্যুতিক পর্দার দিয়ে তাকিয়ে থাকার পর কিংবা চোখে কিছু পড়লে অধিকাংশ মানুষই চোখ কচলান। এমনকি যারা এর ক্ষতি সম্পর্কে জানেন তারাও লোভ সামলাতে পারেন না। চিকিৎবিজ্ঞানের তথ্যানুসারে চোখে অস্বস্তি হলে রগড়ালে আরাম বোধ হওয়ার কারণ এতে 'ভ্যাগাস' নামক স্নায়ু উজ্জীবিত হয়, যা হৃদস্পন্দন ধীর করে এবং অস্বস্তি কমায়। তবে এ সময় চোখে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করলে কিংবা বিষয়টা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হলে তা থেকে দেখা দিতে পারে চোখের বিভিন্ন রোগ। বাড়াতে পারে অস্বস্তি। বাড়ায় চোখে সংক্রমণের আশঙ্কা। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল চোখ কচলানো ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে।- প্রায় সময় চোখ কচলালে তার প্রভাব গিয়ে পড়ে 'কর্নিয়া'তে। সেখান থেকে 'কর্নিয়া'য় বিকৃতি দেখা দিতে পারে যার আরেক নাম 'কেরাটোকোনাস'। এছাড়াও অতিরিক্ত চোখ কচলানো কারণে 'কর্নিয়াল টিস্যু' পাতলা হতে থাকে এবং তার আকৃতি পরিবর্তীত হয়ে 'কোন-শেইপ' বা শঙ্কু আকৃতি ধারণ করতে থাকে। 'কর্নিয়া'য় এমন ক্ষতি তীব্রমাত্রায় পৌঁছালে তা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বদলাতে হতে পারে। -চোখে খচখচানি অনুভূতি হওয়ার পেছনে সচরাচর দায়ী হয় ধুলিকণা কিংবা চোখের পাতার একটি লোম, যা চোখে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড অস্বস্তি। এমতাবস্থায় চোখ কচলালে ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আর সেই ক্ষতির প্রভাবও পড়বে ওই 'কর্নিয়া'তেই। এতে 'কর্নিয়া'য় আঁচড় পড়ে যায়, যা সাধারণত কয়েকদিনে সেরে যায়। তবে তা সেরে ওঠার সুযোগ না পেলে হতে পারে 'আলসার' বা ঘা। তাই চোখে যাই প্রবেশ করুক না কেনো পানির ঝাপটা দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। -যাদের ইতোমধ্যেই চোখে সমস্যা আছে তাদের এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত, বিশেষত 'গ্লুকোমা'য় আক্রান্তদের। চোখের ভেতরে চাপ বেশি হওয়ার কারণে এই রোগ দেখা দেয়, যাকে বলা হয় 'ইন্ট্রাকুলার প্রেশার (আইওপি)'। এই চাপ থেকে চোখের বিভিন্ন স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে, যার ফলাফল হবে দৃষ্টিশক্তির বিনাশ। 'গ্লুকোমা'র ওষুধ সেবনকারী রোগীদের উচিত একবারেই চোখ কচলানো থেকে বিরত থাকা, কারণ ওষুধের কারণেও চোখে অস্বস্তি হয়ে থাকে। -'মাইওপিয়া'তে আক্রান্ত ব্যক্তি দূরের বস্তু ঝাপসা দেখেন এবং বর্তমান সময়ে এই দৃষ্টিশক্তির সমস্যায় ভুগছেন অসংখ্য মানুষ। আর এই সমস্যা আরও বাড়াতে পারে চোখ কচলানোর অভ্যাস। 'অপথালমোলজি' শীর্ষক জার্নালে প্রকাশিত ২০১৬ সালের এক জরিপ অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৯৬ লাখ মানুষ তীব্রভাবে 'মাইওপিয়া'তে আক্রান্ত এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ আরও খারাপ হচ্ছে।



## মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিনের ব্যবহার

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** বিভিন্ন রকমের ভিটামিন ও খনিজ উপাদান মস্তিষ্ককের স্বাস্থ্য ভালো রাখার পাশাপাশি মন ভালো রাখতে সহায়তা করে। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার সহায়ক কয়েকটি ভিটামিনের নাম হল- **ভিটামিন বি:** মস্তিষ্কের বিকাশে এই ভিটামিন একাই গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন বি'য়ের নানান রূপ যেমন- বি১, বি২, বি৩, বি৬ ইত্যাদি মানসিক সমস্যা যেমন- হতাশা, চাপ ইত্যাদির কমাতে সাহায্য করে। অনেক খাবার ও সবজিতে ভিটামিন বি পাওয়া যায়। তাছাড়া সম্পূরক হিসেবেও ভিটামিন বি গ্রহণ করা যেতে পারে। **সেলেনিয়াম:** 'ফ্রি রেডিকেল' ও সংক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা পেতে সেলেনিয়াম নামক গুরুত্বপূর্ণ 'মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট' সহায়তা করে। মস্তিষ্কের জন্য এটা বহুমুখি ভূমিকা পালন করে। মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবারহ, প্রদাহ হ্রাস এবং কোষের ক্ষয় থেকে রক্ষা করে বলে জানা যায় বিভিন্ন গবেষণা থেকে।

## মেইকআপ ঠিক রাখার উপায়

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** সামনেই আসছে গরমকাল। এসময় দেখাযায় কিছুক্ষণ পরপরই মেইকআপ নষ্ট হয়ে যায়। মেইকআপ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমন কাজগুলো এড়িয়ে চললে খুব সহজেই এই সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়- **নাকের ওপর সানগ্লাসের দাগ:** সুন্দর নিখুঁত মেইকআপ করে সানগ্লাস পরে বাইরে গেলে, সানগ্লাসের চাপে নাকের ওপরের মেইকআপ উঠে যেতে পারে। এই সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করার উপায় রয়েছে। এমনটা সাধারণত মেইকআপের ভারী ভিত্তির কারণে হয়ে থাকে। তাই বিশেষজ্ঞরা মেইকআপের বেইজ যতটা সম্ভব হালকা করার পরামর্শ দেন। হালকা মেইকআপ করার পরে মুখের লালচেভাব খুব একটা চোখে পড়ে না। তবে মেইকআপ উঠে গিয়ে ত্বকের রং ফুটে ওঠাটা আসলেই বেশ বিরক্তিকর। আর এমন হয়ে থাকে মুখে খুব বেশি মেইকআপ ব্যবহারের ফলে। **ম্যাট লিপস্টিক ফেটে যাওয়া:** ম্যাট লিপস্টিক অনেকেই পছন্দ করেন। ঠোঁটে যতই লিপ বাম বা তেল ব্যবহার করা হোক না কেনো কয়েক ঘণ্টা পরে ঠোঁট সাধারণভাবেই ফেটে যায়। ঠোঁট শুষ্ক হয়ে থাকলে ম্যাট তরল লিপস্টিকের বদলে পেন্সিল লিপ্সটিক ব্যবহার করুন। কারণ এতে তরল লিপস্টিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে 'ওয়াক্স' ও তেল থাকে। **কন্সিলার ব্যবহার:** বলিরেখা ঢাকতে কন্সিলার ব্যবহার ভালো উপায়। তবে এর কার্যকারিতা নির্ভর করে মূলত এর সঠিক পরিমাণ ও সঠিক স্থানে ব্যবহারের ওপর। প্রয়োজন মতো কন্সিলার ব্যবহার করে তার ওপরে ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার ব্যবহার করা হলে মেইকআপ স্থায়ী হবে।



# শিশুর একজিমা প্রতিরোধে যা করবেন

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** শুষ্ক ত্বকে চর্মরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকলেও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারে একজিমা প্রতিরোধ সম্ভব নয়। 'একজিমা' একটি অতি সাধারণ ত্বকের সমস্যা। যুক্তরাজ্যের এক জরিপে দেখা গেছে প্রতি পাঁচজন নবজাতকের মধ্যে একজন এই সমস্যায় আক্রান্ত হয়। শিশু জন্ম নেওয়ার পর থেকেই এর সুত্রপাত হয়। আর সাধারণত শুষ্ক ত্বক নিয়ে জন্ম নেওয়াই হল প্রথম ইঙ্গিত যে শিশু পরে 'একজিমা'য় আক্রান্ত হতে পারে। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের বহুল প্রচলিত উপায় হল 'ময়েশ্চারাইজার'। তবে ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতিদিন ত্বকে 'ময়েশ্চারাইজার' ব্যবহার করা শিশুর ত্বককে 'একজিমা'র আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহাম'য়ের গবেষক হাওয়েল উইলিয়ামস এই বিষয়ে গবেষণা চালান। তিনি বলেন, "তীব্র 'একজিমা'র চিকিৎসায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসেছে ব্যাপক উন্নয়ন। তবে ত্বকের এই সমস্যায় আক্রান্ত হওয়া থেকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে এখনও দূর্বলতা রয়ে গেছে।" গবেষণার অন্যান্য গবেষকরা জানান, "ধারণা করা হয় ত্বকের সুরক্ষা ব্যবস্থায় সমস্যা থাকার কারণেই হয়ত আক্রমণের সুযোগ পায় 'একজিমা'। ত্বকের ওপর আবরণ তৈরি করে তার মাঝে তরল আটকে রাখার মাধ্যমে ত্বকের সুরক্ষা কবচ জোরদার করে 'ময়েশ্চারাইজার'। আর এজন্যই স্বাস্থ্যসেবকরা 'একজিমা' থেকে বাঁচতে নিয়মিত 'ময়েশ্চারাইজার' ব্যবহারের পরামর্শ দেন।" হাওয়েল উইলিয়ামস'য়ের এই গবেষণার নাম ছিল 'ব্যারিয়ার এনহ্যান্সমেন্ট ফল একজিমা প্রিভেনশন (বিইইপি)'। এর মূল উদ্দেশ্য হল 'ময়েশ্চারাইজার' ব্যবহারের এই পরামর্শ আসলে কতটুকু কার্যকর, সেটাই যাচাই করা। এই গবেষণায় মোট ১৩৯৪ জন নবজাতককে পর্যবেক্ষণ করেন গবেষকরা। যাদের সবার পরিবারে 'একজিমা', হাঁপানি, 'হেফিভার' ইত্যাদি রোগ বিদ্যমান। নবজাতকদের দুটি দলে ভাগ করা হয়। একদল শিশুকে এক বছর পর্যন্ত প্রতিদিন 'ময়েশ্চারাইজার' মাখানো হয়। আর অপরদলকে 'ময়েশ্চারাইজার' ব্যবহার করতে বারণ করা হয়। তবে সবার পরিবারকেই সাধারণ ত্বকের যত্নের ব্যাপারে পরামর্শ দেন গবেষকরা। গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয় 'দ্য ল্যান্সেট' শীর্ষক জার্নালে। এতে বলা হয়, 'নিয়মিত 'ময়েশ্চারাইজার' ব্যবহারের মাধ্যমে 'একজিমা' প্রতিরোধের কোনো প্রমাণ মেলেনি এই এক বছরে। বরং ত্বকের বিভিন্ন প্রদাহের আশঙ্কা সামান্য পরিমাণ বাড়তে দেখা যায়।

# ঘরেই তৈরি করুন ত্বক পরিচর্যার জেল

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** ত্বকের যত্নে অ্যালো ভেরা দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করা যায় জেল। আর এই জেল দিয়ে রাতে ত্বক পরিচর্যায় মিলবে ভালো ফলাফল। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রাতে ত্বকের প্রাকৃতিক যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল। অ্যালো ভেরা যে কোন ধরণের ত্বকের জন্যি উপকারী। তাই ত্বক আর্দ্র রাখতে ও ক্ষয় পূরণ করতে অ্যালো ভেরার জেল ও ত্বক বান্ধব তেল ব্যবহার করে ত্বক সুরক্ষিত রাখা যায়। **উপকরণ:** অ্যালো ভেরা জেল এক টেবিল-চামচ, ল্যাভেন্ডার তেল এক চা-চামচ, প্রিমরোজ তেল চার ফোঁটা। **পদ্ধতি:** সকল উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে তা বায়ুরোধী কাচের পাত্রে সংরক্ষণ করুন। প্রতিদিন রাতে মুখ পরিষ্কার করে ঘুমানোর আগে এই জেল ব্যবহার করুন। ত্বকে তা ভালোভাবে প্রবেশ করানোর জন্য রোলার ব্যবহার করেতে পারেন। **উপকারিতা:** এই জেল ত্বকের ক্ষয় পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত তেল নিঃসরণ কমায়। আর বাজারে যেসব 'নাইট ক্রিম' পাওয়া যায় তা রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। বরং প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এই জেলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।